

A
BRIEF SURVEY
OF THE
ENGLISH CONSTITUTION,
IN THREE PARTS.

BY
RAJKUMAR SARBADHIKARI,
AND
Revised by
BABOO RAMAPRASAD ROY.

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরাজকুমার সর্বাধিকারি প্রণীত।

শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায়

Calcutta :

THE PRESIDENCY

1862.

Appointed by the Senate
OF THE
CALCUTTA UNIVERSITY
FOR
THE EXAMINATIONS
OF
1863

Part I. For Entrance.

**Part II. For First Examination
in Arts.**

Part III. For B. A. Examination.

উরিলিয়ম্, এম্, সিটন্ কার্ সাহেব

মহোদয় সমাপেষু

সাদরসম্ভ্রামণম্

রাজপুরুষগণের মধ্যে আপনি বঙ্গভাষায় সুপ-
প্তিত। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে এবং বঙ্গদেশবাসি-
গণের জ্ঞানদ্বিসাধনে, আপনি একান্ত তত্ত্ব, 'আব'জ্ঞ।
ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব আপনার উদ্দেশ্যেই
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ স্থানি উৎসর্গীকৃত হইল। ভারতবর্ষ
বাসাদিগণের জগদাশ্রয়ের ঃ কণ্ঠে সর্বিনয়ে প্রার্থনা
এই. যেন আপনার মত সকল রাজপুরুষেরাই এ
দেশের আচার, ব্যবহার, বীতি, নীতি, ও বিদ্যা
বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, ভারতভূমির মঙ্গল বিধান
সম্পন্ন করেন।

প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল ইংরেজেরা ভার-
তবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চ-
র্যের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত এদেশস্থ অনেকেই
ইংলণ্ডের বল, বীৰ্য, সাহস, পরাক্রম, সমৃদ্ধি, মাহাত্ম্য
ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে কিছু মাত্র জ্ঞান
না; অধিক কি ইংবেজেরা কোন্ স্থান হইতে
সিরাছেন, ইহাও অনেকে বিদিত নহেন। এ
অবগত না থাকায় মধ্যে মধ্যে নানা অনর্থ

থাকে। এই সকল বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ না জানিয়াই, বিদ্রোহীদিগের এতদৃশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তা-
হার। সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল, ২, ভারতবর্ষ
ইংরেজদিগকে দূর করিয়া দিলেই তাহার। কৃতকাৰ্য্য
হইবে। তাহাদের এইরূপ ভ্রম না থাকিলে কত
শত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা ছিল।

আমাদের দেশের অজ্ঞানান্ধ লোকদিগের ভ্রম
সংশোধন করিয়া দিবার নিমিত্তই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি
সঙ্কলিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের শাসন-
প্রণালী ঘটিত অন্যান্য বিষয় প্রচারিত হইবে।

আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত রাজকুমার সর্দাপিকারী
আমার পরামর্শানুসারে এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করি-
য়াছেন। তিনি এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিবার
নিমিত্ত যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে গ্রন্থ
খানি সর্বত্র আদৃত ও প্রচারিত হইলে, এবং ইহাতে
সাধারণের উপকার দর্শিলে, আমাদের মনোরথ সিদ্ধ
হয়।

কলিকাতা, }
২০শে জুন, ১৮৬১। } শ্রীমতীপ্রসাদ রায়।

শুদ্ধিপত্র ।

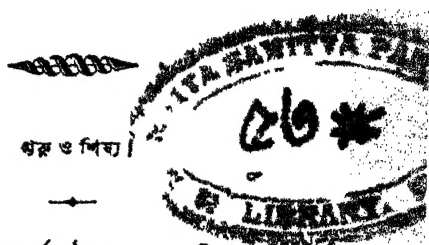


পৃ । পুং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১ । ১০	পীড়িত ।	পীড়িত
৭৯ । ১	ইহার	ইহাবা
৮৪ । ৪	‘বিধান	‘বিধান’
৯৮ । ১৭	কুইন্স্ বেঞ্চ নামক	কুইন্স্ বেঞ্চ ও কমন্ প্লিস্ নামক
১০২ । ৫	অপরাধে	অপরাধ
১০৪ । ১২	জননী; কজন	জনক, জননী ;
১৪০ । ১	স্বহৃদাতকের	স্বহৃদাভে
১৪৪ । ১৩	সেই সমুদায়ের	সেই সমুদায় স্বহৃ বিষয়ক অপকারের
১৫১ । ১৬	প্রকাশ	প্রচার
১৫৬ । ১৭	হানি হয়, ও	হানি হয়, অথবা হানি হইবার, কিংবা

১৪৭। ১৫	করিলে কর,	করিলে, এব° খর
		তাহাতে বাস্তবিক
		কোন হানি" না
		হইলে,
১৫৮। ১০	তাহাতে	তাহাকে
১৫৯। ১৪	নিহ্বাপশাব	নিহ্বাপহার
১৬৪। ১২	কমন প্লিস্	কুইন্স্ বেঞ্চ্
১৭৩। ৭	সেই খানে	সুতানটী রক্ষিত
		করিবার নিমিত্ত
১৭৪। ১১	কলিকাতার	সেন্ট্ পিটস্ বর্গ
		ভিন্ন কলিকাতার
১৯৫। ৫	বরুক	বরুক

দুঃখাপা

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।



শিখা।—আর্য্য! দুর্জয় ইংরেজ জাতি ক্রমে ক্রমে
সমুদায় পৃথিবী জয় করিতেছে। শুনিয়াছি,
পৃথিবীর এমন স্থানই নাই যেখানে ইংরেজদের
নাম কর্ণগোচর হয় না। পৃথিবীস্থ সকল
জাতিই ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলে। ইহাদের
প্রতাপ ভারতবর্ষের সকল স্থানেই ব্যাপিয়াছে।
আপনিই আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন, যে
পৃথিবীর আদি অবধি আজি পর্য্যন্ত অনেক
জাতিই আপনাদের দেশকে অগ্রগণ্য করিয়াছিল,
কিন্তু কেহই ইংরেজদের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ
করিতে পারে নাই। ইহারা কে? কোথা হইতে
আসিয়াছে? কিরূপে ইহাদের এত সমৃদ্ধি হইল?

ইহাদের স্বদেশের শাসন-প্রণালী কিরূপ ? এই সকল কথা বিশেষ করিয়া জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার মানস পূর্ণ করুন।

গুরু।—ইংরেজদের দেশের বিবরণ ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয় জানিতে তুমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছ। কত শতবার তুমি আমার নিকটে তোমার কৌতুহল প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু নানা কার্যে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমার কৌতুক নিবৃত্তি করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। অগ্নিতে দ্রুত প্রদান করিলে তাহা নিকষ-পিত না হইয়া বরং অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই রূপ তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে আমার নিকট হইতে বাহ্য কিছু শুনিবে, তাহাতে তোমার কৌতুক শান্ত হইবে না, বরং অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সে বাহ্য হউক, তোমার কি কি জানিতে ইচ্ছা হয়, এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা কর।

শিষ্য।—ইংরেজারা কে ? কোথা হইতে আসিয়াছে ? ইহা প্রথমে বলুন।

পুত্র ।—তোমার বিদিত আছে, পৃথিবীর
স্থলভাগ পাঁচ মহাখণ্ডে বিভক্ত । তন্মধ্যে
ইউরোপ এক মহাখণ্ড । তুমি ইহাও জান যে
ঐ মহাখণ্ড ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে উত্তর
পশ্চিমদিকে স্থিত; এবং তাহাতে নিম্নলিখিত
কয়েকটি দেশ আছে ।

ডেন্মার্ক, যাহাকে এদেশে ডিনামার্কের দেশ
বলে ।

বেল্জিয়ম্ ।

হলণ্ড, যাহাকে এদেশে ওলন্দাজের দেশ
বলে ।

প্রশিয়া ।

স্পেন ও পোর্টুগেল ।

ফ্রান্স, যাহাকে এদেশে করাসীমদের দেশ
কহে ।

সুইট্সার্লণ্ড, এখানে অনেক পর্বত; ই-
হাকে পর্বতের দেশ বলিলেই হয় ।

জার্মানি, যাহাকে সামান্যত জার্মানদেশ
বলে ।

অস্ট্রিয়া ।

রুসিয়া।

ইটেলী, এদেশেই রুম নগর।

তুরস্ক।

গ্রীস।

ইহাদের মধ্যে রুসিয়া, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া এই চারিটি সকলের প্রধান। ইউরোপের পরিমাণকূল ৪০ লক্ষ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ২৫ কোটি। ইহার মধ্যে রুসিয়া সর্বাপেক্ষা বড়; রুসিয়া ইউরোপের অর্ধেক অপেক্ষাও অধিক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য।—কই, ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের নাম করিলেন না?

গুরু।—যদিও ইংলণ্ড ইউরোপের দেশ বলিয়া পরিগণিত, তথাপি ইউরোপের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই, এ কথা বলিলে বলা যায়। এক সমুদ্র শাখা তাহাকে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম কোণে আটলান্টিক মহাসাগরের গর্বে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ নামে কতকগুলি দ্বীপ আছে। সেই সমুদায় দ্বীপ এক রাজার অধিকারভুক্ত। সেই রাজার

রাজ্যকে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের সংযুক্ত রাজ্য, অথবা সংক্ষেপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলে, এ রাজ্যকেই আমাদের দেশের লোকেরা সচরাচর 'বিলাত' বলিয়া থাকে।

একটা সমুদ্র শাখা আয়ারল্যান্ডকে ব্রিটেন দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ব্রিটেন দ্বীপটা পূর্বোক্ত সমুদ্রের দ্বীপ অপেক্ষা বৃহৎ। ব্রিটেন তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত—ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েল্‌স। ইহার মধ্যে স্কটল্যান্ড সর্বোচ্চ। স্কটল্যান্ডের সকল স্থানের ভূমি এক রূপ নহে, তাহাদের আকারের অনেক ভেদ আছে। এই নিমিত্ত স্কটল্যান্ড দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, উন্নত ও নিম্ন অঞ্চল। মধ্য ভাগ, পশ্চিম ভাগ, এবং উত্তর-পশ্চিম ভাগকে উন্নত অঞ্চল বলে। উন্নত অঞ্চলের ভূমি অতিশয় বন্ধুর এবং পর্বতময়। বহু দেশের লোক এবং রাজপুত্র প্রভৃতি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ লোক, ইহাদের যেকোন প্রভেদ, স্কটল্যান্ডের উন্নত অঞ্চলের লোক এবং নিম্ন অঞ্চলের লোক, তাহাদেরও সেই রূপ প্রভেদ। কলিকাতায় স্কটল্যান্ড দেশীয় যে সকল সৈন্য দেখিয়াছ

যাহাকে সামান্য ভাষায় লেণ্ডটা পল্টন বলে তাহারা এই অঞ্চলের লোক । স্কটলণ্ডে অসম্ভ্য হৃদ আছে । তাহার মধ্যে কতকগুলি দেখিতে অতি রমণীয় । স্কটলণ্ডের ভূমি অধিক উর্বর নয় । কিন্তু সেখানকার কৃষকেরা কৃষি কর্মে অতিশয় নিপুণ । পরন্তু ভূমি অধিক উর্বর নয় বলিয়া তাহাদের সেই নৈপুণ্যে অধিক কল দেখে না । স্কটলণ্ডে ইংলণ্ড অপেক্ষা শীত অধিক । ইংরেজেরা যেমন সর্ব বিষয়ে নিপুণ, স্কটেরা ইংলণ্ডবাসীদের অপেক্ষা কিছুই কম নয় । পূর্ব-কালে ইংরেজদের ও স্কটদের অতিশয় বিরোধ ছিল, ইহাদের পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল । সাপে ও নেভিলে যেমন, স্কটে ও ইংরেজে সেই রূপ ভাব ছিল । উভয় পক্ষে কত শত রক্তময় সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে । এখন কিন্তু ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের বড় সন্ধাব । বস্ট জেম্সনানে স্কটলণ্ডের এক জন রাজা মাতৃকুল সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজ্য পাইয়া ছিলেন । তাহার প্রপৌত্রী মহারানী র্যান্ যিক্তখীস্টের জন্মের ১৭০৭ বৎসর পরে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড মিলিত করেন । সেই অবধি

এখানে আর স্বতন্ত্র রাজা নাই। কিন্তু রাজা স্বতন্ত্র নয় বলিয়া তুমি ইহা মনে করিয়া রাখিও না, যে ইংলণ্ডের ও স্কটলণ্ডের আইন এক। স্কটলণ্ডের অনেক আইন ইংলণ্ডের আইন হইতে ভিন্ন। স্কটলণ্ডের পূর্ব রাজাদের রাজধানী এডিন্‌বরা নগরে ছিল।

স্কটলণ্ডের দক্ষিণে ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের অধিবাসী দিগকেই ইংরেজ বলে, এবং ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়েল্‌স। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স এই তিনের মধ্যে ইংলণ্ড সৰ্বাপেক্ষা বড়, স্কটলণ্ড ইংলণ্ড অপেক্ষা ছোট, ওয়েল্‌স আবার স্কটলণ্ড অপেক্ষা ছোট। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স ইংলণ্ড নামেই পরিচিত। তাহাদের পরস্পর অধিক প্রভেদ নাই। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড অপূর্ব স্থানে স্থাপিত। চতুর্দিকে সমুদ্র, মধ্যস্থলে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড। ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরস্থ ভূমি, করাতের ধারের ন্যায় আঁকা বাঁকা বা দন্তুর। এই সকল স্থানে অসংখ্য বন্দর নির্মিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পরিমাণ কল ৫৮,০০০ বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,৮০,০০,০০০।

ইংলণ্ডের অবস্থান দেখিয়া বিবেচনা করিলে হঠাৎ বোধ হয়, যে এখানে শীতাতপ অতিশয় প্রবল । কিন্তু চতুর্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত বলিয়া এখানে শীত, অথবা গ্রীষ্ম অধিক নয় । কিন্তু তারতবর্ষ অপেক্ষা এখানে শীতের অতিশয় প্রাচুর্য্যব ।

ইংলণ্ডের নিম্নতল ভূমি অতিশয় উর্বরা । আবাদ করিলে তাহাতে বিবিধ শস্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ; কিন্তু গো মেষ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু চরিবে বলিয়া ইংলণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে চাষ করা হয় না । গ্রেট ব্রিটন, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত । এই তিন ভাগ আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত । সেই সমুদয় ক্ষুদ্রভাগকে এক এক কাউন্টি বা শায়র কহে । যাহাকে এদেশে জিলা, পরগণা বা কিশমত বলিয়া থাকে, সায়র তাহারই প্রতিকৃপ । ইংলণ্ড চল্লিশ, ওয়েল্‌স বার, এবং স্কটলণ্ড তেত্রিশ শায়রে বিভক্ত ।

শিষ্য ।—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স দেশের বিবরণ শুনিলাম । আয়র্লণ্ডের উল্লেখ মাত্র করি-

য়াছেন। কই আয়র্লণ্ডের কথা কিছু বলিলেন না?

গুরু।—তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, এক সমুদ্র শাখা আয়র্লণ্ডকে গ্রেটব্রিটন হইতে বিভিন্ন করিতেছে। আয়র্লণ্ডের ভূমি অতিশয় উর্বরা। এখানে অপরিাপ্ত শস্য জন্মে। কিন্তু এখানে কৃষিকর্মের তাদৃশ শৃঙ্খলা নাই। ইংরেজদের আহার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ যে রূপ ইহাদেরও সেই রূপ।

পূর্বে আয়র্লণ্ড এক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কিন্তু এখন পরাজিত হইয়া ইংলণ্ডের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। এখানকার রাজা ও ইংলণ্ডের রাজা দুই ভিন্ন নয়। আয়র্লণ্ডে লার্ড লেক্ট-নেণ্ট নামে ইংলণ্ডেশ্বরীর একজন প্রতিনিধি অবস্থিতি করেন।

আমাদের দেশে অন্ন যে রূপ প্রধান ভক্ষ্য দ্রব্য আয়র্লণ্ডে আলু সেই রূপ। আয়র্লণ্ড দেশের লোককে আইরিশ বলে। আইরিশেরা ভাত অথবা রুটি নাখাইয়া আলু খায়।

আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডবলিন্।

শিষ্য ।—মহাশয় স্কটলণ্ডের পূর্ব রাজধানী এডিন্‌বরা, এবং আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্লিন বলিলেন । ইংলণ্ডের রাজধানীর কথা বলেন নাই । ইংলণ্ডের রাজধানীর নাম কি ?

গুরু ।—লণ্ডন ইংলণ্ডের রাজধানী । যেনন কলিকতা ভাগীরথীতীরে অবস্থিত, লণ্ডন সেই রূপ টেম্‌স নামক নদীর উভয় তীরে স্থাপিত । লণ্ডন প্রকাণ্ড সহর ।

লণ্ডন দীর্ঘে প্রায় আট মাইল ও প্রস্থে ছয় । পরিমাণ কল প্রায় ৩৫ বর্গ মাইল । ইহাতে ১৪ হাজার স্ট্রীট বা বড় বড় রাজপথ আছে । ২৫ লক্ষ লোক লণ্ডনে বাস করে । লণ্ডন ভিন্ন ইংলণ্ডে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি প্রধান নগর আছে । লিবারপুল, ব্রিস্টল, ম্যানচেষ্টর, বরমিংহাম, লীডস, গ্লিমথ, নরউইচ, সেকিন্ড নটিংহাম, ইয়র্ক, পোর্টস্মথ । ইহার মধ্যে কোন নগরেই ৫০ হাজার অপেক্ষা কম লোকের বাস নাই ।

ম্যান্‌চেষ্টরে সমুদয় তুলার কার্জ হয়; লীডসে পঞ্চাঙ্গের কাজ হয়; বরমিংহামে লৌহাদি নির্মিত

সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয় ; সেকিল্ডে ছুরী কাঁচী প্রভৃতি প্রস্তুত হয় ; নটিংহামে জরি প্রভৃতির কাজ হয় ; নরউইচে তুলা পশম আদি মিশ্রিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় ; লিবারপুল এবং ব্রিস্টল ইহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দর । স্মিথ ও পোর্টস্মথ এই দুই স্থানে প্রায় সমুদয় জাহাজ থাকে ।

শিষ্য ।—মহাশয় বাহা বাহা বলিলেন,—আমি সমুদয় মনোযোগ করিয়া শুনিয়াছি, ওবিষয়ে আমার কৌতুক নিবৃত্তি হইয়াছে । এখন এই কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে । আমি প্রতিদিন গল্পাতে অসংখ্য জাহাজ দেখিতে পাই । শুনিয়াছি ইহার মধ্যে অনেক বাণিজ্য জাহাজ । ইংরেজদের বাণিজ্য কি অতিশয় বিস্তৃত ?

গুরু ।—শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যে কেহই ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারে নাই । পৃথিবীর এমন স্থানই নাই, যেখানে ইংরেজ বণিকদের গতিবিধি নাই । সমুদ্রের সর্ব স্থানেই ইহাদের বাণিজ্য জাহাজ দৃষ্টিগোচর হয় । ইহাদের বহির্বাণিজ্য, যেকপ বহু বিস্তৃত, অন্তর্বাণিজ্যও সেই রূপ । বাণিজ্যে ইহাদের কিকপ সমৃদ্ধি

হইয়াছে শুনিলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। বৎসরে বৎসরে ইহাদের দেশে প্রায় ১৮৭ কোটি টাকার সামগ্রী আমদানি, এবং ১২২ কোটি টাকার সামগ্রী রপ্তানি হয়। কমবেশ ৩৭,৮০০ বাণিজ্যপোত ইহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে এবং অন্যান্য ২,৮৮,০০০ জন লোক জাহাজে নিযুক্ত আছে। কেবল বাণিজ্য হইতেই ইংরেজদের এত সমৃদ্ধি একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

শব্দ্য।—মহাশয়, ইহাদের বাণিজ্যের কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ইহারা যেকপ বলশালী, সেইরূপ কর্মদক্ষ। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে, যে পৃথিবীর কোন জাতি কোন কালেই ইহাদের অপেক্ষা অধিক বাণিজ্য-প্রিয় হয় নাই, এবং বাণিজ্য হইতেই আপনাদের একপ ঐশ্বর্য্য করিয়া তুলে নাই। ভারতবর্ষবাসিদিগের তো কথাই নাই। আমাদিগের পিতামহেরা আমাদিগকে সমুদ্রযাত্রা-স্বীকার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বলিতে পারি

না, ইহাতে তাঁহাদের কি অভিপ্রায় ছিল। ইং-
রেজেরাই “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ” এই শ্লোক-
খণ্ডের যথার্থ তাৎপর্যাগ্রহ করিয়াছেন। হায় !
কত কালে আমরা উহাদের মত বাণিজ্যপ্রিয়
হইব, এবং সৰ্ব্ব কর্মে নিপুণ হইয়া উহাদের মত
আপনাদের দেশকে প্রধান বলিয়া গণ্য করিব।

আর্য্য ! উহাদের কথা যত শুনিতেছি, ততই
আমার কৌতুক বৃদ্ধি হইতেছে। উহাদের দেশে
বিদ্যাচর্চা কি রূপ, জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয় :

গুরু।—ভারতবর্ষে যেকপ বিদ্যা শিক্ষা হয়
এবং ইংলণ্ডে যেকপ বিদ্যা শিক্ষা হয়, এই দুই
তুলনা করিয়া দেখিলে শরীরে আর জ্ঞান থাকে
না। ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোকেই বিদ্যার স্বাদ
গ্রহণ করিয়াছে, আমাদের দেশে অধিকাংশ
লোকেই মুখ হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ডে অধি-
কাংশ লোক আপনাদের পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা
করাইবার জন্য সমধিক যত্ন পায়, আমাদের
দেশে অনেকেই বিদ্যাকে বহুমূল্য জ্ঞান করেন
না, এবং সেই নিমিত্ত আপনাদের সন্তানগণকে
বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য চেষ্টা পান না।

ইংলণ্ডের লোকেরা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কিছু মাত্র সাহায্য না লইয়া অসম্ভ্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে ; আমাদের দেশে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যাহা কিছু আছে সকলি প্রায় গবর্ণমেন্টের। দূর কর, ওকথায় আর কাজ নাই, ওসব কথা মনে করিলে কেবল আপনার মনে আপনি কষ্ট দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডে কি ধনবান কি দরিদ্র, কি মধ্যাবস্থা, সকলেরই বিদ্যা শিক্ষার উপায় আছে। দেশের লোকদিগকে বিদ্যা দান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট যত চেষ্টা পান, দেশের লোকেরা তাহা অপেক্ষা অধিক যত্ন পায়। ইংলণ্ডে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ। প্রতি পল্লীতেই এক একটা বিদ্যালয় আছে, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

ইংলণ্ডে বিদ্যালয় সমূহের এবং ছাত্রবর্গের সংখ্যা শুনিলে তুমি একেবারে চকিত হইবে। শুদ্ধ ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অন্তর্গত কলেজ সকল বাদ দিলেও, ৭১,১০১ বিদ্যালয় দৃষ্টি গোচর হয় ; এবং ন্যূনাধিক ১ কোটি ৮০

লক্ষ অধিবাসীর মধ্য ইহঁতে ৪৬ লক্ষ ব্যক্তি ঐ সমস্ত পাঠশালার পাঠাভ্যাস করে। ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে জগন্মান্য পাঁচটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে যাহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব স্থানের লোকেরাই তাঁহাদের গৌরব করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে বড় বড় পণ্ডিত আছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের এমন শাখা প্রশাখাই নাই, যাহাতে ইংরেজ পণ্ডিতেরা হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা আপনাদের গ্রন্থাকারে যে সকল কীর্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন, যত দিন চন্দ্র সূর্য থাকিবে, তত দিন তাহারাও থাকিবে।

শিষ্য।—আর্য্য! এখানে আপনাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা ইহঁতেছে। আপনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ড এই তিন লইয়া ব্রিটন সাম্রাজ্য। এই তিনের কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা আছে, না তিনেরই এক ভাষা? এই তিনেরই ভাষাকে কি ইংরেজী ভাষা বলে, না কেবল ইংলণ্ডের ভাষাকেই ইংরেজী কহে?

গুরু ।—ইংলণ্ড দেশের ভাষাকেই ইংরেজী কহে ; এবং ব্রিটন সাম্রাজ্যের সমুদয় পুস্তক ইংরেজী ভাষায় লিখিত । কিন্তু স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ওয়েল্‌সের অনেকেই সচরাচর যে ভাষায় কথাবর্ত্তা কহে, তাহা প্রচলিত ইংরেজী ভাষা নহে, তাহাদিগকে এক এক স্বতন্ত্র ভাষা বলিলে বলা যায় । যদিও সেই সব ভাষা ইংরাজী হইতে অধিক বিভিন্ন নয়, তথাপি এই তিন দেশবাসী কোন ব্যক্তি কথা কহিলে সে কোন দেশের লোক ইহা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট বুঝা যায় ।

শিষ্য ।—আর্য্য ! যাহা যাহা আপনার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতিশয় আগ্রহ সহকারে সেই সমুদয় শ্রবণ করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে সমধিক প্রয়াস পাইয়াছি । এখন ইংরেজদের স্বদেশের শাসন-প্রণালী জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি । মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন ।

গুরু ।—ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী জানিতে গেলে, ইংলণ্ডের পূর্বগত বৃত্তান্ত সকলও জানা অত্যন্ত আবশ্যক । কিন্তু সেই সকল বলিতে

গেলে অনেক সময় লাগিবে, অতএব ইংলণ্ডের ইতিহাস ঘটিত ছুই চারিটা সাব কথা বলিয়া দিব।

প্রথমে সেল্ট নামে এক জাতি ইংলণ্ডে বাস করে। যিশুখ্রীষ্টের জন্মের ৫৫ বৎসর পূর্বে দিগ্বিজয়ী রুম দেশের প্রধান সেনাপতি হুলিয়স্ সিজর রুম দেশের সেনাগণ সমান্তি-বাহারে ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। এহঁ সময়ে ইংলণ্ড দেশবাসীরা অতিশয় অসত্য ছিল। তখন ইহারা উলঙ্গ থাকিত; কেহ বা পশুচর্ম পরিধান করিত, এবং সকলেই সর্বদা আপনাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিত। তখন ইহারা লাঠী বর্ষা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। ইংলণ্ডে তখন পৌত্তলিকতা অতিশয় প্রবল ছিল। ইংলণ্ডের অনেক স্থান জয় করিয়া যিশুখ্রীষ্ট জন্মের ৪৮৮ বৎসর পরে (বা সত্বেক্ষপে ৪৪৮ খ্রীঅব্দে) রুম দেশীয়েরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যায়। রুম দেশীয়েরা প্রস্থান করিলে পর, জর্মান দেশের উত্তর হইতে স্যাক্সন নামে এক জাতি আসিয়া, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ইংলণ্ড

জয় করিয়া সাতটি ক্ষুদ্র রাজ্য ইহাতে স্থাপন করিল। কালক্রমে স্যাক্সন অধিপতি এণ্‌বর্ট ৮২৮ খ্রীঃাব্দে সেই সাতটি রাজ্যকে সংযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। স্যাক্সন রাজ্যের জরা উপস্থিত হইলে, দিনামারেবা ইংলণ্ডে আসিয়া অনেক সংগ্রাম জয় করিয়া বহুকাল ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিল। কিন্তু স্যাক্সনেরা দিনামারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পুনর্বার আপনারা রাজত্ব করিতে লাগিল। ১০৬৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্যাক্সনদিগের রাজত্ব ছিল। ঐ বৎসর ফ্রান্স দেশের অন্তর্গত নরমেন্ডী দেশের অধিপতি, 'বিজেতা' উপাধিধারী উইলিয়ম হোষ্টিংস ক্ষেত্রের যুদ্ধে স্যাক্সনদিগকে পরাভূত করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হন। এবং কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে অধিরোধন করেন। এক্ষণে যে সব ইংরেজ দেখিতে পাও তাহাদের শরীরে পূর্বকথিত স্যাক্সন, দিনামার, এবং নরম্যানদিগের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। বাস্তবিক এক্ষণকার ইংরেজ জাতি এবং রোমীয়দিগের

অধিকার সময়ের ইংরেজ জাতি এক নহে।
একগণকায় ইংরেজ জাতি এক বিমিশ্র জাতি।
সাক্সন, দিনামার এবং নরমানেরা মিশ্রিত
হইয়া এই জাতি উৎপন্ন করিয়াছে।

ইংলণ্ড বিজয়ের পর নিম্ন লিখিত শাসন-
প্রণালী ঘটিত কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনা
হইয়াছিল। ১১০০ খ্রী শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড
দেশে উলিয়ম রাজার বংশোদ্ভব উইলিয়ম
হইতে সপ্তম রাজা জন নামে এক জন অতি
দুরন্ত ভূপতি হন। তিনি অতিশয় প্রজা পীড়ন
করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না।
তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত তিনি তাহাই করিতেন।
তাঁহার অধিকার সময়ে প্রজাদিগের ধন প্রাণ
মান কিছুই রক্ষা হইত না। প্রজারা তাঁহার
আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই
দৌরাত্ম্য নিবারণের নিমিত্ত ইংলণ্ড দেশের
সমুদয় সজ্জান্ত ভূস্বামিগণ তাঁহার বিপক্ষে এক
বড়যন্ত্র করিল, এবং রবার্ট নামক স্থানে
১১১৫ খ্রী অব্দের ১৯ এ জুন তারিখে জনকে
ধরিয়া মাগ্নাচ'টা নামক এক সনন্দ পত্রে

জানের স্বাক্ষর করিয়া লইল। সেই অবধি জান্ ও তাঁহার পর যে সকল রাজা হইয়াছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাজত্ব করিতে পারেন না। এই মহাসনন্দ পত্র খানি ইংরেজদের স্বাধীনতার মূল স্বরূপ। ইংরেজেরা ইহাকে স্মরণ করিলে অনেকে গদগদ হয়।

শিক্ষা।—মহাশয়, আমি আপনার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। জন্ দেশের রাজা ছিলেন। তিনি বাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। আপনি যে সনন্দ পত্রের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মানের লাঘব হইয়াছিল। তাহা হইলে, তিনি প্রজাদের কথায় সম্মত হইলেন কেন, এবং কেনই বা আপনার লাঘব স্বীকার করিয়া ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

গুরু।—বহুকাল অবধি ইংরেজদের দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে, যে প্রজাদের সম্মতি না হইলে, রাজা প্রজার উপর কর নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। রাজা যত কেন দুর্দান্ত হউন না—যত কেন দৌরাত্ম্য করুন না—তিনি

কখনই এই রীতি অতিক্রম করিতে পারেন না—সুতরাং অন্ততঃ কর আদায়ের সময়, বা টাকার প্রয়োজন হইলে, রাজাকে প্রজাগণের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিতে হইত, এবং তাহাদের অনুমতি লইয়া রাজস্ব আদায় করিতে হইত। জানের টাকার বড় প্রয়োজন ছিল তিনি অতিশয় বাসনাসক্ত ছিলেন, এবং মিছা সংগ্রামে লিপ্ত হইতেন, সুতরাং টাকা না হইলে তাঁহার কোন মতেই চলিত না। তিনি যত কেন উপদ্রব করুন না, প্রজাগণের সাহায্য না লইয়া তাঁহার এক পা চলিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু প্রজাগণ তাঁহার দৌরাভ্যে অতিশয় পীড়িতা ও বিরক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি জন্ পূর্ব্বকথিত ম্যাগ্নাচাৰ্টা নামক মহাসনন্দ পত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহারা কোন মতে তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ করিবে না। জন্ অনেক কৌশল করিলেন, তাহারা কিছুতেই সম্মত হইল না। অধিকন্তু প্রজারা আবার সমরের উদ্যোগ করিতে লাগিল। জন্ চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন, ও তখন অন্য কোন উপায়

না দেখিয়া। তাহাদের কথায় সম্মত না হইয়া আর কি করেন। অগত্যা নতশির হইয়া ম্যাগ্না-চাটোতে দস্তখত করিলেন।

বৎস ! তোমার মুখভঙ্গী দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, যে আমি যাহা বলিলাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। এখন ইংরেজদের ইহা দ্বারা কি লীতি হইল তাহা বলি শুন।

জন্ম ম্যাগ্নাচাটায় স্বাক্ষর করিলেন, এবং রাজতাপ্তার ধনে পরিপূর্ণ করিলেন। কিন্তু ম্যাগ্নাচাট। অনুসার কায্য করিতে তিনি ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ কোনমতেই সম্মত নন। উপায় পাইলে তাঁহারা ম্যাগ্নাচাটার নিয়ম সকল ভঙ্গ করিতে কোন মতেই ক্রটি করিতেন না। পরে অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর ব্রীটনসাম্রাজ্যবাসী লোকেরা নিম্ন লিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে ; এবং ইংরেজদের পূর্বপুরুষেরা আপনাদিগের ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যে স্বাধীনতা উপার্জন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহাদের পুত্রেরা নি-
র্বিঘ্নে ও নিরুদ্ধেগে তাহা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে।

ব্রিটন সাম্রাজ্যের সমুদায় প্রজা। যে দিন অবধি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই দিন অবধিই স্বাধীন। কি রাজা কি প্রজা কেহই তাহাকে গোলামের ন্যায় বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আইন অনুসারে বিচার না করিয়া কেহই তাহার জীবন নাশ করিতে পারিবেন না। কেহই তাহাকে দেশবহিস্কৃত করিতে পারিবেন না, বাসস্থান পরিত্যাগ করাইতে পারিবেন না, কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন না। স্বদেশের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা হয় সেইখানেই প্রজারা বাস করিতে পারিবে, এবং যখন ইচ্ছা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে। বিচারালয়ের আজ্ঞা না হইলে কেহই অন্য ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবরাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। যখন ইচ্ছা প্রজারা রাজাকে, ও যেখানে আইন সমুদায় প্রস্তুত হয় পার্লামেন্ট নামক সেই মহাসভাতে যে বিষয়ের ইচ্ছা হয় সেই বিষয়ের দরখাস্ত করিতে পারিবে। প্রজা যত ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহার কোন অন্যায্য বোধ হইলে, এবং সেই অন্যায্য নিরাকরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে, বিচারপতিদিগকে তাহার

বিচার করিতেই হইবে। ইংলণ্ডদেশে হেবিস্ কপস্ নামে এক আইন্ প্রচারিত আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন ব্যক্তিই এমন কি রাজাও কাহাকেও বিচার না করিয়া কারাগারে রুদ্ধ রাখিতে পারিবেন না। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার বিচার করিতেই হইবে। ইংলণ্ডে এই এক নিয়ম আছে, যে কোন প্রজা কোন দোষ করিলে তাহার সদৃশ লোকেরা জুরি বা পঞ্চায়েৎ হইয়া তাহার বিচার করিবে।

বিল্ অব্ রাইট্‌স্ বা “অধিকার পত্র” নামে আর এক আইন্ প্রচারিত হয়, তাহাতে প্রজাগণের ও পার্লামেন্ট মহাসভার কি কি ক্ষমতা তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, পার্লামেন্টের অনুমতি না হইলে রাজা আপন স্বৈচ্ছায় প্রচলিত কোন আইনের কার্য্য রোধ করিতে পারিবেন না। পার্লামেন্টের সম্মতি না হইলে, রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারিবেন না; এবং যত দিন ও যে-রূপে পার্লামেন্ট কর আদায় করিতে বলিবে, তত দিন ও সেই রূপে কর আদায় করিবেন, ইহার অধিক আর পারিবেন না।

প্রজাগণের বিশেষ ক্ষমতা আছে যে, যে বিষয়ে ইচ্ছা রাজার নিকটে দাবীস্ব করিতে পারিবে, এইরূপ আবেদন করিয়াছে বলিয়া কেহ প্রজাকে কোন কথা বলিতে পারিবেন না। এইরূপ আবেদনের জন্যে প্রজাকে কার্যক্রম বা তাহার হাটুনা করিলে আইন বিরুদ্ধ কাজ করা হইবে।

পার্লমেন্টের সম্মতি না হইলে, শান্তির সময়ে, রাজা স্বদেশে যুদ্ধ সময়ের মত সৈন্য রাখিতে পারিবেন না।

প্রজারা খাজাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রতিনিধি স্বরূপে পার্লমেন্টে পাঠাইয়া দিবে, কেহই তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না।

পার্লমেন্টগৃহে বিচারের সময় কেহ কাহার কুৎসা করিলে অন্য বিচারালয়ে তাহার বিচার হইবে না।

বিচারপতি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যেকোন ইচ্ছা জামিন চাহিতে পারিবেন না; কাহারও অপরিমিত জরিমানা করিতে পারিবেন না; এবং কাহাকেও যে রূপ ইচ্ছা নিষ্ঠুর দণ্ড দিতে পারিবেন না।

যেকোন আইন সেই অনুসারে জুরিদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, এবং আইন অনুসারে তাহাদের বিদায় দিতে হইবে । রাজত্বোহের জন্যে দণ্ড করিতে হইলে, পৈতৃক ভূস্বামী বা আয়মাদারদিগকে 'জুরি' হইতে হইবে ।

কোন ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবার পূর্বে রাজা তাহার বিষয় কাড়িয়া লইতে পারিবেন না । আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, এবং প্রচলিত আইন সকলের যে যে অংশ পরিবর্তিত করিতে হইবে, তাহার পরিবর্তনের জন্যে রাজা পার্লামেন্ট আহ্বান করিতে বিলম্ব করিতে পারিবেন না ।

বিল্ অব্ রাইট্‌স্ অনুসারে প্রজারা এই এই এবং অন্যান্য অধিকার প্রাপ্ত হয় । মাগ্না-চার্টা, হেব্রিস্ করপস্ এবং বিল্ অব্ রাইট্‌স্ এই তিনটি ইংরেজদের স্বাধীনতার মূল স্বরূপ ।

প্রজাগণের আরও কতকগুলি বহু মূল্য স্বত্ব আছে ।

যে কোন ব্যক্তি যে ধর্ম ইচ্ছা সেই ধর্মই আশ্রয় করিতে পারিবে ।

সম্বাদ পত্রপ্রচারকেরা আপন আপন সম্বাদ পত্রে সকল বিষয়ের কথাই উল্লেখ করিয়া তাহার দোষাদোষ বিবেচনা করিতে পারিবে। তাহাতে গবর্ণমেন্ট কোন কথাই বলিতে পারিবেন না। কিন্তু সম্বাদ পত্র প্রচারকেরা কাহারও মিথ্যাপবাদ করিতে পারিবেন না। তাহা করিলে আইন অনুসারে মিথ্যাপবাদকের দণ্ড হইবে।

শিষ্য।—মহাশয় যাহা বলিলেন সমুদয় অবধান পূর্বক শুনিয়াছি। কিন্তু আমার অনেক সংশয় উপস্থিত হইতেছে। বার বার মহাশয় পার্লামেন্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পার্লামেন্ট কি? তাহা আমি কিছুই জানি না। মহাশয়ের কথা শুনিয়া বোধ হইল, পার্লামেন্টের অসাধারণ ক্ষমতা। পার্লামেন্টই যেন দেশের রাজা। প্রকৃত রাজার কথা কই কিছুই বলিলেন না। রাজার বিষয় ও পার্লামেন্টের বিষয় শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। শাসন-প্রণালীর কথাও কিন্তু বলেন নাই। এই সকল কথা বলিয়া আমার মানস পূর্ণ করুন।

গুরু।—ক্রমে ক্রমে সমুদয় বলিতেছি। ইংরেজদের শাসন-প্রণালী অতি চমৎকার। একথা মিথ্যা নয়, যে এখানে রাজারও ক্ষমতা নাই, প্রজারও ক্ষমতা নাই, রাজারও ক্ষমতা আছে, প্রজারও ক্ষমতা আছে। আপাততঃ এই দুই বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এ অতি যথার্থ কথা।

শিষ্য।—আর্য্য! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রাজ্যে রাজার ক্ষমতা নাই, সে আবার কি? রাজার রাজ্যে প্রজার ক্ষমতা আছে, তাই বা আবার কি? রাজাকে লইয়াই রাজ্য। তিনি পিতা স্বরূপ, প্রজাগণ তাঁহার পুত্রস্বরূপ। পিতার পুত্রের উপর সম্পূর্ণ অধিকার। পিতা সর্বদাই পুত্রের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাকেন; পুত্রের তাহাতে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। পিতা যাহা বলিবেন পুত্র তাহাই করিবে। পিতা যদি দুর্বল হন, তাহা হইলেও পুত্রের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি যাহা বলিবেন তাহা অন্যায় হইলেও তাহারে তাহাই করিতে হইবে; তাহা না করিলে পুত্রের

কর্তব্য কর্ম করা হয় না। মহাশয়! আমি শুনি-
 যাছি, পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতার মস্তক
 ছেদন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা রাজাকে
 উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “মহতী দেবতা হোবা
 নররূপেণ তিষ্ঠতি” ; রাজা দেবতা, ইনি মনুষ্য
 আকার ধারণ করিয়া মহীতলে অবস্থিতি করিতে-
 ছেন। ইংরেজেরা সেই রাজার মান্য করে না।
 কোন দেশেই তো এই রূপ নাই। মুসলমান বাদ-
 সাহের যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতে পারিতেন।
 তিনি মনে করিলে কাহাকেও অতুল ঐশ্বর্যশালী
 করিয়া দিতে পারিতেন, মনে করিলে কাহাকেও
 বা দীন দরিদ্র করিতে পারিতেন। আমার সং-
 স্কার আছে, রাজাই দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা।
 তাঁহার রাজ্যে অন্য কাহারও অধিকার নাই।
 কই, চিনের দেশেও তো এই রূপ নাই। হিন্দু
 রাজাদের সময়ে তো ভারতবর্ষেও একরূপ ছিল
 না। এক্ষণেও ভারতবর্ষে যে সকল স্বদেশীয়
 রাজা আছেন, তাঁহাদের রাজ্যেও তো এই রূপ
 নাই। ইংরেজদের দেশে এক নূতন ধারা দেখিতে
 পাই। বোধ হয় উহাদের দেশ বড় অরাজিক।

গুরু।—অত উতলা হই না। আনি যাহা বলি, মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার ভ্রম দূর হইবে। আদ্যোপান্ত সমুদয় শুনিয়া যদি কিছু সংশয় থাকে বলিও, বুঝাইয়া দিব।

ইংলণ্ডে রাজা, প্রজা ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ একবাক্য হইয়া আইন প্রস্তুত করেন। একবাক্য না হইলে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

রাজা ও পার্লেমেন্টের কথা এক এক করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহা হইলে ইংরেজদের শাসন-প্রণালী কি রূপ অদ্ভুত, তাহা বুঝিতে পারিবে।

ইংলণ্ড দেশে রাজপদ পুরুষানুক্রমিক, অর্থাৎ সিংহাসনস্থ রাজার মৃত্যু হইলে রাজার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজার পুত্র ও কন্যা দুই থাকিলে, কন্যা রাজ্য না পাইয়া পুত্র রাজ্য পাইবেন, এবং একাধিক পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসন অধিকার করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপত্যশূন্য হইয়া লোকাশ্রয় গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ, রাজ্য পাইবেন।

ভ্রাতা বর্তমান থাকিতে ভগিনীরা রাজত্ব পাইবেন না । জ্যেষ্ঠ কন্যার কনিষ্ঠ অপেক্ষা সিংহাসনে অধিক স্বত্ব । সিংহাসনস্থ কোন রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার খুড়া, ভাইপো, ভাই, প্রভৃতি বর্তমান থাকিলেও তাঁহার পুত্র না থাকিলে, কন্যাই রাজত্ব পাইবেন । এক্ষণে মহারানী বিক্টোরিয়া নামে এক জন স্ত্রী রাজত্ব করিতেছেন । ইনি ইহাঁর পিতৃব্যের সিংহাসন পাইয়াছেন । ইহাঁর পিতৃব্যের পুত্র কন্যা প্রভৃতি ইহাঁ অপেক্ষা অধিক স্বত্বযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন না । সেই নিমিত্তেই ইনি রাজত্ব পাইয়াছেন ।

মহারানী ও তাঁহার মন্ত্রিগণ আইন অনুসারে কার্য্য হইল কিনা, তাহারই সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন । কিন্তু আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই । ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট নামে এক মহা সভা আছে, সেই থানেই সমুদয় আইন প্রস্তুত হয় । পার্লামেন্টের কথা পরে বলিতেছি, ইংলণ্ডে রাজার কি কি ক্ষমতা তাহা প্রথমে বলি ।

তোমার বিদিত আছে, খ্রীষ্টানধর্ম্ম দুই প্রধান

সম্প্রদায়েবিত্ত। রোমান্ কাথলিক্ ও প্রটেস্টান্ট।
হিন্দুধর্মের শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি যে রূপ সম্প্রদায়
আছে, খ্রীষ্টান ধর্মেরও সেই রূপ। ইংলণ্ডের
রাজাকে প্রটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী হইতেই হইবে।

যদি রাজা অথবা মহারানী, অথবা তাঁহাদের
পরে যিনি রাজ্য পাইবেন, সেই যুবরাজ রাজ-
কুমার, বা রাজকুমারী, রোমান্ কাথলিক্ ধর্মাব-
লম্বী কাহাকেও বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই
দিন অবধি তাঁহার সিংহাসনে স্বত্ব রহিত হইল।

সিংহাসনস্থ রাজার কতকগুলি বহুমূল্য স্বত্ব
আছে। সিংহাসনস্থ রাজা বা মহারানীর শরীর
পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য, কেহই তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতে
পারিবেন না। যদি স্পর্শ করিয়া লেখা না থাকে,
তাহা হইলে পর্লোমেন্টের কোন আইনই তাঁহাকে
স্পর্শিবে না। তিনি যে কোন কার্য্য করিবেন,
কাহারও নিকটে তাহার নিমিত্ত দায়ী হইবেন
না। রাজ্যস্থ কোন বিচারালয়ই সিংহাসনস্থ
রাজার বিচার করিয়া দণ্ড করিতে পারিবে না।
তিনি সকল দণ্ডার্থ দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডমুক্ত ও
ক্ষমা করিতে পারেন। তিনি সম্মানের আকর,

তিনি যাহাকে ইচ্ছা সম্ভ্রান্ত পদবী দিতে পারেন।
 তিনি গুণের পুরস্কারকর্তা। তাঁহার অনুমতি না
 হইলে, তাঁহার রাজ্যস্থ কোন প্রজা বিদেশস্থ
 রাজার দত্ত উপাধি বা পুরস্কার ধারণ করিতে
 পারে না। সেনাপতির প্রভুতির সনন্দ তিনিই
 দান করিতে পারেন। পার্লামেন্ট সভার আহ্বান
 করা অথবা তাহার ভঙ্গ করা তাঁহারই ক্ষমতা।
 তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকার স্বরূপ। তিনি সৈন্য
 সামন্তেরও কর্তা, যুদ্ধতরী সকলেরও কর্তা।
 তিনিই বিদেশস্থ রাজদূতদিগকে গ্রহণ করেন;
 ও স্বদেশস্থ দূতগণকে অন্য রাজ্যে প্রেরণ
 করেন। বিদেশস্থ রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করণে,
 তাহাদিগের সহিত সন্ধিবিধানে এবং স্বদেশে
 শান্তি দানে তাঁহারই ক্ষমতা। টাঁকশাল স্থাপন
 করিয়া প্রজাগণের জন্যে টাকা প্রস্তুত করিবার
 অধিকার তাঁহারই আছে। পার্লামেন্টের দুই
 নিম্ন লিখিত সমাজে আইন বলিয়া যাহা নির্দ্ধারিত
 হইয়াছে, তাহাতে তিনি সম্মতি দান না করিলে
 তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু কোন
 বিষয় আইন বলিয়া নিবদ্ধ হইবে কি না, ইহার

বিচার যখন পার্লামেন্টে উপস্থিত হয়, তাঁহার মন্ত্রীগণ তাঁহার পক্ষে যাহা কিছু বলিতে হয়, বলিয়া থাকেন ।

এই গুলি এবং অন্য অন্য কতকগুলি বিষয়ে রাজার বিশেষ অধিকার আছে ! ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী অনুসারে, রাজা স্বয়ং কোন কার্য করিতে পারেন না । তাঁহার মন্ত্রীগণ সমুদয় রাজ-কার্য্য করেন । মন্ত্রীগণ রাজার রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যের দায়ী ; পার্লামেন্টের নিকটে তাঁহাদের দিগ্গকে তাঁহার জবাবদিহি করিতে হয় । রাজা মন্ত্রীগণের বিনা পদানর্শে কোন কার্য্য করিতে পারেন না । পার্লামেন্ট বিপক্ষ হইলে মন্ত্রীরা এক পা চলিতে পারেন না । মন্ত্রীগণের স্বত্তা পার্লামেন্টের উপর নির্ভর করে । রাজা আপনার মন্ত্রীগণকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু পার্লামেন্টের নিম্ন লিখিত দ্বিতীয় সমাজের সহিত ঐক্য ও কৌশল না রাখিলে মন্ত্রীরা মন্ত্রিপদ রাখিতে পারেন না । কিন্তু রাজার যে যে বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাহাতে যদি পার্লামেন্ট বা মন্ত্রীগণ হস্তক্ষেপ করেন, তাহা

হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত ও উপস্থিত পার্লামেন্টে সভা ভঙ্গ করিয়া আর এক পার্লামেন্ট আহ্বান করিতে পারেন। যদি রাজা ও রাজমন্ত্রিগণ দেশের মঙ্গলের উদ্দেশে কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হন, এবং পার্লামেন্ট তাহাতে বিপক্ষতাচরণ করে, তাহা হইলে রাজা পার্লামেন্টের উপস্থিত সভাদিগকে বিদায় দিয়া দেশস্থ লোক সকলকে আদেশ করিতে পারেন, যে তাহারা অম্যান্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের প্রতিনিধি পদে বরণ করে। তাহাতেও পার্লামেন্টের এই প্রকার নূতন আহূত সভ্য সকল রাজার মনোনীত না হইলে তিনি অন্য পার্লামেন্ট আহ্বান করিতে পারেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং কাহাকে পার্লামেন্টের সভ্য নিযুক্ত করিতে পারেন না। সুতরাং পার্লামেন্টে প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ সর্বদা বর্তমান থাকে। যদি ভূপতি ও তাহার অমাত্যগণ তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করেন, তাহা হইলে তাহারা রাজ্যে টাকা আদি যাহা কিছু সরবরাহ করিতে হয় সমুদয় বন্ধ করিয়া দিয়া কুমন্ত্রীদিগকে কন্দ্যুত করিতে পারে। এইরূপে

রাজার ও প্রজাগণের মধ্য কেহই অন্যের স্বত্ব
এহণ করিতে পারে না। সেই জন্যই ইংরেজেরা
পৃথিবীর সমুদয় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন
হইয়া স্বচ্ছন্দে কালতিবাহন করিতেছে; এবং এই
জন্যই ইংরেজদের এত বীৰ্য্য, এত প্রতাপ, এত
আদর এবং এত গৌরব।

রাজ্যে যে সকল কর আদায় হয় তাহা রাজ-
ভাণ্ডারে জমা হয়, যেখানে যে খরচ হয় রাজা
তাহা খরচ করেন। রাজা নিজখরচের জন্য
৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পান।

দেশের রাজার নামে বিচারপতি প্রভৃতি
রাজকর্মচারীরা নিযুক্ত হয়। মন্ত্রিগণ উপযুক্ত
ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত রাজার নিকটে অনুরোধ
করিলে রাজা তাহাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করেন।

রাজার যে যে ক্ষমতা তাহা তোমাকে বলি-
লাম। এক্ষণে রাজপরিবারের কথা কিছু বলিব।

রাজার সহধর্মিণী অথবা মহারাণীর স্বামীর
রাজ্যের শাসন বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই। অন্য
অন্য লোক যে রূপ প্রজা, তিনিও সেই রূপ;
অন্য অন্য লোক যে রূপ রাজকর্মচারিপদে

নিযুক্ত হইতে পারে, তিনিও সেই রূপ রাজ-
বন্দ্য করিতে পারেন। কিন্তু সিংহাসনস্থ রাজার
মহিষীর কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে।

ইংলণ্ড দেশে বিবাহিত সধবা স্ত্রীলোক কাহা-
রও নামে নালিশ করিতে পারে না, এবং অন্য
কেহও তাহার নামে নালিশ করিতে পারে না।
কিন্তু অবিবাহিত কুমারীগণ আপনারা অন্যের
নামে নালিশ করিতে পারে, এবং অন্য লোকেও
তাহাদের নামে নালিশ করিতে পারে। রাজ
মহিষীর এই এক বিশেষ ক্ষমতা আছে, যে তিনি
অবিবাহিত স্ত্রীর ন্যায় অন্যের নামে নালিশ
করিতে পারবেন, এবং অন্য লোকও তাহার নামে
নালিশ করিতে পারে। এই জন্য তাহার স্বতন্ত্র
উকীল আছে।

ইংলণ্ডে বিবাহিত সধবা স্ত্রী ভূমির দান ক্রয়
বিক্রয় করিতে পারে না। কিন্তু তিনি তাহা
পারেন। তিনি আপনার বিষয়ের উইল করিতে
পারেন, এবং তাহার স্বামীর নিকট হইতে স্বাবর
ঋণাদি কোন বিষয় লেখা পড়া করিয়া লইতে
পারেন; আর কোন বিবাহিত সধবা স্ত্রী তাহা

পারে না। বাজার ন্যায় তাঁহার শরীরও অলঙ্ঘ্য।
তাঁহার পবিত্র লোক স্বতন্ত্র এবং তাঁহার
সমুদয় স্বতন্ত্র কন্মচারী আছে।

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজার অব্যবহিত উত্তর দ্বি-
ক দীক্ষুবাজ ; তাকে “প্রিন্স অব ওয়েল্‌স”
বলে। তাঁহার ও তাঁহার সহধর্মিণীর শরীরকেও
কেহলঙ্ঘন করিতে পাবে না। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের
মৃত্যু হয় তহু হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠ “প্রিন্স অব
ওয়েল্‌স” বলিয়া খ্যাত হন।

রাজার জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধান রাজকুমারী। তা-
হার শরীরকেও কেহ লঙ্ঘন করিতে পাবে না।
তাঁহার ভ্রাতৃগণের ও ভ্রাতৃদের উত্তরাধিকার-
গণের অবস্থানান্নে তিনিই মহাবাদী নামে খ্যাত
হন।

রাজপরিবারের অন্য কাহারও কিছু বিশেষ
ক্ষমতা নাই। রাজার অন্যান্য সন্তানগণ অ-
পেক্ষা রাজার পুত্রগণের মান অধিক।

“রাজপরিবারের বিবাহ আইন” নামে যে এক
আইন প্রচাৰিত হয় তাহার মন্ত্র এই যে, ‘রার্ক
নোহর’ ও দস্তখৎ যুক্ত রাজার সম্মতিপত্র না

পাইলে রাজপরিবারের কেহই বিবাহ করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাদের বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক, তাহার যদি পার্লামেন্ট কর্তৃক নিবারিত না হন, তবে রাজা অথবা পার্লামেন্টের অনুমতি না লইয়াও বিবাহ করিতে পারিবে। যদি পার্লামেন্টের অনাভিমতে রাজপরিবারের কোন ব্যক্তি বিবাহ করেন, তাহা হইলে যাহার সঙ্গে বিবাহ নতায় উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের পয়সার দণ্ড হইবে। যে সকল রাজ কন্যার বিদেশস্থ রাজ পরিবারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের সম্মান-পাণের সহিত ঐ আইনের সম্পর্ক নাই।

শিখা :—রাজার কি কি বিশেষ ক্ষমতা তাহা জ্ঞানিলাম। কিন্তু রাজা আইন প্রস্তুত করিতে পারেন না। পার্লামেন্ট নামক মহাসভায় আইন সমুদায় প্রস্তুত হয়; রাজা কেবল আইন অনুসারে কার্য্য হইল কি না তাহারই তত্ত্বাবধান করেন; এই সকল কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। রাজার অসাধারণ ক্ষমতা এই যে অমাব সংস্কার ছিল, তাহার সমুদায়ই বিপরীত দেখিতে পাই। ইংলণ্ডে রাজা আবার স্বয়ং

কোন কার্য্য করিতে পারেন না ; মন্ত্রিরাই সমুদয় রাজকার্য্য করে। তবে মন্ত্রিদিগকে রাজা না বলিয়া প্রকৃত রাজাকে রাজা বলিবার প্রয়োজন কি, ইহা বুঝা আমার বুদ্ধির অসাধ্য। সে যাহা হউক, অগ্রে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করি, পরে যাহা আমার বক্তব্য আছে বলিব। মহাশয় ! এখন পার্লামেন্টের বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে পার্লামেন্ট নামক মহাসভায় সমুদয় আইন প্রস্তুত হয়। পার্লামেন্ট দুই সমাজে বিভক্ত। সম্ভ্রান্ত-সমাজ ও প্রাকৃত-সমাজ। শেষোক্ত সমাজের কথা পরে বলিব, এখন সম্ভ্রান্ত-সমাজের কথা কিছু বলি।

শ্রবণ করিয়া দেখ, আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের এখন আর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গবর্ণমেন্ট নাই; স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ড ইংলণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। পার্লামেন্ট নামক মহাসভা এখন স্কটলণ্ড, আয়ারলণ্ড ও ইংলণ্ড এই তিনের জনোই আইন প্রস্তুত করে।

সম্ভ্রান্ত-সমাজে ও প্রাকৃত-সমাজে এই তিন দেশের প্রতিনিধিগণ উপবেশন করেন । উক্ত দেশ ত্রয় সংযুক্ত হইবার পূর্বে আয়র্লণ্ডে ও স্কটলণ্ডে এক এক স্বতন্ত্র পার্লোমেন্ট ছিল, এখন আর তাহা নাই । তাহাদের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীরা ইংলণ্ডে পার্লোমেন্টে সম্ভ্রান্ত সভায় উপবেশন করে, এবং সামান্য লোকদিগের প্রতিনিধিগণ প্রাকৃত সভায় উপবেশন করে ।

তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, যে কাহাকেও সম্ভ্রান্ত পদবী দিতে রাজারই ক্ষমতা; আর কাহারও নাই । তিনি মনে করিলে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্ভ্রান্ত করিতে পারেন । ইংলণ্ডে তিনি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত সৃজন করিতে পারেন; স্কটলণ্ডে ও আয়র্লণ্ডে কিন্তু সেক্ষপ নহে ।

এস্থলে তোমার একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া দি । ইংলণ্ডে যাহাদের টাকা আছে, তাহারা ই সম্ভ্রান্ত নয় । রাজা যাহাকে সম্ভ্রান্ত করিবেন, তিনিই সম্ভ্রান্ত । আমাদের দেশেও যেমন টাকা থাকিলেই ‘রাজা’ পদবী পায় না, সেই রূপ ইংলণ্ডেও টাকা থাকিলেই সম্ভ্রান্ত হয় না ।

পার্লমেন্টের সভ্যান্ত-সমাজে ইংলণ্ডের সমস্ত সভ্যান্ত ভূস্বামিগণ, ও প্রধান প্রধান সভ্যান্ত যাজকগণ এবং স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রেরিত কতিপয় সভ্যান্ত ভূস্বামী ও যাজকগণ আসন গ্রহণ করেন। ৩০ জন সভ্যান্ত যাজক এবং ৪০৭ জন সভ্যান্ত ভূস্বামী সমুদায়ে ৪৩৭ জন সভ্যান্ত এই সভার সভ্য। ইংরাজীতে এ সমাজকে “হাউস্ অব লর্ডস্” বলে। এই সমাজের সভাপতিকে ইংরেজীতে, ইহার “স্পিকার” কহে। “লর্ড চ্যান্সলর” অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান মোহর রক্ষক ও আইন সংক্রান্ত বিবরে রাজার প্রধান অমাত্য, এই সভার সভাপতি বা স্পিকার। এই সমাজে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কোন বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া তাহার নিষ্পত্তি করেন।

কোন বিষয়ে সম্মতি বা অসম্মতি দান করিতে হইলে সভ্যান্তগণ হয় স্বয়ং আসিয়া সম্মতি দেন; তাহা না হইলে আপন আপন সম্মতি বা অসম্মতি সূচক পত্র পাঠাইয়া দেন।

এই অবসরে তোমাকে সভ্যান্ত ভূস্বামিগণ ঘটিত দুই চারিটা কথা বলিয়া দি।

সম্ভ্রান্তগণ যখন ইচ্ছা দেশের রাজার সহিত
 মাফাং করিতে পারেন ; এবং আপনার বক্তব্য
 বিষয় বলিতে পারেন । যে সকল আইন কেবল
 সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীদিগকে স্পর্শে, তাহার নিষ্পত্তি
 সম্ভ্রান্ত সভাতেই হয় আর কোথাও হয় না ।
 সম্ভ্রান্তদিগের উপাধি ঘটিত কোন বিবাদ উপ-
 স্থিত হইলে, রাজা সম্ভ্রান্ত-সমাজের সভ্যদিগকে
 তাহার নিষ্পত্তির ভার দেন । ঋণের জন্য
 কেহ সম্ভ্রান্তদিগকে কারাবদ্ধ করিতে পারে না ।
 কোন এক জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী রাজদ্রোহ ও
 উৎকট অপরাধ প্রভৃতি কোন গর্হিত কর্ম ক-
 রিলে এই সমাজেই তাহার দণ্ড হয় । তাবৎ
 মকদ্দমার শেষ আপিল এই সম্ভ্রান্ত সমাজেই
 হয় ।

সম্ভ্রান্ত-সমাজের কথা বলিলাম । এখন প্রাকৃত-
 সমাজের কথা বলি শুন । প্রাকৃত সমাজকে
 ইংরাজীতে “হাউস্ অব কমন্স” বলে । এই
 সমাজে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের সম্ভ্রান্ত
 ভূস্বামী ও যাজক ভিন্ন অন্যান্য প্রজাগণের
 প্রতিনিধিরা উপবেশন করেন । প্রাকৃত সমাজই

রাজ্যের প্রধান অঙ্গ । এই সমাজের অসাধারণ ক্ষমতা । রাজস্ব ঘটিত যত কিছু আইন এই সমাজে প্রস্তুত হয় । প্রজাগণের উপর কর-নির্দ্ধারণ ইহারা না করিলে আর কেহই করিতে পারে না । যদি এই সভা রাজার মুখস্বরূপ মন্ত্রিগণের রাজকার্য্য ঘটিত আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইহারা রাজ্যে ঢাকা আদি যাহা কিছু সর্ব্ববাহ করিতে হয় সমুদয় বন্ধ করিয়া দিতে পারে । রাজা, রাজমন্ত্রিগণ, ও সম্রাট ভূস্বামিগণ সমুদয়কেই ইহাদের তর করিয়া চলিতে হয় । ইংলণ্ডের প্রেরিত ৫০০, স্কটলণ্ডের প্রেরিত ৫৩, এবং আয়ারলণ্ডের প্রেরিত ১০৫ সমুদয়ে ৬৫৮ জন প্রজাগণের প্রতিনিধি, এই সমাজের সভ্য । প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময় নির্দ্ধারিত আছে । সেই সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাউন্টি বা শারের এবং গ্রাম বা নগর নিবাসী লোকেরা আপনাদিগের প্রতিনিধি বাছিয়া লয় । সকল প্রজারই কিন্তু প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা নাই । যাহাদের নির্দ্ধারিত স্থাবর অস্থাবরাদি বিষয় আছে, তাহা-

রাই প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে আপনাদের সম্মতি প্রকাশ করিতে পারে। পূর্বে পূর্বে প্রতিনিধি বাহিবার সময় মহা গোলযোগ হইত; এবং যে যে স্থানের প্রতিনিধি আবশ্যিক, সে বিষয়েও অনেক গোল ছিল। ১৮৩২ সালে “রিফর্ম্ বিল্” অর্থাৎ সংস্কারপত্র নামে এক আইন প্রচারিত হইয়া অনেক গোল কমিয়া গিয়াছে।

আমি তোমাকে এই মাত্র বলিয়াছি যে, সকল লোক প্রতিনিধি বাহিয়া লইতে পারে না। যাহাদের বৎসরে অন্ততঃ ২০০ টাকা উপস্থানের পৈতৃক ভূমি আছে, তাহারা অন্য অন্য লোকদিগকে প্রতিনিধিত্বে বরণ করিতে পারে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ নামক বিশেষ উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহাদের কিছু মাত্র বিষয় না থাকিলেও তাঁহারা বরণ করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন ও আরও কাহার কাহারও প্রতিনিধি বাহিয়া লইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু উপরি উক্ত গুণ থাকিলেও নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বরয়িতা (যাহারা প্রতিনিধি বাহিয়া লন) হইতে পারেন না।

যাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে কম, তিনি বরযিতা হইতে পারেন না । যিনি মিথ্যা শপথ করেন, প্রমাণ হইয়াছে, যিনি বিদেশী, যিনি শুল্ক বা মাসুল আদি আদায়ের জন্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত আছেন, যিনি ডাকঘরের অথবা পুলিশ সংক্রান্ত কর্মচারী, যিনি সম্ভ্রান্ত ভূস্বামি পদস্থ; এবং যিনি ঘুশ লন প্রমাণ হইয়াছে, তাঁহার বরযিতা হইতে পারেন না ।

সকল ব্যক্তিই প্রতিনিধি রূপে মনোনীত হইতে পারেন । কিন্তু নিম্ন লিখিত কয়েকটি দোষের মধ্যে একটি দোষ থাকিলেও কোন ব্যক্তিই প্রতিনিধিত্বে মনোনীত হইতে পারে না । বিদেশী, পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক, যাজক বা পাদরী, উৎকট কৌজনারি মকদ্দমায় অপরাধী, রাজবিরুদ্ধ আচরণকারী, ঘুশখোর, যে সমস্ত রাজকর্মচারীগণের উপর প্রতিনিধিদিগকে পার্লেমেন্টে পাঠাইয়া দিবার ভার আছে, যাঁহারা রাজস্ব আদায় করে, যাঁহারা রাজ সরকারে পেন্সন পায়, এবং যাঁহারা গবর্ণমেন্টে রসদ যোগায়, এই সকল লোক প্রতিনিধি হইতে পারে না ।

রাজা পার্লামেন্টে আহ্বান করিবেন, স্থির হইলে “লর্ড চ্যান্সলর্” অর্থাৎ প্রধান রাজ মোহর, রক্ষক ও প্রধান রাজকর্মচারী, প্রতিনিধি সমাবেশ করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা বাহির করেন । সেই পরওয়ানা পূর্বোক্ত কাউন্টির শরিক অর্থাৎ কাউন্টিস্থ প্রধান কর্মচারীর নিকটে যায়, এবং শরিক অন্যান্য রাজ কর্মচারিগণের নিকটে পাঠাইয়া দেন । শরিক যেখানে কাউন্টির প্রতিনিধিগণ মনোনীত হইবে সেই খানে গিয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকেন । প্রতিনিধি মনোনীত হইবার সময়ে নির্দ্ধারিত স্থান হইতে সমুদয় সৈন্য বহিস্কৃত হইবে । ঘুশ প্রভৃতি দিয়া প্রতিনিধি মনোনীত হইবার উপায় নাই । প্রতিনিধি মনোনীত হইলে শরিক তাহাদিগকে পার্লামেন্টে পাঠাইয়া দেন ।

সাত বৎসরের মধ্যে রাজা যদি পার্লামেন্টে মহাসভা ভঙ্গ না করেন, তাহা হইলে সতেরা সাত বৎসর পর্য্যন্ত আপানাদের সভ্যপদ রাখিতে পারেন । ইহা অপেক্ষা অধিক আর পারেন না ।

কাহার। সম্ভ্রান্ত ও প্রাকৃত সভার সভ্য তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে কিকপে আইন প্রস্তুত হয় তাহা বলি শুন।

তোমাকে বলিয়াছি সম্ভ্রান্ত সভায় এক জন সভাপতি আছেন। প্রাকৃত সভাতেও সেই রূপ সভাপতি আছেন। প্রাকৃত সভার সভ্যেরা আপনাদের মধ্যহইতে আপনাদের সভাপতি বাছিয়া লয়, এবং রাজা তাহাতে সম্মতি দেন। সম্ভ্রান্ত সভার সভাপতি, কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আপনার সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন; প্রাকৃত সভার সভাপতি তাহা পারেন না; কেবল যে সময়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং সভায় সমুদয় লোক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনাদের সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করে, এবং দুই দলের লোক সমান হয়, সেই সময়েই কেবল তিনি আপনাকে সম্মতিদাতা বা অসম্মতি দাতা বলিতে পারেন।

প্রতি সমাজেই বিবেচ্য বিষয়ে সভ্যদিগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়; এবং সম্মতি দাতাদের অপেক্ষা অসম্মতি দাতাদের সংখ্যা অধিক হইলে

সে বিষয়ের কথা আর উত্থাপিত হয় না । কিন্তু যদি অসম্মতি দাতাদের সংখ্যা কম হয়, তাহা হইলে তাহা আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয় । কোন আইন প্রস্তুত হইবার পূর্বে তাহার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হয় । যদি প্রাকৃত সমাজের কোন সভা সেই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে প্রাকৃত সমাজে তাহা প্রথম বার সকলের সম্মুখে পঠিত হয় । যদি সম্ভ্রান্ত সভার কোন সভা সেই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তাহা সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রথমবার পঠিত হয় । প্রথম বার পাঠ হইবার পর যদি অধিকাংশ লোক তাহাতে অসম্মতি দেন, তাহা হইলে আর তাহার কথা উত্থাপিত হয় না । তাহা না হইলে আবার দ্বিতীয় বার পঠিত হয়, সেবারও যদি তাহাতে অধিকাংশ লোকের সম্মতি হয়, তাহা হইলে এক কমিটি নিযুক্ত হয়, এবং তাহাতে সেই বিবেচ্য বিষয়ের আন্দোলন হয় । কমিটিস্থ অধিকাংশ লোক তাহাতে সম্মতি দিলে সর্ব-সমক্ষে তাহা তৃতীয় বার পঠিত হয় । সে বার যদি অধিকাংশ লোকের তাহাতে মত হয়, তাহা হইলে সে সমাজে তাহা

আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরে তাহা অপর সমাজে প্রেরিত হয়। সেখানেও আবার ঐ রূপ সমুদয় হয়। তাহাতে সভার মত হইলে, ঐ পাণ্ডুলেখ্য রাজার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হয়। রাজা সম্মতি দান করিলে, তাহা আইন বলিয়া প্রচারিত হয়।

৩০ ক্রিস্ট পাল্লেমেন্ট সাত বৎসরের উর্দ্ধ আর অধিক দিন থাকিতে পারে না। একরূপ মনে করিও না, যে এই সাত বৎসর কাল বরাবর পাল্লেমেন্ট সভাগৃহে অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে সভা তফাৎ হয়। আবার কতক দিন পরে সেই পাল্লেমেন্টের সভ্যেরা ভূপতিকর্ষক আহূত হইয়া একত্রে উপবেশন করেন।

তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে রাজা সম্ভ্রান্তদিগের সভায় আসন গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত পাল্লেমেন্টসভা ভঙ্গের এবং অন্য পাল্লেমেন্টসভাগণের একত্রীকরণের তার তাঁহার উপর অর্পিত আছে।

রাজ্যের এই তিন প্রধান অঙ্গ ; সম্ভ্রান্ত সভা, প্রাকৃত সভা ও রাজা। তোমার মনে দৃঢ় রূপে

অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য আমি পুনর্বার বলিতেছি, যে এই তিন একবাক্য না হইলে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

শিষ্য।—আর্য্য! আমি আদ্যোপান্ত শুনিয়াছি; ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যে কিরূপ চমৎকার তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি। রাজশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রজার মঙ্গল। আইন প্রস্তুত করণের তার এবং আইন অনুসারে কার্য্য হইল কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ, এই দুই তার এক জনের উপর থাকিলে সেই উদ্দেশ্য সাধনের অনেক ব্যাঘাত সম্ভাবনা; কারণ যে ব্যক্তির উপর এই দুই তার আছে, তিনি যদি অতি নিষ্ঠুর হন, তাহা হইলে তিনি নিষ্ঠুর আইন প্রস্তুত করিবেন, প্রজার মঙ্গলের উপর কিছু মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না, এবং তাহাদের ভাল হউক বা মন্দ হউক সেই সকল আইন অনুসারে কার্য্য করিতে ক্রটি করিবেন না; কিন্তু ইংলণ্ডে আর সেক্ষপ হইবার সম্ভাবনা নাই; প্রজারা অনুমতি না দিলে কোন আইনই প্রচারিত হয় না।

ফলে তিন প্রকার শাসন-প্রণালী সম্ভব । রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্র । রাজতন্ত্রে রাজা যথেষ্টাচার হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, কেহই তাঁহাকে বারণ করিতে পারে না । সাধারণতন্ত্রে প্রজাগণ একত্র হইয়া আপনাদের মঙ্গল-বিধান করে ; তাহাদের এক জন নির্দিষ্ট প্রধান নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্রে সম্ভ্রান্তগণ একত্র হইয়া রাজ্যশাসন করেন । এই তিন শাসন প্রণালীতে অনেক দোষও আছে, অনেক গুণও আছে । উল্লিখিত প্রত্যেক তন্ত্রের লোকের কেবল আপনাদিগের পক্ষ টানিতে পারে, এবং অন্য সকলকে উৎসন্ন দিতে পারে । ইংলণ্ডে কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইংলণ্ডে তিনই আছে, তিনই নাই । এখানে উপরি উক্ত তিন শাসন-প্রণালীর যে সকল গুণ আছে, তাহা রক্ষিত হইয়াছে, এবং দোষ সকলের ঋণওন হইয়াছে । কারণ তিনের ঐকমত্য না হইলে কোন কার্য্যেরই নিষ্পত্তি হয় না । আর ইংলণ্ডে রাজা যেমন হউন না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই ; তিনি যদি অতি বিচক্ষণ ও দয়ালু হন, তাহা

হইলে সৰ্ব্ব প্রকারে মঙ্গল, ছুরায়া হইলে কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু তাহার কোন ক্ষমতাই নাই। সকল লোকেরই স্বভাবতঃ রাজাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে, ইংলণ্ডে তাহাও স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা নাই একথাও বলা যায় না, যেহেতু তিনি আইন সকলের রক্ষক; এ কিছু সামান্য ভার নয়।* মহাশয়! ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যে অতি অদ্ভুত ইহা আমার এত ক্ষণে উপলব্ধি হইয়াছে। মহাশয়! এক্ষণে আমার একটি কথা স্মরণ হইতেছে। রাজমন্ত্রিগণের যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার এই সংস্কার হইয়াছে, যে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। মন্ত্রী কয় জন আছেন? এক জন কি দুই জন?

গুরু।—মন্ত্রী এক জন নহে। মন্ত্রী অনেক; রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন অমাত্য নিযুক্ত আছেন। সকলেই আপন আপন কর্মে ব্যস্ত থাকেন; অন্যের কর্মে হস্তক্ষেপ করেন না। মন্ত্রিগণ সম্ব্যবসায় রাজার উপকার করিবেন এই শপথ করিয়া আপনাদের পদ গ্রহণ করেন।

রাজার “প্রিবি কৌন্সিল” নামে আপনার এক সভা আছে। রাজা যত ইচ্ছা তাহার মেম্বর বা সভ্য নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং যত দিন ইচ্ছা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাজার রাজকার্য্য ঘটিত আচরণের জবাবদিহি মন্ত্রিগণকে পার্লেমেন্টের নিকট করিতে হয়। ভারতবর্ষ প্রভৃতি ইংলণ্ডের যে সকল বিদেশস্থ অধিকার আছে তাহার আপীল এই কৌন্সিলে হয়। প্রিবি কৌন্সিলের সভ্যদিগের রাইট অনরেবল এই এক উপাধি আছে। এক্ষণে ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষের প্রধান কর্মচারীরা এই কৌন্সিলে ভুক্ত। মন্ত্রিগণ তিন বৎসর কাল রাজ দরবারে থাকিলে, তাঁহারা যত দিন জীবিত থাকিবেন তত দিন ২০,০০০ হাজার টাকা পেঙ্গন পাইবেন।

ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণের অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহাদিগকে দেশের রাজা বলিলেই হয়। তাঁহারা বিশেষ উপযুক্ত ও কর্মদক্ষ না হইলে কখন রাজকার্য্য করিতে পারেন না। ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণ অপেক্ষা বিচক্ষণ লোক পাওয়া অতি দুর্লভ। বড় নীতিবিশারদ কার্য্যধুবৎসররা মন্ত্রিপদ

পান । তাহাদের কি রূপ বিদ্যা বুদ্ধি তাহা পার্লামেন্টে প্রকাশ পায় । তাঁহারা মধ্য মধ্য পার্লামেন্টে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা টের পাওয়া যায় । মন্ত্রিগণ বিচক্ষণ লোক না হইলে এক দণ্ড রাজ্য চলে না ।

শিষ্য ।—মন্ত্রিগণের কথা শুনিলাম । প্রত্যেক কাউন্টিতে আইন অনুসারে কি রূপে কার্য্য হয় তাহা শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে ।

গুরু ।—আইন অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক কাউন্টিতে এক জন লেক্টনেট, এক জন শরিফ এই দুই জন নিযুক্ত আছেন । তন্মধ্যে লেক্টনেট সাহেব যুদ্ধ বিষয়ক যাহা কিছু তাহারই তত্ত্বাবধারণ করেন । তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আর আর রাজকর্ম্মচারীও নিযুক্ত আছে । প্রত্যেক কাউন্টিবাসী লোকদের উপর, আইন অনুসারে আপন আপন শাসন করিবার ভার অর্পিত আছে । তাহারা আপনারা রাজকর্ম্মচারীদিগকে বাহিরা লয়, এবং

তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত রাজার সম্মতি চাহিয়া পাঠায়।

ইংলণ্ডে এক সুন্দর আইন আছে, দরিদ্রগণ যাহাতে প্রতিপালিত হয় একপ এক উপায় করা আছে।

শিষ্য।—মহাশয়! ইংলণ্ডে কত টাকা কর আদায় হয়?

গুরু।—ইংলণ্ডে ৬৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। তাহার দুই তৃতীয়াংশ প্রায় সামগ্রীর মাসুল হইতে আদায় হয়। অবশিষ্ট টাকা স্ট্যাম্প, ডাকঘর, ইনকমট্যাক্স প্রভৃতি নানাবিধ ট্যাক্স হইতে উৎপন্ন হয়।

শিষ্য।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের যেকপ ঋণ আছে ইংলণ্ডেও কি সেই রূপ আছে?

গুরু।—ইংলণ্ডের যত ঋণ এত আর কোন দেশের নাই। ইংলণ্ডে ৮০০ কোটি টাকার ঋণ আছে। কিন্তু ইংরেজেরা উহার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। তাহারা বলে, যে এত ঋণ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের এত সমৃদ্ধি। আমাদের যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংগ্রাম

করিতে হইয়াছে, টাকা না ধার করিলে আমরা কোন মতেই সেই সকল সংগ্রাম চালাইতে পারিতাম না । অতএব আমাদের যে ঋণ আছে তাহা শত্রু নয়, তাহা मित्र । ভারতবর্ষে যে রূপ গবর্নমেন্টের কাগজ আছে, যাহাকে সচরাচর কোম্পানীর কাগজ বলিয়া থাকে, সেই রূপ ইংলণ্ডেও কঙ্গল্ নামে কাগজ আছে । —

শিষ্য ।—আর্য্য ! ইংলণ্ডে গবর্নমেন্টের কত টাকা খরচ হয় ?

গুরু ।—কত টাকা রাজার নিজ খরচের জন্য দিতে হয়, তাহা বলিয়াছি । ইংলণ্ডের যে ধার আছে তাহার সুদ প্রায় ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিতে হয়; ইহার অধিক হইবেক ন্যূন নয় । যুদ্ধ জাহাজ, স্থল সৈন্য, বারুদ, গোলা গুলী, বিদ্যালয়, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক টাকা ব্যয় হয় । বিচারালয়, পেন্সন, রাজকর্মচারীদিগের বেতন প্রভৃতি বিষয়ে কিছু অধিক টাকা ব্যয় হয় না ।

শিষ্য ।—ইংরেজদের স্বদেশ ও বিদেশ রক্ষার্থ কত সৈন্য আছে ।

গুরু।—তোমার বিদিত আছে—আমার বলা পুনরুজ্জীমাত্র—যে ইংরেজেরা যেমন বলবান, সাহসী ও তেজস্বী, তেমনি পরিশ্রমদক্ষ অধ্যবসায় পূর্ণ, বুদ্ধিমান, কার্যনিপুণ ও সংগ্রাম পণ্ডিত। ইহাদের যেকোন সৈন্য, পৃথিবীতে অতি অল্প জাতির এককপ সাহসী সৈন্য আছে। ইংলণ্ডের স্বদেশে ও বিদেশে ২ লক্ষ ২০ হাজার স্থলসৈন্য আছে, তাহাদের জন্যে ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইংলণ্ডে ৪৪৩ যুদ্ধ জাহাজ আছে, তাহাতে ৪৪ হাজার ৩৮০ জন জলসৈন্য কার্য্য করে, এবং এই সমুদয়ে ৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

বৎস! এই সব দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডের কত প্রতাপ ও কত ক্ষমতা তাহা বুঝিয়া রাখ।

শিষ্য।—আমাদের দেশাধিপতিদের দেশে কিরূপে শাসন-কার্য্য নির্বাহ হয়, তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিলাম। আৰ্য্য! ইহাদের শাসন-প্রণালীগত অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, আমি অনির্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিতেছি। মনের মালিন্য দূর হইতেছে, এবং চিত্তস্থিত কুসংস্কার সমূহ

মার্জিত হইতেছে । আমি এত দিন ইংরেজ-দিগকে উদ্ধত, চপলমতি, দুরাচার, নৃশংস, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য মনে করিতাম । ইহারা যে এত বুদ্ধি ধরে, ইহা আমি এক বার স্বপ্নেও মনে করি নাই । ভাবিতাম, ইহাদের স্বদেশে সৌর্য-জ্যোত নাম মাত্র নাই । মনে হইত, ইহারা চিরন্তন নীতিমার্গের অনুসরণ করে না । ইহারা যে ভ্রান্তিক্রমেও যুক্তিদেবীর হস্তমোচন করে না, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিতাম না । সত্য বটে, আমি অনেকের নিকটে ইহাদের প্রশংসা বাদ শুনিয়াছিলাম । অনেকে বাষ্পপোতে, বাষ্পশকটে ও অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্রে ইহাদের অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময় পরিপূর্ণ হইতেন, এবং আদর ও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ইহাদের গুণানুবাদ করিতেন । কিন্তু আমি তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতাম না । তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভ্রমাক্ত জ্ঞান করিতাম । আমি মনে করিতাম যে, ইংরেজেরা করাসী প্রভৃতি সূর্যলোকমাননীয় ইয়ুরোপদেশস্থ অন্যান্য পরাক্রমশালী জাতিদের নিকট হইতে এই সকল

যন্ত্র ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে; এবং এই যন্ত্র সকল আপনাদের বলিয়া পরিচয় দিয়া আনাদিগকে কেবল প্রতারিত করিতেছে। কিন্তু মহাশয়ের প্রসাদে ইহাদের রাজ্যরচনা বীক্ষণ করিয়া আর সে জ্ঞান নাই। এখন মনে হইতেছে ইহাদের সকলি সম্ভব।

উঃ! ইহাদের তন্ত্রসংস্থা কি অদ্ভুত। বোধ হয়, বিশ্বরাজ্যের দুর্বোধ নির্মাণকৌশল, এবং সেই অপরিমেয় জ্ঞানরাশি জগদ্বিধাতার সৃষ্টি রচনা নিরীক্ষণ করিয়া ইহারা আপনাদের রাজ্য রচনাতে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বরাজ্যে যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাই; সকল পদার্থেরি স্বাতন্ত্র্য বিহিত হইয়াছে; কেহ কাহারও অধীন নহে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। আপাততঃ বিবেচনা করিলে কেহ কাহারও উপর নির্ভর করিতেছে না বোধ হয় বটে, কিন্তু সকল পদার্থেরি আত্মার পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ আছে। ইহার মধ্যে একটিকেও স্থানান্তরিত কর, অমনি বিশ্বসংস্থা বিলোড়িত হইবে

এবং সমুদয় জগতী-পদার্থ বিক্ৰমিত হইবে। ইংরেজদের রাজ্যসংস্থিতিও সেই রূপ। রাজা, প্রকৃতিবর্গ, এবং সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ, ইহাদের কখন পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধেই হয় না; ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ নহে, অথচ কেমন সুন্দর রূপে একতান হইয়া পরস্পর পরস্পরের স্বজনবিধান করে, রাজ্যের ত্রিবিধ সম্পাদন করে, এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতিদের চক্ষে ধূলিপ্রদান করিয়া আপনাদের মাহাত্ম্য বিস্তার করে। বিশ্বরাজ্যে মানুষ অবধি অতি কাঁটাগুকীট পর্য্যন্ত কেহই নিরাশ্রয় নহে। সর্ব-নিরস্ত্র জগৎ-পাতা সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন, সকলের প্রতিই তাঁহার সমান অনুগ্রহ। ইংরেজদের রাজ্যেও সেইরূপ দেখিতে পাই। আপনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে ঐশ্বর্য্যশালী, মনোহরমূর্ত্তি, পূর্ণযৌবন, এবং দিগ্দিগন্তকীর্ত্তি সম্ভ্রান্তগণেরও যেকোন স্বাতন্ত্র্য আছে; জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণকলেবর, জরাগ্রস্ত, গলিতযৌবন, এক জন বরিশেরও সেইরূপ স্বাতন্ত্র্য আছে। কোন ব্যক্তিই অন্যের অধিকার গ্রহণ করিতে পারে না। এক জন কৃষক

প্রাণী, ও এক জন অতুলসম্পত্তিশালী মহামান্য
 ব্যক্তি, দেশপ্রচলিত বিধি সকলের নিকটে ইহারা
 ছুই জনেই সমান । বাঃ ! ইংরেজেরাই যথার্থ
 জগৎগ্রহণ করিয়াছিল, ইহারাষ্ট যথার্থ সুখী,
 ইহারাষ্ট সার্থকজন্ম । আৰ্য্য ! আপনাকে সা-
 ম্রাজ্ঞে প্রণিপাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে । মহা-
 শয়ের অনুগ্রহে সমুদয় অন্ধকার দূর হইয়াছে ;
 কেবল মহাশয়ের প্রসাদে আমার ড়াননেত্র উন্মী-
 লিত হইয়াছে । আপনার নিকটে হৃদয়ের সঞ্চিত
 রক্তজ্বতা প্রকাশ করিতেছি । আমি অতঃপর
 মহাশয়ের সাহায্য লইয়া ইহাদের শাসন-প্রণালী
 সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে জানিব, নানা পুস্তক পাঠ
 করিব, আমাদের দেশের অন্ধতমসাবৃত লোক-
 দিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিব, ইহাদের বিদ্যা
 বুদ্ধির পরিচয় দিব, এবং ইহাদের কিক্রপ সমৃদ্ধি,
 কি রূপ পরাক্রম কিক্রপ সাহস, ও কিক্রপ জ্ঞান,
 তাহা বুঝাইয়া দিব । কিন্তু আৰ্য্য ! আমাদের
 কথোপকথন এখনি শেষ করিতে ইচ্ছা হই-
 তেছে না । রমণীয় বস্তুকে যত সতৃষ্ণ নয়নে
 দেখা যায়, তত আরও দেখিতে ইচ্ছা হয় ;

যত দেখা যায় কিছুতেই আর তৃপ্তি হয় না।
আহ্লাদবিমোহিত হইয়া আমি যে প্রগল্ভতা
প্রকাশ করিলাম, মহাশয় তাহাতে ক্রোধ করিবেন
না। আপনাকে আর আমি অধিক কষ্ট দিব না।
আর একটী মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিব। পালে-
মেণ্টে কিরূপে আইন সমুদয় প্রস্তুত হয়, তাহা
শুনিয়াছি। কিন্তু কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া
ই'লগে সুবিচার দান করা হয়, তাহার কিছুই
বলেন নাই। যদি আমার ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইয়া
না থাকেন যদি কষ্ট না হয়, তবে আমার এই
কৌতূহলটা শাস্তি করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি
আপনার কৃত উপকার কোন কালেই বিস্মৃত হইব
না। আপনি আমাকে এক নতুন ঢকু দিয়াছেন।

গুরু।—বৎস! আমি তোমার বাক্য শুনিয়া
অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার যে ইংরেজ-
দের রাজ্যরচনাগত নৈপুণ্য বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম
হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর
কি আছে। তোমার বালকভাসুলভ স্বর্ষ দেখিয়া
আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। সন্তুষ্ট
চিন্তে তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার

উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি । কিন্তু তুমি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ কন্ম নয় । সমস্ত সমস্ত অগাধবুদ্ধি, ব্যবহারশাস্ত্রবিশারদ, পণ্ডিতেরা ছয়বম্বাই অর্থশাস্ত্রের স্বয়ং অর্থ-সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত, ও অন্যান্য লোকদিগকে তাহার অর্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত, আপনাদের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছেন । যদি উৎকল প্রদেশের শাসন-প্রণালী জানিতে একেব পুস্তক থাকে, তাহা হইলে আর এক দিন সেই বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব । এখন কেবল কোন্ কোন্ স্থানে বিচারবিভরণ হয়, এবং সেই সেই স্থান কি কি নামে পরিচিত, এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইব ।

পার্লোমেন্ট যাহাকে আইন বলিয়া নিবন্ধ করিলেন, তাহাই দেশের প্রচলিত আইন । সেই অনুসারে সমুদয় ন্যায় অন্যায়েব বিচার হয় । সেই সমুদয় আইন, দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত । দেওয়ানী আইন, এবং ফৌজদারী আইন; দেওয়ানী আইন সকল, স্থাবর অস্থাবরাদি রিক্ত এবং

টাকা কড়ি প্রভৃতির মকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করে । কোজদারী আইন সমূহ, মারপিট প্রভৃতি অপরাধ এবং অন্যান্য উৎকট অপরাধের তত্ত্বাবধারণ করে । দেওয়ানী মকদ্দমায় দুই অথবা বহু সম্মান্য প্রজা, বাদী প্রতিবাদী রূপে বিচারালয় সমূহের বিচারপতিদের নিকট বিচার প্রার্থনা করে । কোজদারী মকদ্দমায় কিন্তু সেক্ষেপ নহে । শেঁষোক্ত ব্যবহার সকলে সিংহাসনস্থ রাজা এক পক্ষ, এবং অপরাধী ব্যক্তিগণ অন্য পক্ষ । পাছে কোন অন্যায় হয়, এই আশঙ্কায় দেশস্থ রাজাই সেই মকদ্দমা সকলের ভার গ্রহণ করেন । কিন্তু রাজা স্বহস্তে সেই মকদ্দমা সমূহের ভার লন বলিয়া, ভূমি ইহা মনে করিয়া রাখিও না, যে রাজা ধর্ম্মাধিকরণে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মকদ্দমা করেন । উক্ত কর্ম্ম নির্বাহ করিবার নিমিত্ত উত্তম উত্তম বিধিবিৎ পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন । তাঁহারা রাজার হইয়া বিচারপতিদের নিকটে বিচার প্রার্থনা করেন, এবং ঐ মকদ্দমা সংক্রান্ত যে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহাও করিয়া থাকেন ।

যে স্থানে পার্লামেন্ট-নির্দ্ধারিত আইন অনু-

সারে, অন্যায়, অন্যায়ের বিচার হয়, তাহাকেই ধর্ম্মাধিকরণ বা বিচারগৃহ বলে। যাহারা সেই সব বিচার করেন, তাঁহাদিগকে বিচারপতি বা জাজ্জিবাক কহে। দেশের রাজাই এই সকল বিচারালয়ের কর্তা; পার্লামেন্ট এই ধর্ম্মাধিকরণ সমুদয়ের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

দেওয়ানী ও কোজদারী মকদ্দমা সমুদায়ের বিচারের নিমিত্ত বিচারগৃহ সকল নির্দ্ধারিত আছে, এবং এই সকল বিচারালয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিচারপতি নিযুক্ত আছেন। যত দিন বাঁচিবেন, তত দিন তাঁহারা আপনাদের পাড্জিবাক পদ রাগিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি কোন অন্যায় আচরণ করেন, তাহা হইলে পার্লামেন্টের দুই সমাজ রাজার নিকটে আবেদন করিলে, এবং তাঁহাদের সেই দোষ সপ্রমাণ হইলে তাঁহারা পদচ্যুত হইতে পারেন। ইহা ব্যতীত আর কেহই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারে না।

বৎসরে দুইবার, শরৎকালে এবং বসন্ত কালে, উল্লিখিত বিচারপতিগণ নির্দ্ধারিত বিচারগৃহ

সকল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে সুবিচার বিতরণ করিবার নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়ান ।

দেওয়ানী মকদ্দমা সকলে বাদী ও প্রতিবাদীগণ যদি ইচ্ছা হয় স্বয়ং আসিয়া মকদ্দমার সমুদয় কার্য্য করিতে পারেন ; নতুবা উকীল ও কোন্সিলি দ্বারা মকদ্দমা ঘটিত যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা করেন । কিন্তু উকীল ও কোন্সিলি দ্বারা সমুদয় কার্য্য নির্বাহ করাই রীতি ।

কেবল বিচারপতিরাই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন না । তাঁহাকে কতকগুলি উদাসীন মধ্যস্থ ব্যক্তির সাহায্য লইতে হয় । তাঁহাদিগকে ‘জুরি’ বলে ।

মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে, বিচারপতিরা যে আজ্ঞা প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করাইবার ভার, সরিফ বা দণ্ডনায়কের উপর অর্পিত আছে ।

দেওয়ানী আইন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অবগত করিলে ; এখন কোজদারি আইন সম্বন্ধি চুই এক কথা বলিয়া বিরত হইব ।

ফৌজদারি আইন সম্বন্ধি কোন বিষয় শুনিবার পূর্বে, ফৌজদারি আইন সকল কিরূপ বিষয়ের ভার গ্রহণ করে, তাহা জানা আবশ্যক। উল্লিখিত আইন সমুদয় অপরাধ সমূহের দণ্ডবিধান করে। কিন্তু অপরাধ কাহাকে বলে, তাহারও তত্ত্বাবধারণ করা উচিত। প্রচলিত আইন সমূহের প্রতিকূলে যে কোন কার্য্য বিহিত হয়, তাহাই “অপরাধ” পদবাচ্য।

অপরাধ সকল অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। এখন সে সকল উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

অপরাধি ব্যক্তির দণ্ডবিধানের নিমিত্ত যাহা কিছু ব্যয়ের আবশ্যক, সে সকল রাজতাপ্তার হইতে খরচ হয়।

“আমি আইন জানি নাই বলিয়া, এই দোষ করিয়াছি ; এই কৰ্ম করিলে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করা হইবে, ইহা জানিয়া আমি এ দোষের কৰ্ম করি নাই” এই বলিয়া বিহিত অপরাধের নিকপিত দণ্ড হইতে কেহ মুক্তি পায় না। সকলকেই প্রচলিত আইন জানিতেই হইবে ; না জানিয়া দোষ করিলেও সমুচিত দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

কিন্তু সাত বৎসরের স্থানবয়স্ক কোন শিশু বিধি-
নিহিত কোন অপরাধ করিলে তাহার সে অপরাধ
অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না ; এবং চতুর্দশ
বৎসরের অনধিক বয়স্ক যদি কোন ব্যক্তি কোন
অপরাধ করে, এবং তাহার তখন পর্যাপ্ত ও ন্যায়
অন্যায়ের বিচারশক্তি উন্মেষ্ট নাহি বলিয়া প্রমাণ
হয়, তাহা হইলে তাহারও অব্যাজে দণ্ডমুক্তি
হইবে । নিবুদ্ধি, জড়বুদ্ধি, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং
পরাধীন, প্রভুকর্তৃক অপরাধ-প্রেরিত ব্যক্তিগণ
কোন অপরাধ করিলে, তাহার আইন অনুসারে
দোষী নহে । কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি সুরাপান
করিয় ইচ্ছাকৃত হয়, এবং সেই অবস্থায় কোন
অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড প্রদত্ত
করিতে হইবে ।

• দেওয়ানী ও কোজদারি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে
সংক্ষেপে যাহা কিছু বলা যায়, তাহা বলিলাম ।

বৎস ! এই গানেই আজি আমাদের কথোপ-
কথন শেষ করা যাউক ।

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী ।

দ্বিতীয় ভাগ ।



বিধান-সংহিতা ।



শিষ্য ।—আর্য্য ! আপনি বলিয়াছিলেন যে অবকাশ পাইলে ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীর অস্তু-ভূত বিধান-সংহিতার সার ভাগ আমাকে বুঝাইয়া দিবেন । ইংলণ্ড দেশে কি কি আইন প্রচলিত, এবং সেই সেই আইনের মর্ম্ম কিরূপ, তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন, বলিয়াছিলেন । কিন্তু সে জন্যে মহাশয়ের আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই । ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী শুনিবার সময়ে আমি মহাশয়কে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছি । সেই জন্যে আমি আপনকার নিকটে অতিশয় লজ্জিত আছি ।

আমারও আর তাদৃশ উৎসুক্য নাই। ইংল-
 ণ্ডের শাসন-প্রণালীর বিষয় শুনিতে শুনিতে
 আমি যেকপ আত্মাদে বিমোহিত হইয়াছিলাম
 এখন আর সেকপ নাই। সেকপ আকাজক্ষা ও
 সেকপ আগ্রহ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।
 ঐ সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে আর আমার
 ইচ্ছা হইতেছে না। আমি মহাশয়ের নিকট
 হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবধি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত
 হইয়াছিলাম। এত দিন আমি বিজ্ঞানশাস্ত্রের
 শাখা প্রশাখায় সঞ্চরণ করিতে করিতে অপরি-
 মেয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কোন দিন
 নিশীথসময়ে জগৎ কৌমুদীবিকসিতা হইলে,
 নভোমণ্ডল নক্ষত্ররাজিবিভূষিত হইলে, জগতীস্থ
 চেতন পদার্থমাত্রে সুমুগ্ধ ও নিঃশব্দ হইলে,
 এবং বসুন্ধরা এক অনির্ভ্রূচনীয় রমনীর শোভা
 ধারণ করিলে, আমি একাকী দূবরীক্ষণ হস্তে,
 কোন উচ্চস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া, এই নক্ষত্র
 প্রভৃতি জ্যোতির্গণগুলী পরিবৃত্ত গগনমণ্ডলের
 পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম; নিশানাথ ক্রিপে
 আপন কক্ষায় বৃহন্নল গমনে পরিভ্রমণ করিতে-

ছিলেন, তাহা পরিবীক্ষণ করিয়াছিলাম; জগদী-
শ্বরের অপরিমিত সৃষ্টিকৌশল নিরীক্ষণ করিয়া,
যার পুর নাই হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; এবং
ধরাতলস্থ সমুদয় পদার্থকে অসার ভাবিয়া, সেই
জগৎ কর্তার গুণগান করিতে করিতে দিব্যমুখে
অবগাহন করিয়া ছিলাম। কোন দিন অণুবী-
ক্ষণের অদ্ভুত স্বচ্ছ মুকুর মধ্য দিয়া, এক বিন্দু
জলকণে এক নূতন পৃথিবী আবিষ্কৃত করিয়াছি;
সহস্র সহস্র জন্তুগণকে তাহার ভিতরে প্রকুল-
মানসে সঞ্চারণ করিতে দেখিয়া বিস্ময় পরিপূর্ণ
হইয়াছি; এবং কোন দিন বা হরিতশাদলে,
প্রস্ফুটিত চম্পক কুমুমে, ও নরদেহস্ত শোণিত-
চক্রে চিত্ত সমাধান করিয়া, বিচিত্র নিগূঢ়তত্ত্ব
সমূহের উপলব্ধি করিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত-হৃদয়ে
অন্তিরসে কণ্টকিত হইয়াছি। আর্য্য! বলিতে
কি, কোন লৌকিক বিষয়ে আমার আর আস্থা
নাই। আমি আর অজ্ঞানাস্থ দুম্পা বৃত্তিপরিবশ
লোকদিগের সহিত সহবাস করিব না। আমি
সঙ্কল্প করিয়াছি যে, কোন এক নিভৃত স্থানে
এক থানি কুটির নির্মাণ করিয়া কেবল জগদী-

শ্বরের আরাধনা করিব, বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা জনিত সুখ সন্তোষে কালযাপন করিব, এবং পলিতকেশ পরিণতবুদ্ধি সাধুজন নির্দ্ধারিত তত্ত্ব সমূহের পর্যালোচনে দিনযামিনী অতিবাহন করিব । আমি বুঝিতে পারি না, কেন লোকে একপদ্য সুখে বিমুগ্ধ হইয়া অকিঞ্চিৎকর কন্ম-সমূহে লিপ্ত থাকে, এবং জলবুদ্বুদ সদৃশ ইহ-লোকসংক্রান্ত সমৃদ্ধিতে আত্মসমর্পণ করিয়া, অসার সংসারে নিগড়বদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে প্রতারিত করে । সকলে কেন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা না করে । ইহাতে যত সুখ, বোধ হয় আর কিছুতেই সেক্ষপ নাই । মহাশয় ! একপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া আনি আত্মাকে আর প্রবঞ্চিত করিব না ।

নিরর্থক ব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনায় ফলই বা কি ? ইহাতে পরমার্থ বুদ্ধি হইবে না । ইহার চর্চা করিলে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হইবে না ; এবং সমুদয় বিধান কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেও দেশের বিন্দুমাত্র উপকারও সমাহিত হইবে না ।

মানুষিক বিধিসমূহের সহিত নৈসর্গিক বিধি সমুদয়ের কিছুমাত্র সহঙ্ক নাই। ঐহিক এবং পারত্রিক কার্য সমুদয় যেকোন পরস্পর ভিন্ন ; ঐশিক নৈসর্গিক বিধি এবং মানুষিক কৃত্রিম বিধি সমুদয় সেইরূপ দুই বিভিন্ন পদার্থ। তবে, যে ব্যক্তি ঐহিক বিষয়ে লিপ্ত হইতে চাহে না, যাহার কেবল পরমার্থ চিন্তায় কালহরণ করিবার ইচ্ছা, তাহার, মানুষ কপোলকল্পিত নীরস নিয়মাবলিতে মন অর্পণ করিবার আবশ্যকতা কি? মকদ্দমা মামলা বাহাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় নয়, তাহাদের ওসব বিষয় জানিবার প্রয়োজন কি? ব্যবহারাজীব ব্যক্তিগণ ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করুক, যে তাহাদের উপকার হইবে। আমরা কেন এক্ষণে তুচ্ছ কাজে সমবক্ষেপ করিষ। ততক্ষণ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের দুই চারি টা কথার আন্দোলন করিলে, অনেক উপকারে আসিবে। আর যদিও স্বদেশের আইন সকলের স্বার্থ অবগত থাকিলে, কথঞ্চিৎ উপকার হয়, ইংলণ্ডের বিধি সমূহের মর্ম্মগ্রহ করিলে লাভ কি, বুঝিতে পারিতেছি না; কারণ ইংরেজদের

বিধিব্যবহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। কিন্তু আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ইহা স্বীকার করিতেছি, যে মহাশয় সে দিন যে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অনেক উপকার হইয়াছে। তাহাতে আমার অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইয়াছে, অনেক জ্ঞানশিক্ষা পাইয়াছি। আমি বতবার ইংরেজ মহাপুরুষদের রাজ্যরচনা বিষয়ে চিন্তা করি, ততবারই তাঁহাদের গুণানুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি মহাশয়ের মুখ হইতে উহাদের শাসন-প্রণালীর বিষয় শুনিয়া অবধি কত লোকের মূর্থতান্নিবন্ধন কুসংস্কার সকলের উচ্ছেদ করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, ওসব বিষয় সকলেরই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে জানা উচিত। আমি কোন কালেই ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় হতাদর হইব না। কিন্তু ব্যবহার শাস্ত্রের গূঢ় কথা সকল শুনিতে আমার ইচ্ছা নাই।

গুরু।—বৎস! তোমার কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। কে তোমার মনে একপ কুসংস্কার সমূহ নিবিষ্ট করিয়া দিল? তোমার

সেইরূপ আগ্রহ কোথায় গেল : তুমি সকল জানিয়া শুনিয়াও অবোধের মত কথা বলিলে কেন : কে তোমাকে বলিল, মানুষ বিধি সমূহ জানিলে কিছুমাত্র ফল নাই ? তুমি কাহার নিকট শুনিলে যে নৈসর্গিক বিধি সমুদয় এবং মানুষিক বিধি পরম্পরা দুই বিভিন্ন পদার্থ : কে তোমাকে, শিখাইয়া দিল, যে মানুষবিধান সমুদয়, নীরস এবং নিরর্থক : তুমি কিরূপে জানিলে যে ইংলণ্ডের আইন সকলের সহিত ভারতবর্ষের বিধিব্যবহার কোন সম্পর্ক নাই : তুমি কেন একরূপ অপ্রামাণিক কথা সকলকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছ : বত শীঘ্র পার তাহাদিগকে তথা হইতে বহিস্কৃত কর ।

আমি অবশ্যই স্বীকার করি, জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অনির্বচনীয় প্রীতি অনুভূত হয় । বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে তুমি অনন্যাব্যাহিত হইয়া ওরূপ মনোতিনিবেশ করিয়াছ, তাহাতে আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট নাই । পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথ্বীকর্তার স্বরচিত পদার্থ সকলের পর্য্যবেক্ষণ করা, জীবনের এক

সার কর্ম, তাহার আর কোন সংশয় নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্রের যেকোন উন্নতিসাধন হইয়াছে, তাহা না হইলে কোনরূপে পৃথিবীর একজন শ্রীরুদ্ধি হইত না; সকল লোক অন্ধতমসাবৃত থাকিত, এবং তাহা হইলে সমৃদ্ধ নগর এবং প্রেতনিবাস শ্মশান ভূমি এ সকল বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বিধানশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের এক প্রধান শাখা। বিধানশাস্ত্রের তত্ত্ব সমুদয় সমুচিত আন্দোলিত না হইলেও, ঐকোন অনর্থের আশঙ্কা ছিল। বৎস! ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, বিধানসংহিতা না থাকিলে ভূতধাত্রীর কিছুমাত্র শ্রীরুদ্ধি হইত না। বর্বর জাতি এবং সভ্য জাতি এ দুয়ের কিছুমাত্র ভেদ হইত না। মানুষ-বিধিবাহ না থাকিলে সমাজবন্ধন হইত না। সমাজবন্ধন না হইলে পরস্পরসাপেক্ষ প্রতিফল-প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রীরও অসম্ভাব হইত। সকলকেই আপন আপন উদর পূরণের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতে হইত; কাহারও অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সময় থাকিত না। কোথায় বা পদার্থবিদ্যা থাকিত, এবং

কোথায় বা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র থাকিত। ইহার সকলে, বিধানশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই একপ উচ্চপদবীতে আকৃষ্ট হইয়াছে। বিধান-শাস্ত্র কি? তাহা অবগত না থাকাতেই তোমার ঐ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। বিধানশাস্ত্রের যথার্থ তাৎ-পর্য্য গ্রহ করিলে তুমি ঐ সকল কথা কখন মুখে আনিতে না, এবং ব্যবহার-সংহিতা নিরর্থক বলিয়া তোমার যে প্রতীতি হইয়াছে, তাহা এক ক্ষণের নিমিত্ত তোমার মনে আবিভূত হইত না।

নৈসর্গিক স্বত্বরক্ষা করাই বিধান সমূহের উদ্দেশ্য।

জগদীশ্বর যেমনি মানুষের সৃষ্টি করিলেন, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিরক্ষুশ-ইচ্ছা এবং তত্ত্বনির্ণয়শক্তি প্রদান করিলেন; এবং পৃথিবীতে আসিয়া তাহার। যাহাতে আপনাদের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে, একপ কতকগুলি নিয়মও প্রকৃতি করিয়া দিলেন। যথা—সকলে সৎপথে চলিবে; কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবে না; এবং যাহার যে কর্তব্য, সে তাহা প্রতিপালন করিবে। এই তিনটি সনাতন ঐশিক নিয়মই মানুষ-

বিধান সকলের অধিষ্ঠান ভূত । কিন্তু এই সকল নিয়ম উদ্ভাবিত করা কিছু সহজ কথা নয় । মনোরুতি সকল সম্মার্জিত না হইলে তাহাদের উদ্ভাবনের আর অন্য কোন উপায় নাই । কিন্তু মানুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াই কিছু মনোরুতি সকলের সম্মার্জিত করিতে পারে না । সুতরাং পৃথিবীর প্রথমে মানুষেরা ঐ চিরন্তন নিয়ম সকলের উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, এবং তন্নিবন্ধন নৈসর্গিক স্বত্ব সকলের রক্ষা সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই । সকলেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বিধেয় হইয়া কার্য্য করিত । ইচ্ছা হইলেই অন্যের প্রাণসংহার করিত ; ইচ্ছা হইলেই অন্যাত্ম তক্ষ্য দ্রব্যের অপহরণ করিত, এবং ইচ্ছা হইলেই অন্যের বাসস্থান ভূমিখণ্ড অধিকৃত করিয়া লইত । এইরূপে কোন ব্যক্তিই নিরুপদ্রবে নৈসর্গিক স্বত্ব সকলের সম্ভোগ করিতে পারিত না । কাল-সহকারে মানুষগণ দলবদ্ধ হইয়া বণ্টন করিতে লাগিল, এবং স্ব স্ব স্বত্ব রক্ষা করিবার মানসে আপনাদের মধ্য হইতেই এক কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করিল ; এবং তাঁহার সহিত এই নিয়ম সংস্থাপিত

করিল, যে তিনি তাহাদের মঙ্গলের উদ্দেশে বিধান প্রস্তুত করিবেন, এবং তাহারা তাহাতে কিছুনা ত্র আপত্তি না করিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিবে । বৎস ! এই সমাজবন্ধনের মূল ।

কর্তৃপক্ষেরা এইরূপ ভার পাইয়া ক্রমে ক্রমে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নিয়মসমূহ উদ্ভাবিত করিয়া, সেই অনুসারে বিধান সমূহ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, নৈসর্গিক স্বত্ব-রক্ষা করাই বিধান সমূহের উদ্দেশ্য কি না, এবং বিধান সকল নিরর্থক কি না, এবং নৈসর্গিক বিধানই তাহার মূলীভূত কি না :

বৎস ! পাপমতি ছুরাচার মানুষবর্গের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া এক বিজন স্থানে বাস করিবে অরূপ কথা বলিলে কেন ? তুমি কি জান না, যে মানুষ স্বভাবতঃ অতিশয় সমাজপ্রিয় ? তুমি কি জান না, যে সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন করা, জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম ? তুমি কি জান না যে পরিবারের মঙ্গলসাধন, সমাজোন্নতি ও দেশোন্নতিই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ? তুমি কি বুঝিতে পারি-

তেছ না, যে নির্জনে থাকিয়া কোন রূপে সে সকল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নাই? ইহাও বোধ হয় তোমার উপলব্ধি হইয়াছে, যে বিধান সমূহই মনুষ্যসমাজকে নিয়মবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বিধান সমূহই মনুষ্য সমাজের একপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং বিধানসমূহ সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে কোন মতে উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নাই। এই কথাগুলি বুঝিয়া দেখ, তাহা হইলেই বিধিশাস্ত্রের চর্চা করিলে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য করা হয় না এই যে তোমার কুসংস্কার আছে, তাহা একবারে অন্তর্হিত হইবে।

এ কথা সত্য বটে, যে বিধিশাস্ত্র প্রথমে বড় নীরস। কোন শাস্ত্র প্রথমে নীরস নয়? সকল শাস্ত্রেরই প্রবেশদ্বার দুর্গম এবং বিষমপূর্ণ। একবার দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে পারিলেই তিতরে প্রশস্ত অটালিকা লক্ষিত হইবে। তখন দেখিতে পাইবে, যে সেই অভ্রংলিহ প্রাসাদটী মনোহর উদ্যানসুশোভিত; সুশীতল সুগন্ধ্য গন্ধবহুবীজিত; সুমিষ্ট রমণীয় প্রস্রবণ-

ভূষিত, এবং হৃদয়গ্রাহী অন্যান্য পদার্থ সমূহে
অলংকৃত । সকল শাস্ত্রেরই বর্ণমালা শিখিতে
কষ্ট হয় । এক বার তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে
সকল কষ্ট অন্তর্হিত হইবে, এবং হৃদয় অমৃতহুদে
অবগাহন করিবে । বোধ হয় আমি যে সকল কথা
বলিয়াছি তাহাতেই তোমার উপলব্ধি হইয়াছে
যে, কি ধনবান্ কি দরিদ্র কি মধ্যাবস্থা কি
ব্যবসায়ী লোক সকলেরই বিধিশাস্ত্রের মর্মগ্রহ
করা উচিত । বৎস্য ! ইহাও তোমার জানা আব-
শ্যক যে, এখন ইংলণ্ডে অনেক আইন, ভারত-
বর্ষস্থ আইন সকলের অধিষ্ঠানভূত । কেবল দেশ
কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কিছু কিছু পরিবর্ত
হইয়াছে এই মাত্র ।

শিষ্য ।—আর্য্য ! বিধানসমূহের আপনি যে
রূপ প্রশংসা করিলেন, তাহাতে আমি সংশয়
করি না, ইহা এক অদ্ভুত পদার্থ । মহাশয়ের
কথানুসারে আমি দিনকত পদার্থবিদ্যার আলো-
চনায় বিরত হইব । অনন্যকর্মা হইয়া বিধিশাস্ত্রের
আলোচনায় তৎপর হইব । ইহাতেও যদি আমার
ব্যবহার শাস্ত্রের উপযোগিতা স্পষ্ট প্রতীত না

হয়, তাহা হইলে আর কোন কালেও তাহার নাম করিব না। বিধানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহা শুনিয়াছি। এখন কি উপায় অবলম্বন করিয়া সেই উদ্দেশ্যের সাধন হয়, এবং 'বিধান কাহাকে বলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের নিরুন্মুক্ত ব্যক্তি-দিগকে যে আদেশ করেন, তাহার নামই বিধি। বিধি দুই প্রকার। ঐশিক বিধি, এবং মানুষিক বিধি। ঐশিক বিধিসমূহ, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, আত্মরক্ষার নিমিত্তে, এবং প্রতিবেশিগণের সহিত, কিরূপে ব্যবহার করা উচিত, তাহারই অবধারণ করিয়া দেয়। মানুষিক বিধিজাত, আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ আচরণ করা আবশ্যিক তাহারই নির্দেশ করে। সুতরাং মানুষিক বিধান সমুদায়, ঐশিক বিধি সকলের কেবল এক অংশের উপর নির্ভর করে। আমরা পরের অনিষ্ট না করিয়া, যে কোন পাপকর্ম্ম করি না, মানুষিক বিধান সকল, তাহাতে কোন কথাই বলিবে না। কিন্তু যাহাতে পরের অপকার হয়,

একপ কোন কার্য্য করিবানাত্ত মানুষবিধানপরম্পরা।
অমনি হস্তক্ষেপ করিবে, যাহাতে তাহার প্রতীকার
হয়, এবং পুনর্বার সেই কন্ম যাহাতে বিহিত না
হয়, একপ চেষ্টা করিবে।

মানুষবিধিপরম্পরা আবার দুই প্রধানভাগে
বিভক্ত। জাতিব্যুৎপত্তিবিধান, এবং দেশবিধান।
মানুষসকল সমাজস্থ হইয়া বাস করে, ইহা পর-
মেশ্বরের অভিপ্রেত বটে। কিন্তু সকল মানুষই
কিছু এক গ্রামে, এক নগরে, বা এক দেশে বাস
করিতে পারে না। সুতরাং মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন
দেশে বাস করিয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে
বিভক্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরম্পরের
সহিত পরম্পরের সৌহার্দ রাখা আবশ্যক;
অথবা পরম্পরের মধ্যে কোন এক নিয়ম সংস্থা-
পিত করা আবশ্যক; তাহা না করিলে, কোন
মতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি চলে না। এই
নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকেরা আপনাদের
মধ্যে যে নিয়ম স্থাপিত করিয়াছে, তাহারই নাম
জাতিব্যুৎপত্তিবিধান।

ঐশিক বিধি সমুহ এবং জাতিব্যুৎপত্তিবিধি সমুদয়,

আমাদের বিবেচ্য বিষয় নহে । আইস আমরা দেশবিধি সকলের অনুশীলনে প্রবৃত্ত ছই ।

কর্তৃপক্ষেরা দেশবাসীদিগের লৌকিক আচরণ বিষয়ে যে নিয়ম প্রবর্তিত করেন, তাহার নামই দেশ বিধি ।

বৎস ! দেশ বিধির পরিভাষা করিবার সময়ে, যতগুলি শব্দের ব্যবহার করিয়াছি, তাহার সকল গুলিই সার্থক, একটীও নিরর্থক নয় । কিন্তু সকল শব্দ গুলির উপযোগিতা প্রদর্শন করিবার আমার সময় নাই । আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সেই সকলের সার্থকতা বুঝিতে পারিবে ।

ইংলণ্ডের বিধি সকল ছই প্রধান ভাগে বিভক্ত । পরম্পরবিধি এবং আদিষ্টবিধি । পরম্পরবিধিকে ইংরাজীতে “কমন ল” বলে ; এবং আদিষ্টবিধিকে “স্ট্যাটিয়ুট ল” কহে । এখন এই দুয়ের ভেদ কি তাহা বুঝা আবশ্যক ।

তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, যে ১০৬৬ খ্রী অব্দে নরমানেরা ইংলণ্ড অধিকার করে । নরমান বংশ

সমুদ্র যাত্রাধীন প্রথম রিচার্ড নরপতি যে সময়ে সিংহাসন-বিরোধে করেন, তাহার পূর্ব ইহাতে সাক্ষ্য-সন্দিগ্ধতার প্রভূতি পূর্বতন ইংলণ্ডবাসী দেব মধ্যে কতকগুলি আইন প্রচলিত ছিল। কিন্তু কিরূপে সে আইন সকল প্রবর্তিত হয়, তাহার কিছুমাত্র চিত্র নাই। এই নিমিত্ত, তাহা-
 দিগকে অলিখিত বিধি কহে। পূর্বতন নিবাসী-
 দিগের মধ্যে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত
 ছিল, সেই সকলই বিধিরূপে পরিণত হইয়াছে।
 সেই সকল যুক্তিসিদ্ধ স্মরণ-ভিগ প্রাচীন আচা-
 রের নামই পরম্পরবিধি। পরম্পরবিধি সকল
 কি, তাহা পূর্ব পূর্ব বিচারপতিদের মকদ্দমার
 রিপোর্টে অর্থাৎ ব্যবহার বিজ্ঞানগোষ্ঠীতে মুদ্রিত
 বাহ্য আছে। ইংল্যান্ডের পরম্পর বিধির বড়
 মানন্য করে। স্বাধীন অস্বাধীন সম্পাদি, এবং
 দণ্ডসংহিতা বিষয়ক অনেক মকদ্দমার নিষ্পত্তি
 পরম্পরবিধি অনুসারে হয়।

তোমার মনে ইহা অঙ্কিত রাখা অতি আবশ্যিক,
 যে পার্লেমেন্ট নির্দিষ্ট বিধি সকলকে কখন পর-
 ম্পরবিধি বলে না। পার্লেমেন্টের অবধারিত

বিবি সমূহ আব পরস্পরবিধি দৃষ্ট স্বতন্ত্র সামগ্রী।
পার্লামেন্ট নির্দিষ্ট বিধানসমূহ অপেক্ষাকৃত
অনেক অংশিক।

পার্লামেন্ট নির্দিষ্ট বিবি সকলকে আদিষ্ট-
বিবি বা নির্দিষ্ট বিবি বলে।

বৎস ! তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রজাবর্গের
স্বত্ব সকলের বা। করাই, আইন সকলের উপ-
দেষ্টা। কিন্তু সকল স্বত্বেরই অন্যর বিনাশ
সম্ভাবনা। তোমার যে সকল স্বত্ব আছে, অন্য
লোকে অন্যায়সে তাহা বিনাশ করিতে পাবে।
তুমি যদি কাহাকেও কোন দ্রব্য বিক্রয় কর, তাহা
হইলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিল, তাহার নিকট
হইতে, সেই দ্রব্যের উচিত মূল্য পাইবার, তো-
মার স্বত্ব আছে। কিন্তু কেতা যদি তোমাকে
ক্রীত দ্রব্যের মূল্য না দেয়, তাহা হইলে, সে
তোমার স্বত্বের বিনাশ করিল। তোমার নিকট
দ্রব্য গৃহে বাস করিবার স্বত্ব আছে ; যে ব্যক্তি
নিকটদ্রবে তোমাকে বাস করিতে দিবে না, সে
তোমার স্বত্বের সংহার করিল। অতএব বিবেচনা

করিয়া দেখিলে, স্বত্বরক্ষা করা যেমন বিধিসমূহের উদ্দেশ্য, তেমনি স্বত্বঘাত হইলে তাহাতে হয় ক্ষেপ করা, তাহাদেও তেমনি উদ্দেশ্য ।

অতএব ভানিয়া দেখা, ইংলণ্ডের আইন সমুদয় দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত । এক ভাগ দেশের লোকদিগের কি কি স্বত্ব, তাহা বলিয়া দেয় ; এবং অপর ভাগ, স্বত্বঘাত কি, তাহা নির্দিষ্ট করে । কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশবাসীদিগের স্বত্ব সকল রক্ষিত হইবে ; চুরি লোকে অন্যের যথার্থ স্বত্ব অপহরণ করিলে কি কপে সেই চুরি স্বত্বের উদ্ধার হইবে, এবং কি প্রকারেই বা মন্দ লোকে অন্যের স্বত্বঘাত কবিত্তে না পারে : ইংলণ্ডের বিধিসমূহের দ্বিতীয় ভাগ, ইহাও নির্ধারণ করিয়া দেয় ।

• বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, স্বত্ব নানা প্রকার ।

সকল মানুষেরই আত্মরক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি স্বত্ব আছে । আপনার শরীর রক্ষা করা, এবং আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রতিপালন করা সকল লোকেরই অধিকার । আপন আপন পরি-

ব'র এবং পরিজনের উপরে সকল লোকের কিছু কিছু স্বত্ব আছে। মানুষগণ যে সকল পদার্থে বৈশিষ্ট্য, সেই সকল স্বাবর অস্বাবর পদার্থেও তাহাদের কতক গুলি স্বত্ব আছে। এবং সমাজস্থ বলিয়' অপববিধ কোন কোন স্বত্ব আছে। যথাক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব সকলের নাম নিদেশ করিতেছি অ'ল্পস্বত্ব, গৃহপতিস্বত্ব, বিক্ৰয়স্বত্ব* এবং সমাজস্বত্ব।

স্বত্বস্বাত্ব সকলেরও সেইরূপ বিভাগ করা যাইতে পারে।

ইংলণ্ডের বিধিসমূহে স্বত্বস্বাত্ব দুই প্রকার নির্দিষ্ট আছে। যদি কাহারও কিস্তি তোমার টাকা পাওনা থাকে, এবং সে যদি তোমার গাওনা টাকা না দেয়, তাহা হইলে সে তোমার স্বত্বস্বাত্ব কবিল। কিন্তু এক্ষণে স্বত্বস্বাত্ব কেবল তোমাকেই স্পর্শে; তোমারই কেবল তাহাতে মন হইল; অন্য কাহারও তাহাতে কোন জানি হইল না। এবং স্বত্বস্বাত্বকে অপকার বলে। কিন্তু যদি

* সংস্কৃতে স্বাবর এবং অস্বাবর সম্পদকে বিক্ৰয় ব'ল।

কেহ তোমার টাকা বা অন্য কোন দ্রব্য অপহরণ করে ; তাহা হইলে কেবল তোমারই অপকার হইল তাহা নয় ; সেকপ করিলে দেশশুদ্ধ লোকের মন্দ করা হইল ; কারণ একপ আচরণে সমাজস্থিতি একবারে উন্মূলিত হইবার সম্ভাবনা । একপ স্বত্বঘাতকে অপরাধ বলে ।

যে সকল স্বত্বঘাত কেবল এক জনকে স্পর্শে ; যে সকল স্বত্বঘাত করিলে এক জন ব্যতীত আর কাহারও ক্ষতি হইবে না ; সেই সকল স্বত্বঘাতের নামই ‘অপকার’ । কিন্তু যে সকল স্বত্বঘাত করিলে কেবল এক জনের নয়, সকল লোকেরই মন্দ হইতে পারে, তাহাই অপরাধপদবাচ্য । তুমি যদি কাহারও প্রাণ সংহার কর, তাহা হইলে কেবল সংক্ৰান্ত ব্যক্তিরই স্বত্ব নষ্ট করিলে, তাহা নয় ; তুমি দেশস্থ সমস্ত লোকের স্বত্ব নষ্ট করিলে । অতএব একপ স্বত্বঘাতকে অপকার বলে না ; ইহাকে অপরাধ বলে ।

অপকার বিষয়ে এবং অপরাধ বিষয়ে আইন এককপ নহে । দুয়ের ভিন্ন ভিন্ন আইন । অপকারের প্রতীকার হয় ; এবং অপরাধের দণ্ড হয় ।

এখন পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিল, ইং-
লেণ্ডের বিধানসমুদয়, এতরূপে বিভক্ত হইতে
পারে ।

- ১। আয়স্বত্ব ।
- ২। গৃহপতিস্বত্ব
- ৩। রিকথস্বত্ব ।
- ৪। সনাক্তস্বত্ব ।
- ৫। অপক'র
- ৬। অপরাধ ।

এই সকলের মধ্যে, ইংলণ্ডবাসীরা সমাজস্ব
বলিয়া কি কি স্বত্ব ভোগ করে, তাহা বলিয়াছি ।
পার্লিমেণ্ট প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল কথা বলি-
য়াছি, তাহাতেই সমাজস্বত্ব বিষয়ে অনেক কথা
বলা হইয়াছে ।

এখন ক্রমে ক্রমে অন্য অন্য বিষয়ের অনু-
শীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব

১। আত্মস্বত্ব ।

ইংলণ্ডের বিধানসমুদয়কে ছয় অংশে বিভক্ত করিয়াছি । এক্ষণে পর্যায়ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব ।

সর্বপ্রথমে, আমাদের আত্মস্বত্ব কি কি, তাহারই নির্দেশ করিব ।

আত্মস্বত্ব দুই প্রকার । ‘আত্মরক্ষা স্বত্ব’ এবং ‘আত্মস্বাতন্ত্র্য স্বত্ব’ ।

সকল মানুষেরই নিজস্ব ভোগ করিবার অধিকার আছে । জীবন ; শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ; স্বাস্থ্য ; এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি ; এ সকল আমাদের নিজস্ব । আমরা নিরুপদ্রবে এ সকলের উপভোগ করিব ; কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না । মুখ স্বচ্ছন্দে এই সকল নিজস্বের উপভোগ করিবার অধিকারের নামই আত্মরক্ষা স্বত্ব ।

ভূমিষ্ট হইবার পূর্বে, গর্ভস্থ শিশু যে দিন মাতৃগর্ভে অঙ্গসঞ্চারণ করিতে শিথিয়াছে, সেই অবধি সে নিরুপদ্রবে আপনার জীবন ভোগ

করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ গর্ভস্থ শিশুর বধ করিবার আশয়ে, কোন অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করে, অথবা গর্ভিণীকে কোন ঔষধ সেবন করায়; এবং গর্ভিণী জীবিত শিশু প্রসব করিলে পর, সেই শিশু সেইরূপ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ বা ঔষধ সেবন করাইয়াছিল বলিয়াই, প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি ঐরূপ গর্হিত আচরণ করিয়াছিল, সে আততায়ী বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে, এবং অন্যের প্রাণসংহার করিলে যেকণ্ঠ দণ্ড হয়, তাহারও সেইরূপ দণ্ড হইবে।

ইংলণ্ডের বিধানসমূহ, আমাদের জীবন, এবং শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এ সকলের বড় গৌরব করে। বহুযত্নে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ সকলে তোমার যে স্বত্ব আছে, কোন মতে অন্য ব্যক্তিকে তাহার বিনাশ করিতে দিবে না। এমন কি, যদি কেহ তোমার প্রাণসংহার করিতে, অথবা তোমার শরীরস্থ কোন অঙ্গবের বিনাশ করিতে, উদ্যত হয়; এবং তুমি সেই চূড়ান্ত ব্যক্তির সংহার না করিলে কোন মতে আপনার

জীবনব্যয়, বা অবয়বব্যয় কবিত্তে না পান, তত
ইউনেল আয়রক্ষণমানসে সে দুর্ভাগ্যবিস্ময়কর ব
করিতে তুমি আততায়ী বলিব। পারগণিত ইউনেল
না: এবং তোমার দণ্ডও ইউনেল। বিধক
সমূহ তোমার ক্ষমা করিবে।

মৃত দিন না মৃত্যু ইউনেল, তত দিন তৎসং
বর্ষার নিরুপদ্রব, জীবন প্রভৃতি নিরুপদ্রব উপ
ভোগ করিতে পারবে। ইংল্যান্ডের বিধান অনুসারে,
মৃত্যু দুই প্রকার। স্বাভাবিক মৃত্যু, এবং মান-
কর মৃত্যু। বাক্যদ্বারা প্রভৃতি অপরাধ করিলে,
এবং আততায়ী ইউনেল, অর্থাৎ বিধববধ প্রভৃতি
কোন উৎকট অপরাধে অপরাধী ইউনেল, তাহান
সামাজিক মৃত্যু ইউনেল। সে বাকি সমাজ অক-
্ষণ্য ইউনেল। তাহার মরিয়া যাওয়া, এবং বাঁচিয়া
থাকা, দুই সমান। ইংল্যান্ডের বিধানসমূহ, সে
বাকির মরণ ইউনেল বলিয়া কল্পনা করিবে।

জগদীশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে, জীবনদান
করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই 'সেই

জীবনের বিনাশ করিতে পারিবে না । কিন্তু
 কখন কখন প্রাণদণ্ড বিধান অনুসারে আবশ্যক
 হইতে পারে । কোন ব্যক্তি যদি নিদেয়বদ প্রভৃতি
 কোন উৎকট অপরাধ করে, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড
 অতিশয় আবশ্যক । তাহাব প্রাণদণ্ড না করিলে
 লোকশ্রুতি একেবারে উৎখালিত হয় ; অতএব
 এক্ষণ স্থানে, আততায়ীর ব্যক্তিগ প্রাণবধ বিধি
 সম্মত কিন্তু যদি আততায়ীর প্রাণবধ না করিয়া
 অন্য কোন প্রকারে কোন উৎকট অপরাধ
 নিবারণ হইতে পারে, তাহা হইলে ইংগণের
 বিধিসমূহ ক্ষমাপক্ষ আশ্রয় করিবে ।

কোন অপকর্ম্য নিরাকরণের নিমিত্ত, ইংগণের
 বিধান সকল কর্ণক্ষেদন নাসিকাক্ষেদন প্রভৃতি,
 কখন কোন অবয়বের বিনাশ করে না । তরাঙ্গা
 ছুরাচার নরপতিবর্জ, একপ পাপাচরণ করিয়া
 অপবধ নিবারণ করিবার প্রয়াস করে ।

কোন ব্যক্তি অন্যকে প্রহার করিতে পারিবে
 না ; অন্ত্রাদাত বা শাস্ত্রাদাত করিতে পারিবে না ;

এবং অন্য কোন প্রকারেও তাঁহার অপমান করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে কোন প্রকারে আক্রমণ করে, বা কোন রূপে অন্যের অবমাননা করে, তাহা হইলে ছুট্ট ব্যক্তির আইন অনুসারে দণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তি যাহাতে অন্যের স্বাস্থ্যহানি হয়, একপ কার্য্য করিতে পারিবে না।

যাহাতে অন্যের খ্যাতি প্রতিপত্তির বিনাশ হইতে পারে, কোন ব্যক্তিই একপ কোন কার্য্য করিতে পারিবে না।

যখন অপকার ও অগরাধের পর্যালোচনা করিব, সে সময়ে শেষোক্ত তিনটি বিষয় বিশেষ করিয়া বলিব।

ইংলণ্ডের বিধান সমুদয় ‘আত্মরক্ষা-স্বত্ব’ সমুদয়ের যেকোন গৌরব করে, আত্মস্বাভিত্ত্যেরও সেইরূপ আদর করে।

যে কোন ব্যক্তি, যেখানে ইচ্ছা সেইখানে বাস করিতে পারিবে, এবং যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানে যাইতে পারিবে; কেহ তাহাতে হস্তা হস্তে পারিবে না। আত্মসম্বরণ বিষয়ে ঐক্য আত্ম-বশবাস্ততাকে আত্মস্বাতন্ত্র্য বলে।

যদি বিধানসমূহ স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ না কর, তাহা হইলে কি রাজা কি প্রজা, কেহই কোন এক জন নিতম্ব নিঃসঙ্গল ব্যক্তিকেও অবরুদ্ধ করিতে পারিবেন না। যদি কর্তৃপক্ষেরাও বল-পূর্ব্বক অন্যের অবরোধ করেন, তাহা হইলে অবরুদ্ধ ব্যক্তির উকীল, কাৰণ দেখাইয়া, প্রাচ-বিবাকদিগের নিকটে প্রার্থনা করবামাত্র, তৎ-ক্ষণাৎ দণ্ডনায়কের উপবে “হেব্রিয়স্ কংপস্” নামে শাসনপত্র অর্পণ পরওয়ানা বাজির হইবে। উক্ত শাসন পত্রদ্বারা বিচারপতিরা দণ্ডনায়ক-দিগকে এই আদেশ করেন যে, তুমি অবিলম্বে উল্লিখিতনামধেয় অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে, “কুইন্স বেঞ্চ নামক বিচারগৃহে উপস্থিত করিবে।” অবরুদ্ধ ব্যক্তি বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, তাহার অব-রোধের ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয়।

‘হেবিয়স্ কর্পস্’ নামক শাসন প্রণালী
ইংরেজদের স্বাধীনতার দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ। যত
দিন ‘হেবিয়স্ কর্পস্’ বিধান প্রচলিত থাকিবে,
তত দিন কেহই তাহাদিগকে বিনা কারণে কর
রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

ইংল্যান্ডের বিধি সমূহ আর স্বাভাব্যতার রক্ষা
বিষয়ে একপংক্তিতে কবান্তে, দেশের অনেক উপকার
হইয়াছে। যদি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঠাট্টা-পরবশ
হইয়া, বিনা কারণে, কাহারও অনুমতি অপ্রাপ্ত
ন করিয়া, যাহার ইচ্ছা তাহাকেই কারাবদ্ধ
করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইংল্যান্ডের দুর্দ-
শার আর সীমা থাকিত না। ইংরেজেরা আর-
স্বাভাব্য ভিন্ন অন্য অন্য যে যে স্বত্বের অহঙ্কার ক-
রেন, সে সমুদয় একেবারে নামশেষ হইত। আর-
স্বাভাব্য আছে বলিয়া ঐ সমুদয় বিধগণিত
হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে, বলপূর্ব্বক
অন্যের প্রাণ সংহার করিলে, অথবা বলপূর্ব্বক
অন্যের রিক্ত অপহরণ করিলে দেশের যেকোন
ক্ষতি হয়; আর স্বাভাব্য সংহার করিলে, তাহার

সহস্র গুণ অধিক হয় । কর্তৃপক্ষেরা দুষ্পু বৃত্তি-
পরতন্ত্র হইয়া যদি অন্যের জীবন নাশ করেন,
অথবা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্যাদির অপহরণ
করেন, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে চতুর্দ্দিগে
দোরাগ্ন্য শব্দ আঘোষিত হইবে ; সকলে সশস্ত্র
এবং একবাক্য হইয়া দুরাগ্ন্যার উন্মূলন করিতে
উদ্যুক্ত হইবে, এবং আপন আপন রক্ষার নিমিত্তে,
সতর্ক থাকিবে । কিন্তু যদি দুরাগ্ন্য কর্তৃপক্ষেরা
গোপনে গোপনে অন্যকে কারাকুদ্ধ করিতে
পারেন, তাহা হইলে কেহই সেই হতভাগ্য ব্য-
ক্তির অবস্থা জানিতে পারিবে না ; কারাগারে
সে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার বিন্দু
বিসর্গও অবগত থাকিবে না ; সুতরাং দেশস্থ
লোকেরা তাহার কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পা-
রিবে না । দুরাগ্ন্যাদিগের পক্ষে, গোপনে গোপনে
প্রজাবর্গের কারারোধ অপেক্ষা, অধিক উপযোগী
যন্ত্র আর নাই । কিন্তু সময়ে সময়ে, যখন রাজ্যের
চতুর্দ্দিগ্ হইতে বিপদ্ সন্ভাবনা, তখন, একপ
কারারোধও আবশ্যক হইয়া পড়ে । তখন কিছু
দিনের জন্যে ‘হেব্রিয়স্ কর্পস্’ বিধান রহিত

হয়; এবং কর্তৃপক্ষেরা যাহাদিগকে তদ্বনাশেচ্ছ বলিয়া সন্দেহ করেন, তাহাদিগকে বিচারালয়ে অর্পণ না করিয়া এবং কিছুমাত্র কারণ না দর্শাইয়াও কারারুদ্ধ করিতে পারেন । কিন্তু কেমন সময়ে ‘হেবিয়স্ কর্পস্’ বিধান অনুসারে কার্য্য হইবে না, রাজা তাহা স্থির করিতে পারেন না । পার্লামেন্ট তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় ।

ইংলণ্ডের রাজা, দেশস্থ সকল ব্যক্তিকেই আজ্ঞা করিতে পারেন বটে যে, তাহারা তাঁহার অনুমতি না লইয়া দেশের বহির্গত হইতে পারিবে না । কিন্তু কোন ব্যক্তিই কাহাকেও দেশের বহির্গত হইতে আদেশ করিতে পারে না । এমন কি, পরম্পরবিধি অনুসারে অপরাধি ব্যক্তিরও নির্বাসন হইত না ।

‘হেবিয়স্ কর্পস্’ বিধান অনুসারে, কোন ব্যক্তি, ইংলণ্ডবাসী কাহাকেও, বন্দী রূপে দেশ-বহিষ্কৃত করিতে পারিবে না ; অথবা এমন স্থানে পাঠাইতে পারিবে না, যেখানে পরম্পরবিধির ক্ষমতা নাই । একপ বন্দীকরণ অবৈধ । যে ব্যক্তি

একপ অবৈধ কার্যের আচরণ করিবে, সে কখন কোন রাজকর্ম করিতে পারিবে না ; বিধান সমুদয়ের অবজ্ঞা করিলে যেক্ষপ দণ্ড হয়, তাহারও সেইক্ষপ দণ্ড হইবে, এবং দেশাধিপ তাহার সে অপরাধে ক্ষমা করিবেন না ।

আত্মস্বয় বলিবার সময়ে আমার ইচ্ছাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, যে ইংলণ্ডবাসীরা আপনাদের রক্ষার নিমিত্তে গৃহে অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে পারে, এবং আত্মরক্ষার্থ আপনাব সঙ্গেও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যাইতে পারে ।

২ । গৃহপতিস্বয় ।

আত্মস্বয় কি কি, তাহা বলিলাম । এক্ষণে ইংরেজেরা পরিবারমধ্যস্থ হইয়া কি কি স্বত্ব ভোগ করে, তাহার নির্দেশ করিব ।

অধিকাংশ লোক পরিণয়মুক্তে বদ্ধ হয়। পাণিগ্রহ করিলে পর, ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, পতি ও পত্নী, কোন কোন স্বয় প্রাপ্ত হন ।

• বিবাহ করিলে সম্বন্ধ জন্মিতে পারে । সম্বন্ধ

উৎপন্ন হইলে, সন্তানের প্রতি পিতামাতার, এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের, কি কি কর্তব্য ইংলণ্ডের বিধিসমূহে তাহা নির্দ্ধারিত আছে।

সন্তানেরা পূর্ণবয়স্ক না হইতে হইতে পিতামাতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে পারেন। পিতৃহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, ইংলণ্ডে রক্ষক নিযুক্ত হয়। রক্ষক ও রক্ষ্য ইহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি কি কর্তব্য, ইংলণ্ডের বিধান সমূহে তাহাও নিকপিত আছে।

মানুষ একাকী গৃহকার্য্য প্রভৃতি সমুদয় কাৰ্য্য করিতে পারে না। সুতরাং অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ভৃত্যবর্গের সহিত প্রভুগণের ক্রিপা সম্বন্ধ, বিধিসকল তাহাও নির্ণীত করিয়াছে।

অতএব বৎস। গৃহপতিস্বল্প বালিবার সময়ে উপরি উক্ত চারি বিষয়ের আন্দোলন করিতে হইবে। বধাক্রমে সমুদয় বলিতেছি।

পতিস্বত্ব ও পত্নীস্বত্ব ।

বৎস। তুমি ইংরেজদের পরিণয় বিষয়ক কথা শুনিতে অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলে। সে বিষয়ক কথা বলিবার এই উপযুক্ত অবসর।

ইংলণ্ডে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

যাহাদের সম্বানোৎপাদনের সামর্থ্য নাই, তাহার। পরিণয়স্বত্বে বদ্ধ হইতে পারে না।

পুরুষেবা চতুর্দশ বর্ষ উদ্বীর্ণ হইলে এবং অবলাগণ দ্বাদশবৎসর আতিক্রম করিলে, পরিণীত হইতে পারে। যদি বালক ও বালিকা যথাক্রমে চতুর্দশ ও দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা ন্যূন বয়সে বিবাহ করে, সে বিবাহ অসম্পূর্ণ হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া ইচ্ছা করিলে, তাহার। সে পরিণয়স্বত্ব ছিন্ন করিয়া, পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে।

জড়বুদ্ধি এবং বাতুলপ্রভৃতি বিবেকহীন ব্যক্তিদিগেব বিবাহের নিষেধ আছে।

অবলাগণ, পিতা পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি উদ্ধৃতন পূর্বপুরুষদিগকে এবং পুত্রাশ্রয় ছাড়া দোহিত্রী পৌত্রী প্রভৃতি অধম্নন অপত্যদিগকে বিবাহ করিলে সে বিবাহ অগ্রাহ্য হইবে ।

কেহ, প্রথম-দ্বিতীয়-ও-তৃতীয় পর্যায়স্থ সগন্ধ ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে, সে বিবাহ সিন্ধু নয় ; কিন্তু চতুর্থপর্যায়স্থ সগন্ধ ব্যক্তির সহিত বিবাহ বিধিসম্মত । আমার ভগিনী আমারই হইতে দ্বিতীয় পর্যায়স্থ ; সুতরাং ইংলণ্ডের বিধি অনুসারে আমি আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারি না । ভগিনীকন্যা অথবা ভ্রাতৃকন্যা তৃতীয় পর্যায়স্থ ; সুতরাং তাহাদিগকেও আমি বিবাহ করিতে পারি না । কিন্তু আমার পুত্র, আমার ভাগিনেরীকে অথবা আমার ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে ।

ইংলণ্ডে, পতিরা পত্নীদিগের এবং পত্নীরা পতিদিগের, সগন্ধ প্রথম-দ্বিতীয়-ও-তৃতীয়পর্যায়স্থ ব্যক্তিদিগকেও বিবাহ করিতে পারেনা । কিন্তু

* এক বংশোৎপন্ন ব্যক্তিদিগকে সগন্ধ ।

ভর্তার অধবা ভাষার সগন্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত এ নিয়মের সম্পর্ক নাই । ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে তুমি তোমার পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারিবে না ; কিন্তু তোমার ভ্রাতা তাকে বিবাহ করিতে পারে ।

ইংলণ্ডে বিবাহ করিবার সময়ে পিতামাতার অনুমতি অপেক্ষা করে ; কিন্তু কোন প্রাথমিক দম্পতীর পিতামাতা যদি নিবারণ না করেন, তাহা হইলে তাহারা বিবাহ করিতে পারিলে ।

কেহ বলপূর্ব্বক কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না । উদ্বোচ ও উদ্বাহা ইহাদের অনুমতি না লইয়া পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করিলে সে বিবাহ অবৈধ ।

তোমাকে পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, ইংলণ্ডের বিধান সম্মুদয় পতি ও পত্নীর সম্বন্ধে এক বিবেচনা করে । জায়াপতীকে এক ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত করে । এই জন্যে কোন ব্যক্তি তাহার পত্নীকে কোন সামগ্রীর দান বিক্রয় করিতে পারে না । কারণ তাহার পত্নীকে দান

বিক্রয় করা ও আপনাকে দান বিক্রয় করা ছই সম্মান । কিন্তু পতি তাঁহার পত্নীর উপকৃতির নিমিত্ত, অন্যের নিকটে কোন সম্পত্তি ন্যাসস্বরূপ অর্থাৎ আমানৎ রাখিতে পারেন ; এবং মৃত্যু সময়ে পতি তাঁহার পত্নীর নামে উইল করিয়া, তাঁহাকে বাহা ইচ্ছা দান করিতে পারেন ।

যত দিন পত্নী জীবিত থাকিবেন, ততদিন তত্ত্বাকে তাঁহার ভরণ পোষণ করিতে হইবে । যদি পত্নী আপনার ভরণ পোষণের নিমিত্ত কাহারও নিকটে ঋণ করেন, তাহা হইলে তত্ত্বাকে সে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে । উত্তমর্গ তত্ত্বার নামে নালিশ করিয়া সে সমুদয় টাকা আদায় করিতে পারে । এমন কি বিবাহের পূর্বেও যদি পত্নী কোন ঋণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তত্ত্বাকে সেই ঋণ পরিস্কার করিতে হইবে । কিন্তু তা বলিয়া, ইহা মনে করিও না, যে পত্নী কুলটা হইলেও পতিকে সেই হস্তভাগার ভরণ পোষণ করিতে হইবে ।

দেওয়ানী মকদ্দমাতে পত্নী পতির পক্ষ, অ-

থবা তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। কিন্তু কে জদারা নকদমাতে, অথবা পতির পরদারিকতা সপ্রমাণ করিবার সময়ে, পত্নী সাক্ষ্যদান করিলে সে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে।

যদি ভর্তার সমক্ষে পত্নী কোন উৎকট অপরাধের আচরণ করেন, তাহা হইলে পত্নীর দণ্ড হইবে না, ভর্তার দণ্ড হইবে। প্রাণবধ ও রাজদ্রোহ স্থলে একপক্ষে। কিন্তু ভর্তা যদি আপনাকে নিন্দোষ প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বিধান সমুদয় তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া পত্নীর দণ্ড করিবে।

পত্নী পতির অনুমতি না লইয়া কাহারও নামে নালিশ করিতে পারেন না। এবং অন্য কাহারও, কোন ব্যক্তির পত্নীর নামে নালিশ করিবার আবশ্যকতা হইলে, তিনি পতি ও পত্নী উভয়ের নামে অভিযোগ না করিলে, সে অভিযোগ সিদ্ধ নয়।

পতির অবর্তমানে পত্নী যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন তিনি তাঁহার স্বামীর স্থাবর রিক্‌থে এক তৃতীয়াংশের অধিকারী। তিনি

নিরূপদ্রবে সেই এক তৃতীয়াংশের উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিবেন।

ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, পতি ও পত্নী ভিন্ন ভিন্ন লোক নন; তাঁহারা দুই জনে এক ব্যক্তি। সুতরাং পতি বর্তমান থাকিতে, পত্নী নিজস্ব অস্থাবর সম্পত্তিরও দান বিক্রয় করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু পতির অনুমতি লইয়া তিনি তাঁহার স্থাবর রিক্‌থের দান বিক্রয় করিতে পারেন। পতি যেমন মৃত্যু সময়ে পত্নীর নামে উইল করিতে পারেন, পত্নী সেক্ষপ পারেন না।

যত দিন পত্নী বর্তমান থাকিবেন, তত দিন পত্নীর স্থাবর রিক্‌থের তত্ত্বাবধারণ করিতে, ও তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে, পতির সামর্থ্য আছে। কিন্তু পতি তাঁহার পত্নীর নিজস্বের দান বিক্রয় করিতে পারেন না।

পত্নীর মৃত্যু হইলে, পত্নীর নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হইবে। পত্নীর মৃত্যু হইলে পতির আর তাঁহার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই। কিন্তু যদি সেই পত্নীর

গর্বে তাঁহার ঔরসজাত কোন পুত্র জন্মে, তাহা হইলে তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন তাঁহার সেই সম্পত্তি ভোগ করিবার শক্তি আছে।

পত্নীর অস্থাবর সম্পত্তিতে পতির একাধিপত্য ; তিনি তাহাতে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

ইংলণ্ডে কেহ ইচ্ছা হইলেই পরিণয়সূত্র ছিন্ন করিয়া পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে না।

পত্নী যদি, পতি পরদারিক, অতিশয় নৃশংস, এবং দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোন তত্ত্বাবধারণ করেন নাই ও তাঁহাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছেন, প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি “বিবাহতত্ত্বাবধায়ক” নামক বিচার গৃহের বিচারপতিদের নিকটে প্রার্থনা করিয়া, ও তাঁহাদের অনুমতি লইয়া তাঁহার পতির সহিত বিভিন্ন থাকিতে পারেন। তখন তাঁহার পতি তাঁহার পত্নীর সহিত সহবাস করিতে পারিবেন না, এবং তাঁহার পত্নীর নিজসম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ অথবা তাহার উপস্থিত ভোগ করিতে

পারিবেন না । অবিবাহিতাবস্থায় পত্নীর, নিজ সম্পত্তির উপরে যেকপ অধিকার ছিল, বিভিন্ন হইবার পর তাঁহার সেইরূপ হইবে ।

পতিও উপরি উক্ত কারণ সকল দর্শাইয়া, উল্লিখিত বিচারপতিদের অনুমতি লইয়া পত্নী হইতে বিভিন্ন থাকিতে পারেন ।

পতি ও পত্নী উল্লিখিত বিচারপতিদের অনুমতি লইয়া বিভিন্ন থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু যত দিন না তাঁহারা অন্যতরের ব্যাভিচারদোষ সপ্রমাণ করিতে পারেন, ততদিন পরিণয়গ্রস্থি ছিন্ন করিয়া পুনর্বার বিবাহ করিতে পারেন না । ব্যাভিচার দোষ সপ্রমাণ করিতে পারিলেই, তাঁহারা সে পরিণয়সূত্র ছিন্ন করিয়া পুনর্বার আপন আপন ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারেন ।

পতি বিভিন্ন হইলে অথবা পরিণয়চ্ছেদ করিলে পতি যত দিন সেই অবস্থায় জীবিত থাকিবেন, তত দিন তাঁহাকে তাঁহার ভরণপোষণ করিতে হইবে ।

“বিবাহতত্ত্বাবধায়ক” নামক বিচারগৃহের বিচারপতিগণ পরিণয়চ্ছেদের আজ্ঞা করিলে, সম্ভ্রান্ত সমাজে তাহার আপীল হইতে পারে।

পিতা মাতা এবং সম্ভ্রান্তগণের কর্তব্য নিকপণ।

পুস্তিক ও পত্রীক কি কি স্বত্ব, তাহা শ্রবণ করিলে, এখন পিতামাতার সম্ভ্রান্তের প্রতি, এবং সম্ভ্রান্তগণের পিতামাতার প্রতি কি কর্তব্য তাহা বলিতেছি।

ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে সম্ভ্রান্ত দুই প্রকার। ঔরস এবং জাবজ। ধর্মপত্নীগর্ভজাত সম্ভ্রান্তদিগকে ঔরসসম্ভ্রান্ত; এবং উপপত্নী গর্ভজাত সম্ভ্রান্তদিগকে জাবজসম্ভ্রান্ত বলে।

প্রথমে ঔরসসম্ভ্রান্তের প্রতি পিতামাতার কি কর্তব্য, তাহারই নির্দেশ করিতেছি।

পিতামাতা স্বভাবতঃ সম্ভ্রান্তগণের প্রতি স্নেহ-প্রবণ। জগদীশ্বর জনকজননীকে চিত্তক্ষেত্রে কি এক অননুমের্য পদার্থ সমাহিত করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে তাহার অসন্ত যাতনা ভোগ করিবেন।

অসম্ভব্য কষ্ট সহ্য করিবেন, তথাপি একক্ষণের
 নিমিত্তও সম্মানবর্গের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ত্রিদাস
 অবলম্বন করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা সুখে
 থাকিবে, তাঁহারা অহোরাত্র কেবল এই চিন্তা ক-
 রেন। সম্মানবর্গের মুখচন্দ্র স্মিতবিকসিত দেখিলে
 তাঁহাদের আঙ্কাদের আর সীমা পরিসীমা থাকে
 না। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ স্থান
 করিয়া আনন্দে গগন হন, এবং প্রীতিতরঙ্গিত-
 হৃদয়ে জগদীশ্বরের সাধুবাদ করিতে করিতে
 অমৃতহর্দে অবগাহন করেন। কিন্তু যদি একবার
 তাঁহাদিগকে দুঃখান্ধিত দেখেন, তাহা হইলে
 দুর্জিবহ অরুণ্ডন যাতনাগণ অমনি তাঁহাদিগকে
 আক্রমণ করে; এবং শত শত সূচীবিদ্ধ ও জ্বলন্ত
 অঙ্গারদণ্ড হইলেও যেকপ কষ্ট ভোগ করিতে না
 হয়, তাঁহারা তাহার সহস্রগুণ অধিক যাতনা সহ্য
 করেন। কাহাকেও তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে
 হয় না, তাঁহারা আপনাপনি পুঞ্জ কন্যার ভরণ
 পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্ত হন। কিন্তু একপ
 পাষণ্ডহৃদয় লোকও সময়ে সময়ে লক্ষিত হয়,
 তাঁহারা স্নেহাস্পদ নিঃসহার অপত্যগণ, অনাহারে

প্রাণত্যাগ করিল, কি সম্যকরূপে রক্ষিত না হইয়া নামশেষ হইল, তাহা একবার কিরিয়াও দেখে না । এই সকল নরাধম পাপিষ্ঠ লোকদের শাসন করিবার নিমিত্তই ইংলণ্ডের বিধান সকল, সম্মানগণের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কবে ।

পিতা মাতা আপন ইচ্ছায় সম্মানদিগকে পুথিবীতে আনিয়াছেন । অতএব তাঁহাদিগকে সম্মানগণের তরণপোষণ করিতেই হইবে । যদি কেহ সম্মানসমূহের তরণপোষণ না করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে তাঁহার দণ্ড হইবে, তাঁহার সমুদয় জব্বা সামগ্রী রুদ্ধ হইবে, এবং তাঁহাকে কারা বাস করিতে হইবে ।

ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, পিতামাতাকে সম্মানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে । কিন্তু এবিষয়ে বিধানসকলকে বড় হস্তক্ষেপ করিতে হয় না । তাঁহারা স্বতাবতঃ ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে একপ সম্মত, যে তাঁহারা যাহাতে বাড়ি-

বাড়ি না কবেন, বিধান সকল, তাহারি চেষ্টা পায়।

যদি কহ সন্তানগণের অনিষ্ট করিবর চেষ্টা করে, তাহা হইলে পিতামাতা সন্তানবর্গের রক্ষার্থ সেই দুই ব্যক্তিকে প্রহার করিলে, অথবা কোন প্রকারে তাহাকে আক্রমণ করিলে তাঁহাদের সে দেশ, দেশ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

পিতামাতার সন্তানগণের প্রতি আব একটা কর্তব্য কর্ম আছে। যাহাতে সন্তানগণের বুদ্ধি-বৃত্তি সম্যক্ৰূপে সম্বৃদ্ধিত হয়, যাহাতে তাহারা সম্যক্ৰূপে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা করে, সর্বতোভাবে তাঁহাদের সে চেষ্টা করা উচিত। পিতা মাতা আনাদিগকে জীবনদান করিয়া আনাদের অনেক উপকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু এই উপকার করিয়াই যদি তাঁহারা শান্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সে উপকার উপকারই নহে। বিদ্যাশিক্ষা না করাইলে আমরা লোক-সমাজের 'অমঙ্গল সম্পাদন' করিব, তাঁহাদের অপকার করিব, এবং আপনাদের অনিষ্টসাধন

করিয়া ছুস্তর নবকতোগ করিব । তাঁহারা আমা-
দিগকে জ্ঞান শিক্ষা না দিলে, কেবল আমরাই
কিল্বিষভাগী হইব তাহা নহে, তাঁহাদিগকেও
অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে । অত-
এব সম্মানগণকে মূর্থ রাখা তাঁহাদের কোন মতে
উচিত নহে । কিন্তু তুমি আপন সম্মানকে বিক্রয়
শিক্ষা না কবাইয়া আপনি গাপভাগী হও বাকী
হও. ইংলণ্ডের বিধান সকল ইচ্ছাতে কোন কথা
বলিবে না । কেবল দরিদ্রগণের সম্মানেরা বাহাতে
অকর্ষণ্য না হয়, একপ এক উপায় করিয়া
দিয়াছে ।

সম্মানেরা যতদিন না একবিংশ বর্ষ অতিক্রম
করে, তত দিন পিতার সম্মানের উপর, এবং
তাঁহাদের নিজস্ব রিক্‌থের উপর, সম্পূর্ণ অধিকার ।
কিন্তু তাহা বলিয়া, সম্মান ছুঁকিগীত হইলে বা
অন্য কোন গহিত কৰ্ম করিলে, তিনি তাহার
প্রাণ সংহার করিতে পারিবেন না ; কিম্বা তাহাকে
অসহ্য কষ্ট দিতে পারিবেন না, এবং সম্মানগণের
নিজস্ব রিক্‌থ নষ্ট করিতে পারিবেন না । পিতাকে

তাহার সন্তানের নিজসম্পত্তির জবাবদিহি করিতে হইবে।

সন্তান যাহাতে বিশৃঙ্খল না হয়, যাহাতে সে আচার শিক্ষা করে, বিনয় শিক্ষা করে, এবং বিদ্যা শিক্ষা করে, পিতা একপ চেষ্টা করিতে পারিবেন; এবং সেই জন্যে তাহার যথোচিত শাসনও করিতে পারিবেন।

সন্তানেরা একুশ বৎসর বয়সের পূর্বে পিতার অনুমতি না লইয়া কোন মতে বিবাহ করিতে পারে না।

পিতা বর্তমানে মাতার সন্তানের উপর কোন ক্ষমতা নাই। পিতার মৃত্যু হইলে সন্তান যত দিন না এক বিংশ বর্ষ প্রাপ্ত হয়, তত দিন পিতার সন্তানের উপর যেকপ ক্ষমতা ছিল, তাহারও সেইরূপ থাকিবে।

সন্তানগণ একবিংশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়।

পিতামাতার সন্তানের প্রতি কি কর্তব্য তাহা শুনিবে। এখন সন্তানের পিতামাতার প্রতি কি কর্তব্য তাহা শুন।

যাহাদের প্রসাদে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ;
 যাহারা যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা জ্ঞান না করিয়া আমা-
 দের লালন পালন করিয়াছেন ; যাহারা দুঃখমহ
 কষ্ট ভোগ করিয়া আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া-
 ছেন , এবং যাহাদের প্রসাদে আমরা বসুন্ধরায়
 অবস্থিত হইয়া আনন্দসন্দোহবিমোহিত হইয়া
 সুখ স্বচ্ছন্দ জীবনাক্ষেপ করিতেছি ; আমাদের
 বালা কণা যদি আমরা তাহাদের অঙ্গ বশবর্তী
 না থাকি, পরিণতবয়সে তাহাদিগের ভক্তি ও
 মাননা না করি। এবং তাহাদের রক্তকণল তাহা-
 দের পরিচর্যা ও শুশ্রূষা না করি , তাহা হইলে
 আমাদের কলুষ কল্মস করা হইবে না ; আমা-
 দের কৃতঘ্নের কাজ করা হইবে । সেক্ষেপ করিলে
 আমাদেরকে উহা লোকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ
 করিতে হইবে, সকলেব অবজ্ঞায় হইয়া থাকিতে
 হইবে, এবং পরলোকে অনন্তনির্যাসগামী হইতে
 হইবে ।

ইংলণ্ডে “ দরিদ্রবিধান ” নামে যে সকল
 আইন প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারে; যে সকল
 সম্ভ্রানের সামাখ্য আছে, তাহাদিগকে, তাহাদের,

বৃদ্ধ, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, দুর্বল, এবং সামর্থ্যহীন পিতা মাতার ভরণ পোষণ করিতে হইবে।

ঔরসসন্তানবিষয়ে যাহা কিছু বলিবার বলিয়াছি এখন জারজসন্তানের কথা বলিব।

অবিবাহিত জনক জননী সন্তানদিগকেই জারজ সন্তান বলে। ইংলণ্ডে প্রথমে সন্তান জন্মিলে, জনকজননী পরে বিবাহিত হইলেও সে সন্তান ঔরস সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে না। স্কটলণ্ডে একপ নহে। দম্পতী পরে বিবাহিত হইলে বিবাহ-পূর্ব্বে জাত সন্তানদিগকে ঔরস সন্তান বলিয়া পরিগণিত করে; এবং সেই সন্তান ঔরস সন্তানের সমুদয় স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একপ করিলে পরিণয় গ্রন্থির, আর গৌরব থাকে না। সেই জন্যে ইংলণ্ডে একপ প্রথা প্রচলিত নাই।

ইংলণ্ডের বিধান সকল, জারজ সন্তানদিগকে মাতাশূন্য এবং পিতাশূন্য মনে করে। তাহারা যেন শূন্য হইতে পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই। ঔরস সন্তানদিগের লালন পালন প্রভৃতি

করা পিতামাতার কর্তব্য; এবং পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করাও ঔরস সন্তানের কর্তব্য। কিন্তু জারজ সন্তানগণের পিতামাতার উপর কোন অধিকার নাই, এবং পিতামাতারও তাহাদের উপরে কোন অধিকার নাই।

জারজ সন্তান সকল পিতা মাতার ধনের উত্তরাধিকারী নহে। তাহারা স্বয়ং বাহা উপার্জন করিবে কেবল তাহাতেই তাহারা অধিকারী, আর কাহারও ধনে তাহাদের কোন অধিকার নাই। জারজ সন্তানেরা যদি নিঃসন্তান হইয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করে, তাহা হইলে দেশের রাজা ভিন্ন অন্য কেহ সে ধনে অধিকারী নহে।

পিতামাতার যে উপাধি জারজ সন্তানগণের উপাধি সেক্ষেপ নহে। অন্য লোকে তাহাদিগে যে উপাধি দ্বারা আহ্বান করে, সেই তাহাদের উপাধি।

ইংলণ্ডের বিধান সকল জারজদিগকে একবারে নিরাশ্রয় করে নাই। অন্ততঃ ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত মাতাদিগকে জারজ সন্তানদিগের লালন পালন করিতে হইবে। এবং সে জারজসন্তানের

পিতা কে : তাহা যদি কান কপে নিশ্চয় জান।
য'য়, তাহা হইলে তাহাকে ও তাহাদের প্রতিপাল-
নার্থে কিছু কিছু আনুকূল্য করিতে হইবে ,

উচ্ছা হইলেই প্যালেমেন্ট ঠিকস সম্মানদিগের
যে যে স্বত্ব, জারুজিগকে ও সেই সেই স্বত্ব দিতে
পারে ।

এক্ষণে ২ অধ্যায় ।

পুত্র একবিংশতিবর্ষ প্রাপ্ত না হইতে হইতেই
পিতা লোকান্তর গমন করিতে পারেন । একপ
স্থলে পিতা সম্মানগণের বক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত
রক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন ! তিনি যদি রক্ষক
নিযুক্ত করিয়া থাকিতে না পারেন, তাহা হইলে
দেশের কর্তৃপক্ষেরা রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিবেন ।
পিতাপুত্রের যেকোন সম্বন্ধ, রক্ষা যত দিন না
বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তত দিন রক্ষক দিগের সহিত
তাহাদের সেইরূপ সম্বন্ধ ।

রক্ষ্যেরা যতদিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তাহার।
তত দিন নিজসম্পত্তির দান বিক্রয় করিলে তাহা
অগ্রাহ্য হইবে ।

রক্ষার একবিংশতি বর্ষ বয়সের সময় প্রাপ্ত-
বয়স্ক হয়। সে সময়ে তাহারা নিজ নিজ সম্প-
ত্তির ভার গ্রহণ করিতে পারে।

প্রভু ও দৃত্য।

ইংলণ্ডে ক্রীতদাস নাই। আমরা যাহাকে
গেলাম বলি, তাহা ইংলণ্ড দেশে নাই। অন্য
দেশস্থ ক্রীতদাস যদি একবার ইংলণ্ডে পদার্পণ
করিতে পারে; তাহা হইলে সে অর্মান দাসত্ব
শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইবে। যে ক্ষণ অবধি সে
ইংলণ্ডের ভূমি স্পর্শ করিয়াছে, সেই অবধি
কেহ তাহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না;
বলপূর্বক তাহার বিক্ৰম গ্রহণ করিতে পারিবে
না। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষেরা যেকপে পারেন,
তাহার রক্ষা করিবেন।

ইংলণ্ডে দৃত্য তিন প্রকার। গৃহপরিচারক,
যন্ত্র-বা-কৃষিকৃত্য, এবং উপদেশ্য।

ইংলণ্ডে সকল সামগ্রী মহার্য। দৃত্যও সেই-

কপ মহান। অধিক বেতন না দিলে কেহ ভৃত্য স্বীকার করে না।

কেহ আপন স্বেচ্ছায় ভৃত্য গ্রহণ না করিলে, কোন ব্যক্তি তাহাকে বলপূর্বক ভৃত্য করিতে পারে না। পরিচারকের। বৎসর বৎসর এত টাকা বেতন লইব, এই পণে, অন্যের নিকটে নিযুক্ত হয়। পরিচারকের। গৃহকর্ম করে। পরিচারক ইচ্ছা হইলেই প্রভুর কর্ম ছাড়িতে পারে না; এবং প্রভু ইচ্ছা হইলেই পরিচারককে কর্তৃত্ব করিতে পারেন না। প্রভু পরিচারককে ছাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা হইলে, তাহাকে একমাস পূর্বে তাহার সংবাদ দিতে হইবে; অথবা একমাসের অগ্রিম বেতন দিতে হইবে; এবং পরিচারক প্রভুর কর্ম পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিলে এক মাস পূর্বে তাহাকে জানাইতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার ভৃত্য দিগকে কৃষিভৃত্য বা যন্ত্র-ভৃত্য বলে। তাহাদিগকে গৃহ কর্ম করিতে হয় না। তাহাদিগকে হয় কৃষিকর্ম করিতে হয়, নয়

বস্ত্রবয়নযন্ত্র, প্রভৃতি ইংলণ্ডে যে বহুবিধ যন্ত্র আছে, তাহাদের কার্য্য করিতে হয় । ইহারায়, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহে, প্রতিমাসে বা প্রতি বৎসরে এত টাকা বেতন লইবে, এই পক্ষে নিযুক্ত হয় । যদি নিযুক্ত করিবার সময়ে কোন স্পর্শক কথা না থাকে, তাহা হইলে, এক বৎসর তাহাদিগকে বেতন দিতে হইবে ।

ভূতীর প্রকার ভূতীব নাম উপদেশ্য ! ইহার কোন বাবস। শিগিবার নিমিত্ত অন্যের নিকটে কিছু কালের জন্যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে । প্রভুদিগকে ইহাদের প্রতিপালন করিতে হয়, এবং যথাসাধ্য শিক্ষা প্রদান করিতে হয় ।

যাহার কোন আকীসে কেরাণী হয়, বা অন্য কোন স্থানে বেতন গ্রহণ করিয়া কোন কার্য্য করে, তাহারও ভূত ! সামান্য পরিচারকদিগের ন্যায়, তাহাদের প্রভু, একমাসের বেতন দিয়া বা একমাস পূর্বে সংবাদ দিয়া, ইহা দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন না ।

যত দিন প্রভু ভূতাকে কর্ম্মচ্যুত না করেন, 'এরূপ যত দিন ভূত প্রভুর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে,

ততদিন প্রভুকে ভৃত্যের প্রতিপালন করিতে হইবে ; এবং ভৃত্যকে প্রভুর আজ্ঞাবশবর্তী হইয়া চলিতে হইবে । যদি ভৃত্য প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করে, তাহা হইলে তিনি তাহার যথোচিত শাসন করিতে পারিবেন । যদি ভৃত্য প্রভুর বিশ্বাসঘাতকতা, বা তাহার কোন দ্রব্য অপহরণ করে, তাহাহইলে সে আততায়ীরূপে পরিগণিত হইবে ।

প্রভুগণ ভৃত্যদিগের, এবং ভৃত্যেরা প্রভুদের, শরীর বা রিক্তরক্ষার্থ, যদি কোন অবৈধ কার্য্যের আচরণ করে, তাহা হইলে, তাহারা দোষী বলিয়া গণ্য হইবে না । যদি কেহ ভৃত্যকে প্রহার করে, বা তাহার অঙ্গচ্ছেদ করে, তাহা হইলে প্রভু সে দুষ্ট ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে পারেন ।

যদি ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞাপরবশ হইয়া অথবা প্রভুর কার্য্য করিতে করিতে প্রভুর উপকারার্থে কোন অবৈধ কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রভুদিগকে তাহার জবাবদিহি করিতে হইবে ।

৩। রিক্‌থস্বত্ব।

এক্ষণে রিক্‌থস্বত্বের পর্যালোচন করিব।

রিক্‌থ দুই প্রকার। স্থাবর ও জঙ্গম।

যে সকল অচেতন পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না; যে স্থানে অবস্থিত আছে, চিরকাল সেইখানেই থাকে, তাহাদিগকে স্থাবর রিক্‌থ বলে। যথা, ভূমি, জলাশয়, অরণ্য, গৃহ, খনি, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার রিক্‌থের নাম জঙ্গম রিক্‌থ। যে সকল চেতন ও অচেতন পদার্থকে, যে খানে লইয়া যাও, সেই খানেই যায়, তাহাদিগকে জঙ্গমরিক্‌থ বলে; যথা, কুক্কুর, বস্ত্র, টাকা ইত্যাদি।

স্থাবর ও জঙ্গম রিক্‌থে বাঁহাদের অধিকার আছে, সেই সকল ধনস্বামীরা ইচ্ছা হইলেই, আপন আপন সম্পত্তি অন্যলোককে দান করিতে পারেন, এবং বিক্রয়ও করিতে পারেন। অপ্রাপ্ত-যয়স্ক শিশু এবং বাতুল প্রভৃতি কতকগুলি লোক

ভিন্ন, সকলেই মৃত্যু সময়ে উইল করিয়া, আপন আপন ক্ষমতানুসারে, রিক্‌থ সমূহ অন্য ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারে ।

রিক্‌থ বিষয়ক সমুদয় কথা উপলব্ধি করা বহু-
আয়াস-সাধ্য । পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমার সে সব
বিষয় জানিবার আবশ্যকতা নাই । কিরূপে
স্বাবর ও জঙ্গম রিক্‌থের উত্তরাধিকার নির্ণয়
হয়, তাহা বলিয়াই আমি এবিষয় হইতে ক্ষান্ত
হইব ।

প্রথমে, স্বাবররিক্‌থের উত্তরাধিকার লইয়া
আন্দোলন করিব । তাহার পরে জঙ্গম রিক্‌থের
উত্তরাধিকার-নিরূপণ করিব ।

স্বাবর দায়াধিকার নির্ণয় ।

ধনস্বামী চরমলেখশূন্য হইয়া লোকান্তর গমন
করিলে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্বাবর রিক্‌থের
উত্তরাধিকারী হইবে, এক্ষণে তাহা নিরূপণ
করিতেছি ।

মৃতব্যক্তির স্বাবর রিক্‌থের উত্তরাধিকার বিষয়ে
আটটি নিয়ম প্রচলিত আছে । সেই আট

নিয়মানুসারে স্বাবরদায়ের উত্তরাধিকারের ক্রম-নির্ণয় হইয়া থাকে। সেই আটটি নিয়ম কি কি তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

যে ব্যক্তি স্বয়ং ধন উপার্জন করিয়াছে, অনেক উত্তরাধিকারী বলিয়া সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় নাও, তাকেই আমরা বিবৃথস্বামী বা ধনস্বামী বলিব।

১ম নিয়ম। ধনস্বামীর অধস্বন অপত্যগণ, তাহার স্বাবর রিক্‌থ প্রাপ্ত হইবে।

২। পুত্রসন্তান থাকিতে কন্যা সন্তানেরা কখন উত্তরাধিকারী হইবে না।

৩। কোনব্যক্তির একাধিক পুত্র সন্তান থাকিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই তাহার উত্তরাধিকারী। জ্যেষ্ঠ বর্তমান থাকিতে কনিষ্ঠদের পৈতৃকরিক্‌থে অধিকার নাই। কিন্তু কোন নিষ্পুত্র ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকিলে, কন্যাগণ তাহাদের পৈতৃক রিক্‌

খের সমাংশভাগী। তাহার সমান অংশে সেই ধন আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবে।

মনেকর, কোন একজন ধনস্বামীর, উয়িলিয়ম্ এবং জন নামে দুই পুত্র এবং সুসান্না ও কাথারাইন্ নামে দুই কন্যা আছে। এখানে তৃতীয় নিয়মানুসারে কনিষ্ঠ জন তাঁহার পিতার স্থায় বিক্খের একাংশও প্রাপ্ত হইবেন না। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে, তাহার ভগিনীও তাঁহার অগ্রজ হইতে পরোক্ষোক্ত হইলেও তাঁহার পিতার ধনে অধিকারী নহেন। চোষ্ঠভ্রাতা উয়িলিয়ম্ সেই সমুদয় ধন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যদি উয়িলিয়ম্ নিঃসন্তান হইয়া লোকবাণী সম্বরণ করেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় নিয়মানুসারে জন সেই বিক্খের উত্তরাধিকারী। ভগিনীগণ এখনও সেই পৈতৃক ধনে অধিকারী নহেন। যদি জন আবার নিঃসন্তান হইয়া নামশেষ হয়, তাহা হইলে তৃতীয় নিয়মানুসারে ভগিনীগণ, সমান অংশে সেই পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে।

৪। মৃতব্যক্তির অধস্থন অগত্যেরা তাঁহার

প্রতিকপকস্বকপ হইবে ; অর্থাৎ তাঁহার অপ-
তোর। তৎস্থানীয় হইবে ।

উল্লিখিত উদাহরণে যদি উয়িলিয়মের একটি
পুত্র থাকিত, তাহা হইলে সেই পুত্র তাহার
পিতৃস্থানীয় বলিয়া উল্লিখিত সমুদয় ধনের অধি-
কারী হইত । তাহার পিতৃব্য জন, অথবা তাহার
পিতৃস্বসা সুসানা এবং ক্যাথারাইন্, সেই ধন
অধিকার করিতে পারিতেন না । যদি আবার,
উয়িলিয়মের একটি পুত্র, এবং একটি কন্যা থাকিত,
তাহা হইলে তাহার ভ্রাতার অবর্তমানে সেই কন্যা
সমুদয় পৈতামহিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন । তাহার
পিতৃব্য অথবা পিতৃস্বসারা তাহা, পাইতেন না ।

৫ । ধনস্বামীর অধন্তন অপতাগণ, নিঃশেষিত
হইলে, তাঁহার উর্দ্ধতন, আসন্নতর, পিতা পিতা-
মহ প্রভৃতি প্রভবেরা, যথাক্রমে তাঁহার স্থাবর
রিক্ধ প্রাপ্ত হইবে ।

৬ । সর্বাপ্রে ধনস্বামীর পিতা, এবং পিতামহ
প্রভৃতি পিতৃক পুরুষজাতিহ পুংপ্রভবেরাও

তাঁহাদের সম্বন্ধে, তাহার পরে নারীজাতিহু পিতৃক অপুস্প্রভেরা ও তাঁহাদের সম্বন্ধে ; তাহার পরে মাতা, এবং মাতামহ ঐভূতি মাতৃক পুস্প্রভেরা ও তাঁহাদের সম্বন্ধে ; এবং তাহার পরে মাতৃক অপুস্প্রভেরা, ধনস্বামীর উত্তরাধিকারী হইবেন ।

৭। ('যাহাদের পিতা তিন্ন, কিন্তু মাতা এক ; অথবা মাতা তিন্ন কিন্তু পিতা এক ; যাহাদের পুস্প্রভ অথবা অপুস্প্রভ তিন্ন, কিন্তু অপুস্প্রভ অথবা পুস্প্রভ এক, এরূপ একব্যক্তিসম্বন্ধ দায়াদদিগকেই অর্দ্ধশোণিতভাগী দায়াদ কহে । আমার বৈমাত্র ভ্রাতা আমার অর্দ্ধশোণিতভাগী দায়াদ । আমার পিতামহের মৃত্যু হইলে, আমার পিতামহী যদি পুনর্বার বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই বিবাহোৎপন্ন সম্বন্ধেরা আমার অর্দ্ধশোণিতভাগী দায়াদ হইবে । আমার সৌন্দর ভ্রাতা আমার সর্বশোণিতভাগী দায়াদ ।')

সাধারণ প্রভব পুরুষজাতিহু হইলে, অর্দ্ধশোণিতভাগী দায়াদের সমানপর্যায়হু সর্বশোণিত-

ভাগী দায়াদগণ অথবা তাঁহাদের সম্মান পরম্পরা বর্তমান না থাকিলে, অর্দ্ধশোগিতভাগী দায়াদই ধনস্বামীর উত্তরাধিকারী হইবে, এবং সাধারণ প্রভব নারীজাতিস্থ হইলে, তাঁহাব পরেই অর্দ্ধশোগিতভাগী দায়াদের, হৃতব্যক্তির স্বাবরিক্কে অধিকার স্পর্শিবে।

৮। অষ্টম নিয়ম এই যে, পিতৃক অপুষ্ণুভবদিগের পরিগণনায়ালে, সর্বপ্রথমে বিপ্রকৃষ্টতব পিতৃক পুষ্ণুভবের মাতার গণনা করিতে হইবে; এবং মাতৃক অপুষ্ণুভবদিগের গণনার সময়, সর্বপ্রথমে মাতৃক বিপ্রকৃষ্টতব পুষ্ণুভবের মাতাকে পরিগণিত করিতে হইবে।

জন্ম বিরুদ্ধ বিষয়ে এসকল নিয়ম খাটিবেক ন।

জন্মদায়িকার নির্ণয়।

ধনস্বামী মৃত্যুসময়ে উইল অর্থাৎ চরমলেখ করিয়া যাইতে না পারিলে, কর্তৃপক্ষেরা তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত, একজন তত্ত্বাব-

ধায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি, মৃতব্যক্তির অধমর্গ-
লিগেব নিকট হইতে তাঁহার স্বর্ণ আদায় করেন,
ধনস্বামীর উত্তমর্গগণের স্বর্ণ পরিষ্কার করেন;
ধনস্বামী আপনাব উইলে যদি কাহাকেও তাঁহার
কোন সম্পত্তি দিয়া গাইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাকে
দান করেন, এবং মৃতব্যক্তির সম্পত্তির অবশি-
ষ্টাংশ তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত
করিয়া দেন।

যে কয়েকটা নিয়ম অনুসারে স্বাবরিক্‌থের
উত্তরাধিকার নিয়ম হইয়া থাকে; জঙ্গমরিক্‌থের
উত্তরাধিকার সময়ে, সে নিয়মগুলি খাটে না।
কিরূপে জঙ্গমরিক্‌থের বিভাগ হইয়া থাকে, তাহা
বলিতেছি।

চরমলেখস্থান্য মৃত ধনস্বামীর জঙ্গমরিক্‌থের
একতৃতীয়াংশ তাঁহার বিধবা পত্নী প্রাপ্ত হইবে।
অবশিষ্টাংশ তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতি সন্তানগণ,
অথবা তাহাদের প্রতিকপকেরা, সমান অংশে
ভাগ করিয়া লইবে। যদি সন্তান সমুত্তি, অথবা

তাহাদের প্রতিকূপকেরা বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে, বিধবা পত্নী অর্দ্ধাংশ, এবং আসন্নতর দায়াদেরা ও তাহাদের প্রতিকূপকেরা অর্দ্ধাংশ, পাইবেন। যদি বিধবা পত্নী জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে ধনস্বামীর সম্বানেরা তাহার সমুদয় জঙ্কন রিক্‌শের উত্তরাধিকারী হইবে। পত্নী অথবা সম্বান কেহই না থাকিলে, আসন্নতর দায়াদেরা ও তাহাদের প্রতিকূপকেরা সমাংশে তাহা অধিকৃত করিবে।

দায়াদগণের আসন্নতরত্ব গণনা হইলে, সর্বপ্রথমে সম্বানগণ ও তাহাদের প্রতিকূপক দিগকে পরিগণিত হইবে; তাহার পরে জননী; ক জন তাহার পরে ভ্রাতা ও ভগিনী; তাহার পরে পিতামহ ও পিতামহী; তাহার পরে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী; এবং তৎপরে পিতৃব্যপুত্র প্রভৃতিকে, উত্তরাধিকারিকপে পরিগণিত করিতে হইবে।

যদি কোন ধনস্বামী মৃত্যুর পূর্বে তাহার স্বামীর দিক্‌খের উত্তরাধিকারী ভিন্ন অন্য কোন সম্বানকে

কোন সম্পত্তি দিয়া যাইয়া থাকেন, এবং তাহা যদি, অন্যান্য প্রত্যেক সম্ভাব্য তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার জন্মবিক্রয়ের যে ভাগ পাইবে, তাহার সমান হয়, তাহা হইলে সে সম্ভাব্য তাঁহার জন্মবিক্রয়ের আর ভাগ পাইবে না । কিন্তু তাহা যদি অন্যান্য সম্ভাব্যের ভাগ অপেক্ষা বৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে, আর যত পাইলে অন্যান্য সম্ভাব্যের প্রত্যেক ভাগের সমান হইবে, সেই সম্ভাব্য তাহার পিতার জন্মবিক্রয়ের তত অংশ প্রাপ্ত হইবে ।

মনে কর কোন ধনস্বামীর ক, খ, ও গ নামে তিন ভ্রাতা আছে ; এবং ভ্রাতাগণের অপেক্ষা তাঁহার অন্য আসন্নতর দায়দ নাই । এস্থলে তাঁহার ভ্রাতা সকলই তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী ; তাঁহার সমান অংশে ধনস্বামীর জন্মবিক্রয় ভাগ করিয়া লইবেন । কিন্তু যদি ইহার মধ্যে একজন, (মনে কর ক) বিষয় পাইবার পূর্বে, তিন পুত্র রাখিয়া, এবং আর একজন (খ) ছই পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ধনস্বামীর ভ্রাতৃপুত্রেরা প্রত্যেক

তাহার ভ্রাতার সমান ভাগ পাইবে না ; অর্থাৎ
মৃতব্যক্তির জন্মরিক্ত ছয় ভাগে বিভক্ত হইবে
না ; ভ্রাতৃপুত্রদের আপন আপন পিতা বর্হ-
মান থাকিলে, তাঁহারা সেই সম্পত্তির মে যে অংশ
পাইতেন, তাহারাও তাহাই পাইবে, অধিক আর
পাইবে না । এস্থলেও ধনস্বামীর জন্মরিক্ত
তিন ভাগে বিভক্ত হইবে । ক য তিন পুত্র এক
ভাগ, খ র দুই পুত্র এক ভাগ, এবং গ অপর
ভাগ অধিকার করিবে ।

বৎস । রিক্ত বিষয়ে যৎ কিপ্রিঃ শ্রবঃ করিলে,
এক্ষণে স্বহৃদাতের কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিব ।

— —

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

তৃতীয় ভাগ।



অপকার, অপরাধ

ও

ভারত বর্ষ।



৫। অপকার।

আমি তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি যে, দেশবাসী-
দিগের স্বত্বরক্ষা করা দেশবিধির যেমন উদ্দেশ্য,
দুর্ঘটলোকে অন্যের স্বত্বঘাত করিলে সেই নষ্ট-
স্বত্বের উদ্ধার করা, তাহার তেমনি উদ্দেশ্য।
ইংরেজদিগের স্বত্ব কি কি, তাহা শুনিয়াছ।
এক্ষণে সেই স্বত্ব সমূহের নাশ হইলে, কিরূপে
তাহার উদ্ধার হয়, তাহা অবগত কর।

আমি বলিয়াছি, স্বহৃদ্যত ছুই একার । অপ-
কান ও অপরাধ । আমি ইহাও বলিয়াছি যে,
অপকানেরও এতীকর হয়, এবং অপরাধের দণ্ড
হয় ।

অপরাধসমূহ বয়ঃশ্রেণীতে বিভক্ত, এবং কোন
কোন অপরাধের কি কি দণ্ড হয়, তাহা পাবে
বলিব । এখন কেবল অপকান সকলের পর্যা-
লোচনে প্রবৃত্ত হইব ।

যে সকল স্বহৃদ্যত কেবল এক ব্যক্তিকে স্পর্শে,
যে সকল স্বহৃদ্যত করিলে কেবল এক ব্যক্তিবই
নষ্ট কনা হয়, দেশান্ত সমস্ত লোকের অনিষ্ট করা
হয় না, তাহাকেই অপকান বলে । অপকৃত ব্যক্তি
অনিষ্টকারীর নামে অভিযোগ করিয়া, সে অপ-
কানকে প্রত্যাহার করিতে পারে । অপকৃত ব্যক্তি
বিচারালয়ে নালিশ করিয়া, সেই সমুদায় স্বহৃ
পুনঃ প্রাপ্ত হয় । যদি সেই নষ্টস্বহ সকল দিরিয়া
পাইবার উপায় না থাকে : যদি সেই স্বহৃসমুদায়
একেবারে সংস্কৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, অপ-
কৃত ব্যক্তির হৃদয়ে যে ক্ষতি হইল, বিচারালয়
সমূহ, অনিষ্টকারক দান ও ক্ষতিপূরণ বৎ ইহা

দিবেন । মনে কর কোন ব্যক্তি তোমার নিজস্ব ভূমি হইতে তোমাকে বহিস্কৃত করিয়া দিল । ভূমি বিচারপতিদের নিকটে, সেই বহিস্কারীর নামে নালিশ করিয়া সেই ভূমিও পুনর্বার প্রাপ্ত হইবে । কিন্তু যদি কেহ, তুমি যে গৃহে বাস কর, সেই বাসগৃহটী একেবারে সমূলে ভাঙিয়া ফেলে, তাহা হইলে কোনরূপে তোমার গৃহ গৃহীত করিয়া পাইবার উপায় নাই । তুমি কেবল অনিষ্টকারীর নামে অভিযোগ করিয়া, ক্ষতিকারক দ্বারা আপনাব ক্ষতি পূরণ করিতে পার ।

অপকার সকলের প্রতীকার করিবার নিমিত্ত, বিচারালয় সমুদয় স্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু একপাশে অনেক অপকার আছে, মকদ্দমা করিয়া তাহা নিবারণ করিলে অনেক বিলম্ব হয়, অনর্থক অনেক ব্যয় হয়, অনেক অসুবিধা হয় । একপাশে দেশের বিধান সমুদয়, অপকৃত্ত ব্যক্তিসকলকে এই ক্ষমতা দিয়াছে যে, তাহারা অনিষ্টকারীর নামে বিচারালয়ে নালিশ না করিয়াও, স্বয়ং আপনাদের নষ্টস্বত্ব সকলকে উদ্ধৃত করিয়াও করিতে পারে ।

কিন্তু স্থানে অপকৃত্ত ব্যক্তি স্বয়ং আপনাদের

স্বত্বঘাতকের প্রতীকার করিতে পারে, প্রথমে তাহারই নির্দেশ করিব ।

আত্মরক্ষা—। যদি কেহ ইংলণ্ডস্থ কোন ব্যক্তিকে, অথবা স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি তাহার পরিবারস্থ অন্য কাহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আক্রান্তব্যক্তি, যে রূপে পারে, সে আক্রমণের নিবারণ করিতে পারে ; এমন কি ইহাতে যদি আক্রমণকারীর মৃত্যুও হয়, তাহা হইলেও আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন দোষ স্পর্শিবে না। এহলে অপকৃত ব্যক্তি বিচারালয়ে নালিশ না করিয়া, আপনি আপনার অপকারের প্রতীকার করিল ।

পুনগ্রহণ—। যদি কেহ কোন ব্যক্তির জঙ্ঘম-রিক্খ অপহরণ করে, তাহা হইলে অপকৃত ব্যক্তি, তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিলেই সেই সমুদয় রিক্খ পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু অপকৃত ব্যক্তি আপনার অপহৃত দ্রব্য সমূহের অধিকার করিতে গিয়া দাঙ্গা হেঙ্গাম করিতে পারিবে না । মনে কর তোমার অশ্ব অপহৃত হইয়াছে । যদি তুমি সেই অপহৃত অশ্বকে হাটে, মাটে,

অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে, দেখিতে পাই ও
তুমি হিংস্রতাং সেই অশ্বকে অপনাব বলিয়া
অধিকার করিতে পার। কিন্তু যদি কোনমতে
জানিতে পাব যে, সেই অশ্ব অত্যন্ত ব্যক্তিগত অশ্ব-
শালায়, বদ্ধ আছে : সে স্থলে তুমি স্বয়ং সেই
অশ্বশালায় দ্বার ভাঙিয়া, অপনাব অশ্ব গ্রহণ
করিতে পার না : কাৰণ, সেখানে করিলে দণ্ড
প্রাপ্ত করিতে হইবে। এতলে তোমাকে বিচার
পুৰুষদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

পুনরধিকার—। সেই রূপ, যদি কেহ তোমাকে
তোমার স্বাবরবিক্রয় হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়,
তুমি স্বয়ং শান্তি ভাঙিয়া, সেই স্বাবর
বিক্রয় পুনরধিকার অধিকার গ্রহণ করিতে পার।

কণ্টকোৎসারণ—। যাহা কিছু অবৈধরূপে
তোমার বিধাক্ত উৎপাদন করে, অথবা তোমার
কোন ক্ষতি সম্পাদন করে, তাহার নামই কণ্টক।
তাহা তুমি স্বয়ং, অথবা বিক্রয় করিতে পার। যদি
কেহ আগার গদাধারের নিকটে একপে এক প্রাণীর
নির্মাণ করে যে, তাহার অমর গৃহে আলোক
প্রবিষ্ট হইতে পারে না, আমি স্বয়ং, শান্তিভাঙিয়া

করিয়া, সে প্রাচীর তাকিয়া কেলিতে পারি। যদি কেহ রাজপথের মধ্যস্থলে এক প্রাচীর নির্মাণ করে, এবং তদ্বারা আমার গতাগতি বন্ধ হয়, আমি স্বয়ং সে প্রাচীর নষ্ট করিতে পারি।

দ্রব্যরোধ ও পশুরোধ—। যদি আমার প্রজা আমার ভূমিতে বাস করিয়া, আমার পাণ্ডনা খাজনা না দেয়, আমি বিচারালয়ে নালিশ না করিয়াও, যত দিন না তাহা আদায় হয়, তত দিন তাহার দ্রব্য সামগ্রী রুদ্ধ রাখিতে পারি। এবং যদি কাহারও গো মেষ উক্ট অশ্ব প্রভৃতি কোন পশু আমার ভূমিতে আসিয়া আমার শস্য তক্ষণ করে, অথবা অন্য কোন প্রকারে আমার কোন ক্ষতি করে, তাহা হইলে, যত দিন না আমার সেই ক্ষতির পূরণ হইবে, আমি তত দিন সেই পশুকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি; এবং যদি পশুস্বামী আমার ক্ষতিপূরণ অস্বীকার করে, আমি সেই পশু বিক্রয় করিয়া আপনার ক্ষতিপূরণ করিতে পারি।

যদি আমি আমার অধমণের চরমলেনে নিরীহক, অথবা তাহার জরমলিকথের তত্ত্বাবধায়ক, নিযুক্ত

হই ; এবং আর যদি কাহারও সেই অবস্থার নিকটে আমা অপেক্ষা অধিক টাকা পাওনা না থাকে, তাহা হইলে আমি, বিচারালয়ে মালিশ না করিয়া, অধমণের বিষয় হইতে, সর্ব্বাংশে আমার টাকা তুলিয়া লইতে পারি।

উপরি উক্ত স্থল সমূহে অপকৃত ব্যক্তি-বিচারালয়ে মালিশ না করিয়াও আপনি আপনার স্বত্বের উদ্ধার করিতে পারে।

বিচারপতিদের সহায়তা গ্রহণ না করিয়াও, অপকৃত ব্যক্তি কোন্ কোন্ স্থলে আপনার স্বত্ব আপনি প্রত্যাহরণ করিতে পারে, তাহা শুনিলে। এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থলে অপকৃত ব্যক্তিকে, অপকৃত স্বত্বের প্রত্যাহারের নিমিত্তে বিচারপতিগণের সহায়তা গ্রহণ করিতেই হইবে ; আপনি আপনার বিচার করিতে পারিবে না ; বিচারালয়ে মকদ্দমা মামলা করিয়া, অনাগৃহীত স্বত্বের পুনরায়ন করিতে হইবে, তাহা প্রবণ কর।

স্মরণ করিয়া দেখ, স্বত্ব-সকল চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। আত্মস্বত্ব, গৃহপতিস্বত্ব, রিক্স-

স্বত্ব ও সমাজস্বত্ব । স্বত্বদ্ব্যত সকলকেও সেই অনুসারে বিভক্ত করা বিধেয় । ইহার মধ্যে সমাজস্বত্বদ্ব্যতকে অপরাধ বলে, এবং আত্মস্বত্বদ্ব্যত, গৃহপতিস্বত্বদ্ব্যত ও রিক্‌থস্বত্বদ্ব্যতকে, অপকার বলে । সমাজস্বত্বদ্ব্যতের কথা পরে বলিব ; এখন কেবল, আত্মস্বত্ব, গৃহপতিস্বত্ব ও রিক্‌থস্বত্ব বিষয়ক অপকার সকলের নিকৃপণ করিতেছি ।

২। আত্মস্বত্বদ্ব্যত—। আমি পূর্বে আত্মস্বত্ব সমুদয়কে দুই প্রধান ভাগে নিবেশিত করিয়াছি । আত্মরক্ষাস্বত্ব ও আত্মস্বাতন্ত্র্যস্বত্ব । আত্মরক্ষাস্বত্ব, আবার চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে । জীবনরক্ষা, অবয়বরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও খ্যাতিরক্ষা । যথাক্রমে সেই সমুদয়ের পর্যালোচনা করিব ।

জীবনবিষয়ক অপকার—। দুই লোকে অন্যের প্রাণসংহার করিতে পারে । কিন্তু অন্যের জীবন নষ্ট হইলে, কেবল সংহৃত ব্যক্তিরই স্বত্বধ্বংস হইল, তাহা নহে, দেশস্থ সমস্ত লোকের স্বত্বদ্ব্যত হইল । অতএব একপ বিশ্লেষণ, অপরাধ, বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । অপরাধের অবধারণ সময়ে

বিদ্বৈষম্যের ও উল্লেখ করিব । এখন বিদ্বৈষম্যের বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই ।

অবরোধবিষয়ক অপকার— । যদি কেহ, তোমার অঙ্গক্ষেদ করিবে, তোমাকে প্রহার করিবে, এই ভয় দেখায়, এবং তাহাতে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া যদি তুমি কোন কার্য্য করিতে না পার; তাহা হইলে যে ব্যক্তি তোমাকে ঐরূপ ভয় দেখাইল, সে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে অপকার করিল । যদি কেহ তোমাকে আক্রমণ কবে, প্রহার করে, অথবা তোমাকে অন্য কোন প্রকারে আহত করে, তাহা হইলে একপ আয়ত্তকারী তোমার অবরোধ বিষয়ে অপকার করিল । তুমি অপকারীর নামে মালিশ করিয়া, ঐরূপ অপকার করাতে তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে পার ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক অপকার— । যদি কেহ, ইংলণ্ডবাসী কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি করে, সে দণ্ডনীয় হইবে । মনে কর 'ক' নামে একজন, খ' নামে আর একজনকে এক অতি অপকৃষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য বিক্রয় করিল । তাহা আহার করিয়া খয়ের

স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। সেকপ স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়াতে
 খয়ের যে ক্ষতি হইল, কর নামে নালিশ করিয়া
 খ তাহা পূরণ কবিয়া লইতে পারে। যদি ক
 খয়ের গৃহের নিকটে কোন দুর্গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত
 করে, এবং সেই দুর্গন্ধ দ্রব্যের পৃতিগন্ধ চতুর্দিকে
 বিকীর্ণ হইয়া খয়ের গৃহ পান্ডিত্য বামুরাশি দূষিত
 করে, ও তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহা
 হইলে, ক খয়ের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ
 করিতে পারে। যদি কোন চিকিৎসক অবহেলা
 কবিয়া, অথবা অনভিজ্ঞতাতে ক নামে কোন
 ষন্ত্রির স্বাস্থ্যহানি করেন, ক চিকিৎসকের নামে
 ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে।

খ্যাতিবিষয়ক অপকার—। যদি ক বিদ্রোহ
 পাবন হইয়া খর মিথ্যাপবাদ করিয়া বেড়ায়;
 অথবা লেখদ্বারা, চিত্রদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে,
 খর মিথ্যা-কলঙ্ক প্রকাশ কবে; এবং খর যদি
 বাস্তবিক তাহাতে কোন হানি হয়, ও যদি তাহাতে
 খর সকল লোকের নিকটে ঘৃণাম্পদ হইবার
 সম্ভাবনা থাকে; তাহা হইলে খ কয়ের নামে
 ক্ষতিপূরণের জন্যে নালিশ করিতে পারে। যদি

ক, একজন চিকিৎসককে কিংবৈদ্য অর্থাৎ বৈদ্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ; একজন ব্যবহারাজীবকে কুটকার অর্থাৎ প্রবঞ্চক; ও একজন পণ্যজীবকে (সওদাগরকে) ঋণশোধনাক্রম অর্থাৎ দেউলিয়া, বলিয়া তাহাদের কলঙ্ক রটাইয়া দেয়, তাহা হইলে অপকৃত ব্যক্তিগণ কর নামে ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে। কিন্তু ক যদি আবার, তাহারা বাস্তবিক সেই সেই অপগুণযুক্ত, ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে, ক দোষযুক্ত হইবে। যদি কেহ লেখদ্বারা, চিত্রদ্বারা তোমার মিথ্যাপবাদ করে, তাহা হইলে তাহা যেমন অপকাররূপে পরিগণিত হয়, তেমনি অপরাধরূপেও নিকপিত হয়। মৌখিক কুত্সা কখন অপরাধরূপে নির্দিষ্ট হয় না। ক খকে পরদারিক বলিয়া নিন্দা করিলে কর দণ্ড হইবে না।

আত্মস্বাতন্ত্র্য বিষয়ে অপকার—। যদি ক অন্যায় করিয়া খকে বন্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে খ কর নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে।

২। গৃহপতি স্বহৃদ্যাত—। যদি ক, বলে ছলে বা কৌশলে খর পত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহার সন্তীত্ব নাশ করে, বা অন্য কোন প্রকারে তাঁর অবমাননা করে, তাহা হইলে ক খর নামে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে।

পিতা সন্তানগণের প্রভুস্বরূপ, অতএব যদি ক খয়ের কন্যাকে সম্মার্গ ভ্রষ্ট করায়, অথবা ক খয়ের কোন সন্তানকে প্রহার করে, বা অন্য কোন প্রকারে তাহার প্রতি অসদাচরণ করে, তাহা হইলে, খয়ের “ক আমার মর্যাদা অতিক্রম করিয়াছে” এই বলিয়া ক খর নামে নালিশ করিবার সামর্থ্য আছে। সেক্ষেপে মর্যাদা ব্যতিক্রম হেতু খয়ের যে হানি হইয়াছে, ককে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

যদি ক খয়ের রক্ষাকে অপহরণ করে, বা অন্য কোন প্রকারে তাহার ধর্ষণ করে, তাহা হইলে ক খয়ের নামে মর্যাদা ব্যতিক্রমের নালিশ করিয়া ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে।

• যদি ক খয়ের বেতনগ্রাহী ভৃত্যকে আপন

কস্মে নিযুক্ত করে, বা লোভ দেখাইয়া প্রভুর
কস্মে পরিত্যাগ করায় ; অথবা ভৃত্যকে প্রহার
করে, বা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে
খ কয়ের নামে নালিশ করিয়া আপনার ক্ষতি-
পূরণ করিয়া লইতে পারে ।

৩ । রিক্থস্বত্বঘাত—। রিক্থস্বত্ব দুই প্রকার
নির্দেশ করিয়াছি । স্বাবর রিক্থস্বত্ব ও জঙ্গম-
রিক্থস্বত্ব । রিক্থস্বত্বঘাতও দুই প্রকার ; স্বাব-
ররিক্থ-স্বত্বঘাত, এবং জঙ্গমরিক্থ-স্বত্বঘাত ।
যথাক্রমে তাহাদের নিরূপণ করিতেছি ।

স্বাবররিক্থ-স্বত্বঘাত ॥ ভুক্তিচ্যুতি—। যদি ক
থকে তাহার নিজস্ব ভূমিখণ্ড প্রভৃতি স্বাবররিক্থ
হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া আপনি তাহা অধি-
কার করিয়া লয়, তাহা হইলে, খ বিচারপতিদের
সহায়তা গ্রহণ না করিয়া, এবং শাস্তিভঙ্গ না
করিয়া, হয় স্বয়ং সেই ভূমিখণ্ড পুনর্বার গ্রহণ
করিয়া লইবে, নয় অপকারীর নামে নালিশ করিয়া
তাহা পুনর্বার অধিকার করিয়া লইবে ।

নর্যাদা ব্যতিক্রম—। যদি ক অথবা তাহার

পশু সমুদয় খয়ের বিনানুমতিতে, খয়ের ভূমিতে প্রবেশ করে, অথবা খয়ের অন্য কোন স্বাধীন-রিক্ত বিষয়ে কোন অপকার করে, তাহা হইলে ক খয়ের নামে নালিশ করিয়া ক্ষতিকারক দ্বারা আপনার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে ।

কণ্টক—। কণ্টক কাহাকে বলে তাহা পূর্বে বলিয়াছি যদি ক কোন রূপে খকে বিরক্ত করে, অথবা খয়ের অন্য কোন অনিষ্ট করে, তাহা হইলে খ ইচ্ছা হইলে স্বয়ং সেই বিরক্তজনক দ্রব্যকে অপসারিত করিতে পারে, অথবা বিচারালয়ে অনিষ্টকারীর নামে ক্ষতি পূরণার্থে নালিশ করিতে পারে । যদি ক খয়ের গৃহের নিকটে শূকর অথবা অন্য কোন ইতর জন্তু রক্ষিত করে, এবং যদি তাহাদের দুর্গন্ধে গৃহে তিষ্ঠানা না যায়, তাহা হইলে খ হয় স্বয়ং সেই অনিষ্টজনক জন্তুগণকে তাড়াইয়া দিতে পারে ; নয় বিচারপতিদিগের নিকটে আবেদন করিয়া, সেই সকল ইতর জন্তুকে দূর করিয়া দিয়া খ দ্বারা আপনার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে ।

অপচয়—। মনে কর ক, খর নিকট হইতে,

খয়ের এক খণ্ড ভূমি বৎসর কয়েকের নিমিত্ত
জন্ডা করিয়া লইয়াছে । যদি ক, সেই ভূমিস্থ
কান সুশোভন বৃক্ষ পাতিত করে, অথবা ভূমিস্থ
কান গৃহের কোনরূপে নাশ করে, তাহা হইলে
খ কর নামে ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে নালিশ
করিতে পারে ।

ব্যবকলন— । মনে কর, খয়ের প্রতি কয়ের
কান কর্তব্য আছে ; এবং মনে কর খয়ের
নিকটে খাজনা পাওনা আছে ; এস্থলে যদি ক
কর্তব্য প্রতিপালন না করে, অথবা প্রাপ্য খাজনা
না দেয়, তাহা হইলে খ কয়ের নামে নালিশ
করিতে পারে ।

বাধা— । যদি ক খকে তাহার স্থাবর রিক্খ
[ংশিষ্ট স্বত্বসমূহের নিষ্কণ্টকে ভোগ বিষয়ে
কান বাধা দেয়, তাহা হইলে খ কয়ের নামে
ক্ষতিপূরণার্থে নালিশ করিতে পারে । মনে কর
খয়ের একটি বাজার আছে । যদি ক তাহার
নিকটে আর একটি বাজার বঁসাইয়া, খয়ের বাজার
জাণ্ডিয়া দ্বান্বে, তাহা হইলে খর তাহাতে যে ক্ষতি
হইল, খ কর নামে নালিশ করিয়া তাহা পূর্বিত

করিতে পারে । মনে কর কয়ের ভূমির উপর
দিয়া খয়ের ভূমিতে যাইবার এক পথ আছে ।
ক যদি সেই পথ বন্ধ করে, তাহা হইলে খয়ের
বড় অসুবিধা হয় । এস্থলে খ কয়ের নামে
নালিশ করিয়া পুনর্বার সেই পথে যাইতে
পাইবে ।

জঙ্গমরিক্খ স্বত্বযাত ॥ অবৈধ গ্রহণ— ।
যদি কেহ অন্যের কোন দ্রব্য অন্যায়পূর্বক
গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপকৃত ব্যক্তি অনিষ্ট-
কারীর নামে অভিযোগ করিয়া, সেই দ্রব্য পুনঃ
প্রাপ্ত হইবে ; এবং সেই রূপগ্রহণ করাতে তাহার
যে ক্ষতি হইয়াছিল, ক্ষতিকারকদ্বারা তাহা পূরিত
করিয়া লইবে ।

অবৈধ রোধ— । মনে কর ক খয়ের নিকট
হইতে একটি অশ্ব দিন কতকের জন্য ভাড়া করিয়া
লইল । এস্থলে অশ্বগ্রহণ বিধিসম্মত ; কিন্তু নির্দ্ধা-
রিত সময় অতিবাহিত হইলেও যদি ক খকে
তাহার অশ্ব প্রত্যর্পণ না করে, আপনার নিকটে
রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে সে রূপ রোধ অবৈধ ।
খ কয়ের নামে অভিযোগ করিয়া, সেই অশ্ব

কিরিয়া পাইবে, এবং সেক্ষেপ অবৈধ রোধ করাতে
খয়ের যে ক্ষতি হইয়াছিল, ক তাহাও পূরিত
করিয়া দিবে।

যদি ক কোন কর্ম করিবে বলিয়া, খয়ের নিকটে
মুখে প্রতিজ্ঞা করে, অথবা লেখা পড়া করিয়া
দেয়, এবং পরে যদি ক সেই কর্ম না করে,
তাহা হইলে খ খয়ের নামে নালিশ করিয়া সেই
অঙ্গীকার পালন করাইয়া লইবে; আর যদি
সেই অঙ্গীকার পালন করাইবার উপায় না থাকে,
তাহা হইলে ককে খয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে দিতে
হইবে।

এস্থলে আমার ইহাও বক্তব্য যে স্থাবর রিক্খ
বিষয়ে ও জঙ্গমরিক্খ বিষয়ে কেহ কোন অপকার
করিলে, অপকৃত ব্যক্তিকে যথাক্রমে কুড়ি ও
ছয় বৎসরের মধ্যে অপকারীর নামে অভিযোগ
করিতে হইবে।

কোন কোন স্থলে বিচারালয়ে নালিশ করিয়া
আপনার নষ্ট স্বত্বের উদ্ধার হয়, তাহা শ্রবণ
করিলে, এক্ষণে অপরাধের মার্গ করিব।

৬। অপরাধ।

যে কোন স্বত্বঘাত, দেশবিধি সমূহের প্রতিকূল
 বিহিত হইয়া, দেশস্থ সমুদয় লোকের অনিষ্ট
 সম্পাদন করে, তাহার নামই অপরাধ। অপরাধ
 সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজদ্রোহ, আত-
 তারিতা, ও উপাপরাধ। কোন্ কোন্ অপরাধ
 কোন্ কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা ক্রমে নিরূপণ
 করিতেছি। সর্বপ্রথমে রাজদ্রোহ কাহাকে বলে
 তাহার নির্ণয় করিব।

রাজদ্রোহ—। যদি কেহ বিদ্রোহবশবর্তী হইয়া
 দেশস্থ রাজাকে, রাজমহিষীকে, অথবা জ্যেষ্ঠ-
 রাজকুমারকে, বধ করে, বধ করিবার চেষ্টা করে,
 অস্ত্রাহত করে, কারারুদ্ধ করে, অথবা অন্য কোন
 প্রকারে তাঁহাদিগকে লজ্জন করিবার প্রয়াস পায় ;
 আর যদি কেহ কর্তৃপক্ষদিগের সহিত সঙ্গ্রাম করে,
 ইংলণ্ডস্থ শত্রুবর্গের সহায়তা করে, অথবা দেশের
 তত্ত্বস্থিতি উন্মূলিত করিবার উপক্রম করে, তাহা
 হইলে, সে ব্যক্তি রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত
 হইবে ; এবং তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

বিদ্বেষবধ—। কেহ দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া অন্যের প্রাণ সংহার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

প্রমাদ-বধ—। বিদ্বেষশূন্য, আকস্মিক, অনিচ্ছাকৃত, নৃহত্যার নাম প্রমাদ-বধ। প্রমাদ-বধের অবস্থা ভেদে দণ্ডের তারতম্য হয়। * যদি প্রমাদ-ঘাতক প্রমাণ করিতে পারে যে, সে দ্বেষ-পরবশ হইয়া হত ব্যক্তির প্রাণসংহার করে নাই, অকস্মাৎ ক্রোধদীপ্ত হইয়া, মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করিবামাত্র তাহার প্রাণ নাশ হইয়াছে, তাহা হইলে প্রমাদ-ঘাতকের কোনমতে প্রাণদণ্ড হইবে না। স্থল বিশেষে দণ্ডের ন্যূনাধিক্য হয়।

আত্মহত্যা—। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তাহার সমুদয় রিক্ত রাজভাণ্ডারসাৎ হয়।

বধোদ্যম—। যদি কোন ব্যক্তি, গুলিকান্ধেপ দ্বারা, বিষ দ্বারা, অথবা অস্ত্রাঘাত দ্বারা, কোন মানুষের প্রাণবিনাশ করিবার উপক্রম করে, তাহা হইলে অপরাধী আততায়ীরূপে গৃহীত হইবে, এবং তাহার প্রাণদণ্ডের আঁজা হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহার প্রাণদণ্ড হয় না। পূর্বে পূর্বে অন্যবধোদ্যত ব্যক্তি তৈল দ্বারা ভার্জিত হইত।

কেহ, অঙ্গহীন বা অঙ্গবিকৃত করিবার মানসে কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রাঘাত করিলে; তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলিকান্ধেপ, অথবা কোন আশু-দাহ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে; বিচারপতিরা ইচ্ছা হইলে সেই দোষী ব্যক্তির প্রতি কারাবাস ও কঠোর পরিশ্রমের অনুমতি করিতে পারেন, অথবা তাহাকে কিছুকালের জন্যে অপরাধিক দাসত্ব অর্থাৎ জঘন্য ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতে আজ্ঞা করিতে পারেন।

বলাৎকারাভিগম—। বলাৎকার পূর্বক কাহারও সতীত্ব নষ্ট করিলে, পূর্বে এই নরাধর্মের প্রাণদণ্ড হইত, এখন তাহাকে অপরাধিক দাসত্ব ভোগ করিতে হয়।

প্রসতহরণ অর্থাৎ ডাকাইতি—। যদি কেহ বলপূর্বক, অথবা বলাৎকারে ভয় দেখাইয়া, অন্যের কোন দ্রব্য অপহরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে হয় কারাবাস ও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, নতুবা জঘন্য ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে।

নক্সং গৃহভেদ অর্থাৎ সিঁধচুরি—। যদি কেহ

রাত্রি নয়টা হইতে প্রাতঃকাল ছয়টা পর্য্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিবার মানসে কাহারও গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত করে, গৃহভিত্তি ভেদ করে; অথবা যদি কেহ কোন-কপে কাহারও গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, গৃহস্থ দ্রব্য সামগ্রী আত্মসাৎ করে ও গৃহভেদ করিয়া বাহির্গত হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে কারাবাস করিতে হইবে, কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এবং জঘন্য ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে।

দিবা গৃহভেদ—। দিনের বেলায় ঐকপ অপরাধে অপরাধী হইলে, হয় আপরাধিক দাসত্ব, নয় কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস করিতে হইবে।

কুটিলেখ—। যদি কেহ ব্যাঙ্কনোট, চেক, উইল, সই মোহর প্রভৃতি জাল করে, অথবা প্রতারণা-মানসে বিধান সংক্রান্ত কোন প্রকৃত লেখ্যের কোন অংশ পরিবর্তিত করে, তাহারও ঐকপ দণ্ড হইবে।

কুটিলেখ-চালন-চেষ্টা—। জাল কাগজ পত্র-কে জাল জানিয়াও, যে ব্যক্তি তাহা প্রকৃত বলিয়া

প্রচলিত করিবার চেষ্টা পায়, সে ঐরূপ দণ্ডভোগ করিবে ।

বহুবিবাহ—। পতি অথবা পত্নী বর্তমান থাকিতে, যদি কেহ পুনর্বার বিবাহ করে, বিচার-পতিরা তাহাকেও উক্তরূপ দণ্ড প্রদান করিতে আজ্ঞা করিতে পারেন ।

সমুদ্রচৌর্য্য অর্থাৎ বয়েটিয়াগিরি—। সমুদ্রস্থ অর্নবপোত ধৃত করিয়া, তাহা হইতে দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করার নামই সমুদ্রচৌর্য্য । বলাৎকার পূর্ব্বক এই গর্হিত কন্ম আচরণ করিলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে । কিন্তু বলাৎকার পূর্ব্বক ঐরূপ ঘৃণাম্পদ কন্ম না করিলে, অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে না, তাহাতে কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস অথবা আপরাধিক দাসত্বদণ্ড ভোগ করিতে হইবে ।

অগ্নি-দান—। কেহ অন্যের ঘরে, জাহাজে, অথবা ভূগরাশিতে, অগ্নিপ্রদান করিলে, তাহার প্রতি বিচারপতিরা আপরাধিক দাসত্ব ও কারাবাস এ দুয়ের অন্যতর দণ্ডের অনুমতি করিতে পারেন ।

কুটমুদ্রা-নির্মিতি—। তোমাকে বলিয়াছি, যে টঙ্কশালা নির্মাণ করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা কেবল বাজারই অধিকার। যদি রাজা তিন অর কেহ মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া প্রচাৰিত করে, তাহার আগ-রাধিক দাসত্ব অথবা কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস দণ্ড হইবে।

চুরি, অর্থাৎ চুরি—। কেহ অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিল, তাহাকে কঠোর পরিশ্রম ও কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এই অগ-রাধের অবস্থা ভেদে দণ্ডের তারতম্য হয়।

লোপ্ত-গ্রহ—। ‘এই দ্রব্য গুলি অপহৃত দ্রব্য’, ইহা জানিয়াও যে তাহা গ্রহণ করে, তাহার ও উক্তরূপ দণ্ড হইবে।

নিহিবাপহার, অর্থাৎ তহবিল ভাঙা—। যদি কয়ের নিকটে খয়ের তহবিল থাকে, এবং ক তাহা আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে ক ঐরূপ দণ্ড গ্রহণ করিবে।

যদি কেহ দাঙ্গা হেঙ্গাম করে, এবং তাহাতে ব-লাৎকার-প্রযুক্ত করে, তাহারও ঐরূপ দণ্ড হইবে।

কারাগৃহ হইতে পলায়ন—। দণ্ড ঐরূপ।

কারারুদ্ধ ব্যক্তির পলায়ন বিষয়ে সহায়তা
করণও আততায়িতা শ্রেণীভুক্ত।

আমি যে যে অপরাধের উল্লেখ করিয়াছি,
তাঁহা ভিন্নও অনেক অপরাধ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।
আমি কেবল এই শ্রেণী-গত প্রধান প্রধান অপ-
রাধের নাম নির্দেশ করিয়াছি।

এক্ষণে কোন্ কোন্ অপরাধীকে অপরাধী শ্রে-
ণীর অন্তর্ভুক্ত, তাঁহা বর্ণিত হইতেছে।

মৃগ্য ভাষণ—। যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ গ্রহণ
করে, তাঁহাকে আপরাধিক দাসত্ব ও কঠোর
পরিশ্রম-সম্বিত-করাবাস, এই দুয়ের অন্তর্ভুক্ত দণ্ড
ভোগ করিতে হইবে।

ছল—। প্রতারণা করিয়া অন্যের টাকা বা
দ্রব্য লইলে, একপ দণ্ড হয়।

অভিহ্রাস—। অন্যের পূর্বক অন্যকে আক্র-
মণ করিলে, অপরাধী ব্যক্তির হয় অর্থদণ্ড, নয়
করাবাস দণ্ড হয়। এতলে বিচারপতির। অপ-
রাধীর প্রতি, কারাগারে কঠোর পরিশ্রমের আজ্ঞা
করিতে পারেন, নাও পারেন।

বহুযন্ত্র—। কোন অবৈধ কর্মের, অথবা অবৈধ উপায়ে, কোন বৈধ কর্মের, আচরণ করিবার মিমিত্ত দুই অথবা বহুলোকে সমবেত হইলে, তাহাদেরও ঐরূপ দণ্ড হইবে ।

কুটনুদ্রা-চালনচেষ্টা—। দণ্ড কারাবাস ও কঠোর পরিশ্রম ।

লেখ-কলঙ্ক-প্রচারণ—। যদি কেহ লেখদ্বাব', চিত্রদ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে, অন্য কাহার-ও মিথ্যাপবাদ করে, তাহার প্রতি হয় কারাবাসের, নয় অর্থদণ্ডের, নতুবা কারাবাস-ও-অর্থদণ্ডের অনুমতি হইবে ।

কেহ দ্যুতক্রীড়া করিলে, দ্রবোর উচ্চত শুল্ক প্রদান না করিলে, এবং কুটতুলার ব্যবহার করিলে, সে ব্যক্তিও উপাপরাধকর্তা বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং অবস্থাভেদে তাহাকে হয় অর্থদণ্ড দিতে হইবে, নয় কারাতোগ করিতে হইবে, নতুবা আপরাধিক দাসত্ব দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে ।

স্বাতন্ত্র্যতাশ্রয়ীভুক্ত কোন অপরাধ বিহিত করিবার উপক্রম করিলেও তাহা উপাপরাধ

বলিয়া পরিগণিত হইবে । এ সকল স্থলে প্রায়
ছুট বৎসরকাল কারাবাসের অনুমতি হয় । কিন্তু
বিচারপতিরা অবস্থান্তরে দণ্ডের ন্যূনাধিক্য
করিতে পারেন ।

ইংলণ্ডে এখন নির্বাসন দণ্ড বিহিত হইয়াছে ।

স্মরণ করিয়া দেখ, তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি,
যে অভিদ্রোহ ও লেগ-কদাক্ক স্থানা, অপকৃত
ব্যক্তি হয় অপরাধীর নামে কেবল দণ্ড আদালতে
মালিশ করিতে পারে, নয় দেওয়ানী আদালতে
অপরাধী নামে ক্ষতিপূরণার্থে মালিশ করিতে
পারে ।

যদি ছুট অথবা বহুজোক একত্রে কোন অপরাধ
করে, তাহাদের সকলকে দণ্ডভাগ করিতে হইবে ।

সাক্ষী কোন অপরাধ বিহিত হইবার পূর্বে,
বিহিত হইবার সময়ে, অথবা বিহিত হইবার
পরে, অপরাধী ব্যক্তিদিগের কোনরূপে সহায়তা
করে, তাহারা ও দণ্ডভাগী হইবে ।

অপরাধী ব্যক্তির বিচার হইবার সময়ে বার
জন অপক্ষপাতী প্রতিবেশীকে জুরীরূপে উপ-
স্থিত থাকিতেই হইবে ।

এস্থলে তোমার স্মরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে বিচারপতিরা অপরাধীর প্রতি দণ্ডের আদ্য প্রদান করিলে পর রাজা মনুনে করিলেনই তাহাকে দণ্ডমুক্ত করিতে পারেন।

বৎস! আজি আর একটি কথা বলিয়াই আমাদের কথোপকথন শেষ করিব।

ইংলণ্ডে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা সকলের তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত চারিটি সর্বপ্রধান বিচারগৃহ আছে। “কোর্ট অব্ একস্ট্‌চেকর,” “কোর্ট অব্ কমন প্লিস্” “কোর্ট অব্ কুইন্স বেঞ্চ্” এবং “কোর্ট অব্ চ্যান্সরি”।

“কোর্ট অব্ চ্যান্সরি” কেবল ‘একুযুটী’ অর্থাৎ ন্যায় বিষয়ক মকদ্দমাতে হস্তক্ষেপ করে। এই ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতিকে “লর্ড চ্যান্সলর” কহে। তাঁহার বার্ষিক বেতন, এক লক্ষ টাকা। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ড চ্যান্সলরের পদ অপেক্ষা অধিক গৌরবযুক্ত উচ্চ পদ আর নাই। প্রধান বিচারপতির সহায়তা করিবার নিমিত্ত, আর ছয় জন সহকারী নিযুক্ত আছেন।

একজনকে ‘মাস্টার অব্ রোল্‌স,’ তিন জনকে ‘তাইস চ্যান্সলর’ এবং অপর দুই জনেব প্রত্যেককে ‘লর্ড জুডিস্ ক্লক’ ।

প্রথমোক্ত দুই বিচারালয় এবং কোর্ট অব্-কুইন্স্ বেঞ্চের এক ভাগ কেবল দেওয়ানী মকদ্দমার নিষ্পত্তি করে । কুইন্স্ বেঞ্চের অপর ভাগ সমুদয় ফৌজদারী মকদ্দমার তত্ত্বাবধায়ক করে । কোর্ট অব্ একেস্‌চেকর বিচার গৃহে সমুদয় রাজস্ব ঘটিত মকদ্দমা ও অন্যান্য দেওয়ানী মকদ্দমা হয় । কোর্ট অব্ কমন্‌লিস্ বিচারালয়ে রাজস্বঘটিত তিন সমুদয় দেওয়ানী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় । এবং কোর্ট অব্ কমন্‌লিস্ নামক ধর্ম্মাধিকরণের ও দেওয়ানী ভাগে স্থাবররিকথ বিষয়ক মকদ্দমা, তিন দেওয়ানী মকদ্দমা সমূহের নিয়ন্ত্রণ হয় ।

কোর্ট অব্ চ্যান্সরি তিন প্রত্যেক বিচারগৃহে পাঁচ পাঁচ জন বিচারপতি আছেন । “কুইন্স্ বেঞ্চ” এর প্রধান বিচারপতি আশি হাজার টাকা, এবং অপর দুই বিচারগৃহের বিচারপতির প্রত্যেকে সত্তর হাজার টাকা বার্ষিক বেতন পান ।

প্রত্যেক সহকারী বিচারপতির বার্ষিক বেতন, পঞ্চাশ হাজার টাকা।

অপরাধ বিষয়ে আর যাহা জ্ঞান আবশ্যক ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী বুঝাইয়া দিবার সময়ে তাহা বলিয়াছি।

বৎস! তুমি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে। আমি সংশয় করি না, বিধান সংহিতা শুনিবার সময়ে, স্থানে স্থানে তোমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তোমার সুখভঙ্গী দেখিয়া আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছ।

ভারতবর্ষ।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ নিরূপণ।

শিষ্য—। আর্ঘ্য। আপনার নিকটে ক্রমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি না জানিয়া শুনিয়াই বিধানশাস্ত্রের প্রতি ওকপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া-ছিলাম। বিধান-শাস্ত্র যে একপ সুন্দর সামগ্রী

তাহা আমার বোধ ছিল না । উহাতে যে এত বুদ্ধি
কৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমি মনে করি
নাই । ব্যবহার সংহিতার প্রতি আমার যে বিদেহ
ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে । আমি অন্য
অন্য শাস্ত্রের যেকপ চর্চা করিব, বিধান-শাস্ত্রের ও
তাহা অপেক্ষা নূন হইবে না । ইংলণ্ডের বিধান-
সংহিতা যে এক চমৎকার পদার্থ, তাহা আমার
হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । কি আশ্চর্য্য ! ইংরেজেরা
যে কর্মে হস্তক্ষেপ করে, তাহার একশেষ না
করিয়া কখন ক্ষান্ত হয় না । যে দিগে নয়ন বি-
ক্ষেপ করি, সেই দিগেই উহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি,
সাহস, পরাক্রমের নিদর্শন প্রাপ্ত হই । আমার
এখন বোধ হইতেছে, যে আমাদের বড় ভাগ্য
যে অন্য কোন দুর্দান্ত জাতি ভারতবর্ষের জয়
না করিয়া, ইংরেজেরা ভারতভূমির অধিকার
করিয়াছে । ইহা আমি অবশ্য স্বীকার করি, যে
ইংবেজরাজ্যে অনেক অত্যাচার হয় । ভারত-
বর্ষবাসীদের যে পরিমাণে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হওয়া
উচিত, এখনও তা হয় নাই । আমাদের বাসস্থান
জন্মভূমি ইংলণ্ডবিজিত হইয়া পাদনিষ্পিষ্ট

হইতেছে, আমরা আজি পর্য্যন্ত ইহা ভুলিতে পারি নাই । আমরা স্বাধীন নহি, কোথা হইতে কতকগুলি শ্বেতকায় পুরুষ আসিয়া, আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, আমাদের উপরে প্রভুত্ব করিতেছে, স্বর্ণময় ভারতভূমির অধিপতি হইয়াছে এই অরুণ্ধদ ভাবনা সন্যে সম্মান আমাদিগকে অতিশয় যাতনা দেয় । কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে কাহারো পাপিষ্ঠামোগলবংশের সম্মুখে উদ্বলন করিয়াছে, যাহারা দুষ্কারিত্বপ্রেরিত মহারাষ্ট্রী যদিগের কবল হইতে ভারতবর্ষ বিমুক্ত করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের কত উপকার হইয়াছে । মুসলমানদের রাজত্ব সময়ে কাহারও ধন প্রাণ মান রক্ষা হইত না, ইহা কাহার অবিদিত আছে । তাহারো দেবভোগা ভারত ভূমিতে একেবারে ছার ফার করিয়াছে, ইহাকে না জানেন । ধন প্রাণ মান রক্ষার নিমিত্তে সর্বদা সকলকে সমস্ত থাকিতে হইত । ইংরেজ রাজ্যে যে সেক্ষপ নাই, এতি মুহূর্ত্তে আমরা তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাইতেছি । আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজদের সাধুবাদ করিতেছি ।

আর্য্য ! আমার বাচালতার মহাশয় বিবক্ত হইবেন না । আমি ইংরেজদের সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া কোন মতে বাকরোধ করিতে পারিলাম না । ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী প্রভৃতি সমুদয় বিষয় বুঝাইয়া দিয়া আনার যে উপকার করিয়াছেন, আমি কোন কালে তাহা বিস্মৃত হইব না । আর্য্য ! ইংরেজেরা কিরূপে ভাবতত্ত্বজ্ঞিতে আবিপত্য স্থাপনের সুস্থপাত করেন, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ শাসন করেন, ইহা জানিতে আমার অতিশয় উৎসুক্য হইতেছে । যদি অবকাশ থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক মহাশয় তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন ।

গুরু—। তুমি যে বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়াছ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত সম্ভব কথা নয় । সংক্ষেপে ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী বলিতে যত সময় লাগিয়াছে, যদি তত সময় আবার এবিষয়ে ব্যাপ্ত করা যায়, তাহা হইলেও সমুদয় কথা বলা হইবে না । যাহা হউক, তুমি যাহা জানিতে একপ কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছ, সে বিষয়ের স্থল স্থল কথা বুঝাইয়া দিতে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব ।

ইউরোপায় জাতিদিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে ইংরেজেরা ভারতবর্ষে পদাৰ্পণ করেন নাই । সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমন করা যায়, ইম্মুরোপদেশীয় লোকের ইহা প্রথমে অবগত ছিলেন না । আফ্রিক, মহাগণ্ডের দক্ষিণ উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া স্পর্শ করিয়া জলপথে ভারতবর্ষে আসা যায়. পোর্টুগাল দেশীয় লোকেবা সৰ্ব্বপ্রথমে ইহা অবিকৃত করেন । পোর্টুগাল দেশীয় বিখ্যাত নৌবিদ্যাভিষারদ ভাস্কোডিগামা এবং তাঁহার সহচরেরা ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে বর্মের মাসে, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থিত ক্যালিকট নগরে পদাৰ্পণ করেন । নানা বিবাদ বিসম্বাদের পর পোর্টুগাল-দেশবাসী লোকেরা ভারতবর্ষে আসন ওহণ করিলে ওলন্দাজেরা এখানে উপস্থিত হন । পোর্টুগাল দেশস্থ লোকেরা এবং ওলন্দাজেরা আপনাদের বাণিজ্য বিস্তার করিতেছে, মহাসমৃদ্ধিশালী হইতেছে, দেশ বিদেশে, আপনাদের কীর্তি প্রখ্যাপিত করিতেছে, ইহা দেখিয়া ইংরেজেরা অল্প স্থির থাকিতে পারিলেন না । তাঁহাদিগেরও বাণিজ্য-আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

১৫৯৯ খৃঃ অব্দে কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া, ছয় লক্ষ আশী হাজার টাকা সংগ্রহ করিল; ৫০০ স্বদেশস্থ কর্তৃগক্ষদিগের নিকটে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার প্রত্যাশায় আবেদন করিল। সেই সময়ে মহারাজা এলিজাবেথ সিংহাসনে অধিকৃত ছিলেন। আবেদন পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া মহারাজী কি করিবেন, প্রথমে উক্ত স্থির করিতে পারেন নাই। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ১৬০০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এই সকল বাণিজ্যালিপ্সুদিগের অন্তিমেষ পূর্ণ করিলেন। ইহার পরের বৎসর কাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার সনদ প্রাপ্ত হইল। সনদপ্রার্থীর আপনাদের অভিলষিত সিদ্ধি দেখিয়া, চার্লি খানি পিনেস্ নামে ক্ষুদ্র তরী বাণিজ্যক্রমে পূর্ণ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিল। এই সময়েই লেকেরাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে খ্যাত হইয়াছে।

মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে সেরাষ্ট্র নগর এক অতি সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। যে সকল মুসলমান

মাদ্রী মেক্কা যাইবার ইচ্ছা করিত, তাহারা সৌ-
রাস্ট্র নগরে উপস্থিত হইয়া সেইখানে জাহাজে
আবৃত্ত হইত। এই নিমিত্ত সৌরাস্ট্র নগর অতি-
শয় প্রসিদ্ধ ও ঐশ্বর্যাশালী হইয়া উঠিয়াছিল।
ইংরেজেরা সর্ব প্রথমে সৌরাস্ট্র নগরে বাণিজ্য
গৃহ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে তাহা-
দিগকে অনেক দিন তিষ্ঠিতে হয় নাই। পোটু গাল-
দেশীয় লোকেরা তাহাদের অতিশয় বিপক্ষ হইয়া
উঠিল। দুই পক্ষে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।
ক্রমে ক্রমে এত দূর হইয়া উঠিল, যে অবশেষে
ইংরেজদিগকে সৌরাস্ট্র নগর পরিত্যাগ করিতে
হইয়াছিল।

১৬৪০ খৃঃ অব্দে কর্ণাটদেশীয় এক জন হিন্দু
রাজা, এখন যেখানে মান্দ্রাজ নগর অবস্থিত,
সেই স্থান ক্রয় করিতে অনুমতি দেন। প্রথমে
ইংরেজেরা যখন সেখানে “কোর্ট সেন্ট জর্জ”
নামক দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,
তখন তথায় লোক জনের প্রায় বাস ছিল না।
কেবল ছয় মৎস্যজীবী, এবং এক জন করাসী
পাদ্রি, সেখানে বাস করিতেন। কিন্তু রংপুর

কয়েকের মধ্যে মান্দ্রাজ নগরের অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি
হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপারের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে, দ্বিতীয়
চ'ার্লস্ নামে ইংলণ্ডের নরপতি স্পেনের রাজ-
কুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি স্পেনের রাজার
নিকট হইতে বহু নগর এবং তৎসন্নিহিত ভূমি
সমুদয় যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। স্বহস্তে রাখিতে
গোলে অনেক ব্যয় হয় দেগিয়া। তিনি তাহার
দে তুক ভূমি সমুদয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর
শাসনে অবস্থাপিত করিলেন।

এদিকে, লক্ষ্মীর আবাসভূমি সমৃদ্ধিপূর্ণ বঙ্গ-
দেশ একবারে উপেক্ষিত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে
ওলন্দাজেরা, পর্তুগিজেরা, এবং ইংরেজেরা
হুগলি নগরে এবং তৎসন্নিহিত স্থান সমুদয়ে
আগুন আপন বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়াছিল।
কিন্তু ইংরেজদিগকে অধিক দিন নিরুপদ্রবে
হুগলিতে বাস করিতে হর নাই। তাঁহারা মোগল-
দিগের এক খানি নৌকা রুদ্ধ করিয়া, হুগলির

কর্তৃপক্ষদিগকে অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্ত করিয়া-
ছিলেন। কর্তৃপক্ষেরা একপ ক্রুদ্ধ হওয়াতে
সেখানে অবস্থিতি করা তাঁহাদের আর শ্রেয়স্কর
হইয়া উঠিল না। তাঁহারা হুগলি পরিত্যাগ
করিয়া সুতানটিতে উপস্থিত হইলেন।

ইংরেজেরা কখন নিরীহ হইয়া থাকিতে পা-
রেন না। সকলের সঙ্গে তাঁহাদের কলহ হইতে
লাগিল। ক্রমে ক্রমে এত দূর হইয়া উঠিল,
যে ভারতবর্ষের অধিপতি মোগলবংশীয় তুর্দাস্ত
অরুজীব বাদশাহ ইংরেজদিগের বিরক্তিকর
আচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন; এবং
ইংরেজদিগকে আপনার অধিকার হইতে দূর
করিয়া দিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ইংরেজ
বাণিকেরা এই দুর্ভাগ্যে শ্রবণ করিয়া চতুর্দিক
অন্ধকার দেখিল, তাঁহার পদানত হইয়া পড়িল,
এবং দীন ও বিনয় বচনে ভারতবর্ষে পুনরায়
অবস্থিতি করিতে প্রার্থনা করিল। ইংরেজদের
দুঃসময়ে হিন্দুরা তাঁহাদের অতিশয় সাহায্য করি-
য়াছিল। যাহাতে বাদশাহের ক্রোধ শান্তি হয়,

তঁাহারা সে বিষয়ে গৎপাবোনাস্তি চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই। বাদশাহ, ইংরেজদের বিনয়বাক্যে শাস্ত হইয়া, বার্ষিক কর নির্দ্ধারিত করিয়া, সুতানটীর যে স্থানে ইংরেজদের কুঠী অবস্থিত ছিল, সেই স্থান টুকু, ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে, তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। ইংরেজেরা এই অবসর পাইয়া, সেই স্থানে ‘ফোর্ট উইলিয়ম’ নামক দুর্গ নির্মাণ করিল; এই দুর্গ নির্মাণ করিবার পর তৎসম্মিবর্তী স্থান সমুদয় ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। এখন সেই স্থান সকল কলিকাতা নামে খ্যাত হইয়াছে। কলিকাতার মত কোন স্থানই দেড় শতাব্দীর মধ্যে একপ ধনপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। কলিকাতাকে এখন সকলে “প্রাসাদ নগর” বলে।

এই রূপে “ফোর্ট উইলিয়ম,” “ফোর্ট সেন্ট জর্জ” এবং বয়ে, এই সকল স্থানে ইংরেজেরা অবস্থিতি করে। প্রথমে এই তিন স্থান পরস্পর বিভিন্ন ও নিরপেক্ষ হইয়া আপন আপন-কর্ম করিত। এখন এই তিন স্থান ভারতবর্ষের তিন

প্রেসিডেন্সির তিন প্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করাই প্রথমে ইংরেজদের অভিপ্রেত ছিল। দেশজয় করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। দেশজয় করা দূরে থাক, ইংরেজেরা আপনাদিগের ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে সর্বদা সশস্ত্র থাকিতেন। বর্গীর হেঙ্কাম হইতে কলিকাতা রক্ষিত করিবার আশায়ে তাঁহারা মহারাক্ষস খাত খনন করেন।

কিন্তু মানুষের মন সর্বদা একরূপ নহে। যেমন অবস্থাতেই হয়, মনের ও সেইরূপ পরিবর্তন হয়। ক্রমে ক্রমে ইংরেজেরা যেমন বাণিজ্যবিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে লাগিলেন, তেননি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ছুরাকাজ্জকাও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ইংরেজেরা একেবারেই ভারতবর্ষের চক্রবর্তিপদে অধিরোহণ করেন নাই। অনেক তুঘল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, অনেক শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে হইয়াছে, অনেক ধন উৎসর্গ

করিতে হইয়াছে, তবে ইঁহারা ভারতবর্ষের অধী-
 শ্বর হইয়াছেন । জগদীশ্বরের দুর্বোধ অতি
 প্রায়ের ভিতর প্রবেশ করা কাহার সাধ্য ! যে
 ইংরেজেরা প্রবল প্রতাপশালী মোগল অধিপতির
 মুখপ্রেক্ষী হইয়া কালযাপন করিত ; যে ইংরে-
 জেরা নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যজাত উপহার প্রদান
 করিয়াও মোগলরাজের প্রসাদ প্রাপ্ত হইত না,
 এখন সেই ইংরেজেরাই সেই মোগলরাজেরই
 সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছে ; তাঁহার বংশধরদিগকে
 পদতলস্থ করিয়াছে, রূপণবেশে নিৰ্ব্বাসিত করি-
 য়াছে, এবং আপনারা রাজ্যেশ্বর হইয়া তাহাদের
 করুণ স্বরকেও কর্ণকূহরে স্থান দান করিতেছে না ।
 এখন ব্রিটানিয়া দেবীর কৃতকৃত্য তনয়েরা ভারত-
 বর্ষস্থ সমুদয় বিপক্ষ পক্ষ বিনাশ করিয়া, হিমালয়
 অবধি কুমারিকা অশ্বরীপ পয্যন্ত, এবং ব্রহ্মপুত্র
 হইতে সিন্ধুনদী পয্যন্ত, সমুদয় ভারতবর্ষে নিষ্ক-
 ন্টকৈ রাজ্যভোগ করিতেছে । ভারতবর্ষে এখন
 আর এমন কোন রাজাই নাই, যে ইহাদের তুল্য
 প্রতিদ্বন্দী হইয়া ইহাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত
 হয়, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না ।

আনি তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে করাশীরাও ইংরেজদের ন্যায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার নিমিত্তে এক কোম্পানী সংস্থাপিত করিয়াছিল ; এবং ভারতভূমিতে আধিপত্য স্থাপনের নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছিল । কিন্তু করাশীরা এ বিষয়ে রূতকার্য্য হইতে পারেন নাই ।

করাশীরা এবং পোর্টুগিজেরা এখনও ভারতবর্ষে কোন কোন স্থান অধিকার করেন । দিনামারদিগের এখন ভারতবর্ষে একটা স্থানও নাই ।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২৬এ জুন তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব সাহেব, মুরশিদাবাদের দুরাহ্মা নবাব সেরাজদ্দৌলাকে, পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলা দেশ করতলস্থ করেন । ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের সেই প্রথম সূত্রপাত ।

বৎস ! ইংরেজেরা ভারতবর্ষে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া শাসন কার্য্য নির্বাহ করেন, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া দিব । কিন্তু এবিষয় সুনিবারণ

পূর্ব্বে সমুদয় ভারতবর্ষ কি প্রকারে বিভক্ত হই-
 যাচ্ছে, তাহা এক বার স্মরণ করিয়া দেখ, তাহা না
 হইলে সমুদয় কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিবে
 না।

সমুদয় ভারতবর্ষ কিছু ইংরেজদের অধিকৃত
 নহে। ভারতবর্ষে এখনও কতকগুলি স্বদেশী
 স্বাধীন রাজ্য আছে। কতকগুলি স্থান করানী-
 দের এবং কতকগুলি পোর্টগিজদের অধিকারে
 আছে। কতকগুলি স্থান করদ এবং মিত্র রাজ্য
 বলিয়া পরিগণিত, এবং অপর সমুদয় স্থান
 ইংরেজদের অধিকৃত। প্রথমোক্ত রাজ্য সমূহ
 আনাদের বিবেচ্য বিষয় নহে।

ভারতবর্ষের যে সমুদয় স্থান ইংরেজদের
 অধিকারে আছে, তাহা তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত,
 এক এক ভাগকে এক এক প্রেসিডেন্সি কহে।
 বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, এবং
 বম্বাই প্রেসিডেন্সি। বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির আরো
 দুই অবাস্তুর ভেদ আছে, আগ্রা প্রেসিডেন্সি
 এবং পঞ্জাব প্রেসিডেন্সি।

অনোধ্যা, বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। কিন্তু বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির অন্য অন্য স্থানে যে সকল আইন প্রচলিত, অনোধ্যায় সেকপ নহে। এক্ষণে অনোধ্যাকে “বেবানোবন্দি দেশ” বলে। পঞ্জাব দেশও অনেক অনোধ্যার মত; কিন্তু এ দুয়ের কিছু ভেদ আছে। ভারতবর্ষের অন্য অন্য কোন কোন স্থানও অনোধ্যার মত “বেবানোবন্দি” আছে।

এক্ষণে ভারতবর্ষের শাসনকাযা কিরূপ, তাহা শ্রবণ কর।

পূর্বে “কোম্পানীর” ইচ্ছা ভারতবর্ষশাসনের ভার ছিল এখন মহারাণী সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কায্য সমূহের তত্ত্বাবধারণ বিবিধ নিমিত্ত ইংলণ্ডে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে “ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল” অর্থাৎ ‘ভারতসভা’ বলে; এবং এই সভার সভাপতিকে “সেক্রেটারি অব্ ফোর্ট ফর্ ইণ্ডিয়া” কহে। এই সভার পনের জন সভ্য। অধিকাংশ সভ্যদিগকে একপ ইচ্ছা হইবে যে, তাঁহারা অন্যান্য দেশ বৎসর

কাল ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন । ভারতবর্ষ
কিকপে শাসিত হওয়া উচিত, তাহা পার্লামেন্ট
স্থির করেন, এবং এই সভা তদনুসারে কার্য্য
করেন । ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে, এই সভার
অধিকাংশ সভ্যেরা যাহা স্থির করেন, তাহাই
কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় । সভাপতিকে
পার্লামেন্টে, ভারতবর্ষ সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক শাসিত
হইতেছে কি না ইহার, জবাবদিহি করিতে হয় ।

“ ভারতসভার ” আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবার
নিমিত্ত এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হন ।
মহারাজী সেই প্রধান শাসনকর্ত্তাকে নিযুক্ত করেন ।
সেই শাসনকর্ত্তাকে ‘গবর্ণর জেনেরল’ কহে ।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সহায়তা করিবার
নিমিত্ত এক সভা আছে, তাহাকে “গবর্ণর জেনে-
রলের সভা” বলে । এই সভার সভ্যরূপে ভারত-
বর্ষের সেনাপতি শুদ্ধ ছয় জন অমাত্য নিযুক্ত
হইবেন । যাহারা অন্ততঃ দশ বৎসর কাল ভারত-
বর্ষে বাস করিয়াছেন, তাহারা ভিন্ন আর কেহই
এই সভার সভ্য হইবে না । কিন্তু সেনাপতির
প্রতি এ নিয়ম খাটিবেক না ।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এবং তাঁহার অ-
মাতোরা সমবেত হইয়া যে সভা হয়, তাহাকে
“গবর্ণর জেনেরল ইন্ ক’উন্সিল্” বলে । সন্ধি
নিগ্রহাদি সমুদয় বিষয় এই সভার অনুমতি ভিন্ন
কখন সম্পাদিত হয় ন’ । একে সভার সমুদয়
সভোরা বেতনভোগী । গবর্ণর জেনেরল বাহা-
দুর ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা তাহার অ-
মাত্যদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গাইবেন ; এবং
যেখানে ইচ্ছা সেইখানে তাহাদিগকে সভা করিতে
বলিতে পারিবেন ।

ভারতবর্ষের আইন সমুদয় প্রস্তুত করিবার
নিমিত্ত এক অভিনব সমাজ সংস্থাপিত হইবে,
স্তির হইয়াছে । গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই
সমাজের সভাপতি হইবেন ; এবং তাঁহার অমা-
তোরা ইহার সামাজিকরূপে পরিগণিত হইবেন ।
অন্যান্য ছয় জন এবং অন্তর্দ্ধ্বার জন, এই
সমাজের সামাজিক নিযুক্ত হইবেন । এই সমা-
জের অর্ধেক সামাজিক পদ গবর্ণর জেনেরল
বাহাদুর, চিহ্নিত কর্মচারী ভিন্ন যাহাকে ইচ্ছা
প্রদান করিতে পারিবেন । কি ভারতবর্ষবাসী;

কি ইংরেজ, কি অন্য জাতি, সকল ব্যক্তিই এখন এই সমাজে সামাজিক আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন । সামাজিকেরা কেবল দুই বৎসর কাল অপনাদের সামাজিকপদ রাখিতে পারিবেন । এই সামাজিকেরা যাহা আইন বলিয়া নির্দ্ধারিত করিবেন, তাহাই দেশের প্রচলিত আইন হইবে । কিন্তু এই সমাজ যাহা আইন হইবে বলিয়া স্থির করিবেন, গবর্ণর জেনারল বাহাদুর তাহাকে সম্মতি না দিলে তাহা আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে না ।

অত্যন্ত আবশ্যক হইলে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর, কাহারও অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ং কোন কোন আইন করিতে পারিবেন ।

মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শাসন করিবার নিমিত্ত, গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের অধীনে, এক এক শাসনকর্তা নিযুক্ত আছেন । তাঁহাদিগকে “গবর্ণর” বলে । শাসনকার্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের এক এক সভা আছে । ভারতবর্ষের সেনাপতি শুদ্ধ

তিন জন অমাত্য এই সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত
আছেন। তাঁহারা সকলেই বেতনভোগী।

বাক্সালা আশ্রা এবং বস্তু প্রেসিডেন্সির শাসন-
ভার “লেক্টেনেন্ট গবর্নর” নামে এক এক জন
শাসনকর্তার উপর অর্পিত আছে।

উপরি উক্ত গবর্নর এবং লেক্টেনেন্ট গবর্নর-
দিগের অধিকার মধ্যে আইন প্রস্তুত করিবাব
নিমিত্তও এক এক ব্যবস্থাসমাজ স্থাপিত হইবে।

গবর্নরদিগের অধিকার মধ্যে যে ব্যবস্থাপক
সমাজ স্থাপিত হইবে, তাহাতে অন্যান্য চারি
জন এবং অন্তর্দ্ধি আট জন, সামাজিক নিযুক্ত
হইবে।

লেক্টেনেন্ট গবর্নরদিগের অধিকারের মধ্যে
যে যে ব্যবস্থাপক সমাজ সংস্থাপিত হইবে, তা-
হাতে কত জন সামাজিক হইবে, তাহা এখন
পর্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু ইহা স্থির হইয়াছে
যে, লেক্টেনেন্ট গবর্নর সেই সমাজের এক

তৃতীয়াংশ সামাজিক গদ চিহ্নিত কর্মচারী ভিন্ন
নে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন।

বসন্ত এবং মাদ্রাজ পেসিডেন্সি ব্যবস্থাপক
সমাজ, এবং লেফ্টেনেন্ট গবর্নরদিগের ব্যবস্থা-
পক লর জ. এ ডায়ের কিছু ভেদ আছে।

পূর্বের ক সমুদয় ব্যবস্থার সমাজে বাহা
আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, গবর্নর
জেনেরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি না দিলে, তাহা
আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

গবর্নর জেনেরল বাহাদুর, গবর্নর, এবং
লেফ্টেনেন্ট গবর্নরের পাঁচ বৎসর কাল আপ-
নারের শাসনকর্ত্বপদ রাখিতে পারেন। কিন্তু
গবর্নর জেনেরল বাহাদুরদিগকে পাঁচ বৎসর
অপেক্ষাও অধিক সময়, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্ব
ব্যাপে থাকিতে দেখিতে গাওয়া যায়।

গবর্নর এবং লেফ্টেনেন্ট গবর্নর ভিন্নও অ-

নেক রাজকর্মচারী আছে : তাহাদিগের কথা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

ভারতবর্ষের রাজকর্মচারীরা দুই প্রধান অংশে বিভক্ত। চিহ্নিত, এবং অচিহ্নিত। যাহারা ইংলণ্ডে নির্দ্ধারিত পরীক্ষা প্রদান করিয়া ভারতবর্ষে রাজকর্ম করিতে আগমন করিয়াছে, তাহারা 'চিহ্নিত' কর্মচারী বলিয়া পরিচিত। পূর্ববধি এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, যাহারা চিহ্নিত কর্মচারীরূপে পরিগণিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে লেখাপড়া করিয়া দিতে হইবে যে, তাহারা সমুদয় আত্মা প্রতিপালন করিবে, আপনাদের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিবে, এবং ভারতবর্ষবাসীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। 'চিহ্নিত' কর্মচারীই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হয়।

এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে পূর্বে কেবল চিহ্নিত কর্মচারীরাই যে সকল কর্মে নিযুক্ত হইতেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি কর্মে, (গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এবং "সেক্রেটারি অব স্টেট কর ইণ্ডিয়া" ইহাদের উচিত বোধ হইলে) অচিহ্নিত কর্মচারীও নিযুক্ত হইতে পারিবে।

‘চিল্লিড’ কর্মচারীগণের মধ্যে কতকগুলি ‘ম্যাজিস্ট্রেট’ এই নাম গ্রহণ করিয়া, ফৌজদারী মকদ্দমা সমূহের তত্ত্বাবধান করেন। কতকগুলি কালেষ্টব নাম ধারণ করিয়া রাজস্ব আদায় করেন। কতকগুলি, কমিস্যনর পদে নিযুক্ত হইয়া রাজকর ঘটিত ও অন্যান্য ব্যাপারে ইস্তফেপ করেন। এবং জজ্ নামধারী কতকগুলি কর্মচারীর উপর দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মকদ্দমা সমূহের তত্ত্বাবধানের ভার আছে। সদরআমীন, এবং প্রিন্সিপাল সদরআমীন, প্রভৃতি নিম্নতর বিচারপতিদের নিকট হইতে জজের নিকটে আপীল হয়। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত, ভারতবর্ষের মধ্যে শেষ আপীলস্থান।

প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক এক সদর আদালত আছে। পঞ্জাবে এবং অযোধ্যায় সদর আদালত নাই।

সদর আদালত দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে সমুদয় দেওয়ানী আপিলী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এবং অপর ভাগে ফৌজদারী মকদ্দমা সমূহের বিচার হয়। দশ হাজার অপেক্ষা অধিক

টাকার মকদ্দমা হইলে তাহার আবার বিলাত আপীল হয় ।

কলিকাতা, মান্দ্রাজ, এবং বম্বে, এই তিন নগরে, ইংলণ্ড দেশের আইন প্রচলিত; এবং এই তিন নগরে ‘সুপ্রীমকোর্ট’ নামে এক এক ধর্ম্মাধিকরণ আছে । ইংলণ্ডেশ্বরী এই বিচারালয় সমূহের বিচারপতিদিগকে নিযুক্ত করেন । এক্ষণে সুপ্রীমকোর্ট এবং সদর আদালত তিন তিন না থাকিয়া, এক হইয়া যাইবে ।

বৎস ! ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী বিষয়ে অতি সংক্ষেপে অবসরোচিত দুই চারিটা কথা বলিলাম । এখন ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী এবং ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী এ দুই তুলনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে উভয়ের দোষ গুণ বুঝিতে পারিবে ।

শিষ্য ।—আর্য্য ! আমি কেবল ঐ বিষয়ই চিন্তা করিতেছি । ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী এবং ভারতবর্ষপ্রবর্তিত শাসন-প্রণালী, এই দুই তুলনা

করিয়া দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্বোক্ত শাসন-প্রণালী, ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী অপেক্ষা সহস্রগুণ উৎকৃষ্ট। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী একবার অরণ করিলে, অননুভূত-পূর্ব বিস্ময়বসে হৃদয় উচ্ছলিত হয়, এবং আদর ও গৌরব হৃদয়কে বিলোড়িত করে। একপ মেংকার তন্ত্রস্থিতি ইত্যাদিগকে একপ বীযাবান্, একপ স্বর্ধীন, এবং একপ প্রতাপশালী করিয়াছে। একপ সর্বাঙ্গসুন্দর তন্ত্রসংস্থা না থাকিলে তাঁহারা কখনই সমাগরাধরণে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত না। কিন্তু হায়! তাহারাও মানুষ, আমরাও মানুষ। কেন কেবল তাহারাষ্ট একপ তেজস্বী হইয়াছে, ধরাতলত সমুদয় জাতিকে করতলত করিয়াছে, সর্বত্র আদৃত হইতেছে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের জয়পতাকা উড়ান করিতেছে, এবং স্বদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া মুখসম্মোহে কালাতিবাহন করিতেছে। আমরা কেন না তাহাদের অনুসরণ করি। মহাশয়! আমাদের বোধ হয়, ভারতবর্ষের অবস্থা অতি জঘন্য বাল-রাজ্যে, এই সকল মহাপুরুষেরা এখানে ইংলণ্ডের

ন্যায় তদ্বস্থিতি প্রবর্তিত করিতেছেন না। কেনই বা ভারতবর্ষের অবস্থা এত মন্দ। আমাদের দেশের লোকদের কি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইতেছে না। তাঁহাদের মনে কি ঘৃণার সেশমাত্র নাই। তাঁহারা কেন না সাধুজনগুণ একপ সহজ পথ অবলম্বন করিয়া মুক্তকণ্ঠে ইংরেজদের সাধুবাদ করিতে করিতে সুখধামে যাইতে চেষ্টা করেন না? আৰ্য্য! জগদীশ্বর যদি আমাকে বাঁচাইয়া রাখেন, আমি কায়মনোবাক্যে ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিব, এবং আমার সহচরদিগকে আমার সার্থ করিব।

হে সমোক্ষ মুহূৰ্গ! যে যেখানে থাক, আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশনই কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নহে। স্বার্থনিষ্ঠাদনপরতাই কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ধন-পিণ্ডিত-গ্রাস-গৃধুভাই কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিরবচ্ছিন্ন সুখও কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আত্মসংকর্ষবিধান, পরিবারের মঙ্গল, সমাজোন্নতি ও দেশোন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। তবে কেন

তোমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ। বয়স্যবর্গ! তোমাদের উপর কিরূপ ভার অর্পিত আছে, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। ঝঙ্কাবাতের পৃষ্ঠারোহণ করিয়া নতোনগুন হইতে, নক্ষত্র উৎপাটিত করিতে হইবে—তোমাদিগকে ভারত-বর্ষের পুনরুজ্জীবন করিতে হইবে। তোমরা যদি মনোবৃত্তি সকলকে সম্মার্জিত না কর, তোমরা যদি শরীর সবল করিতে চেষ্টা না পাও, তাহা হইলে কোন মতে হিন্দুবংশের নাম রাখিতে পারিবে না। তোমরা সামান্য কূলে জন্মগ্রহণ কর নাই—তোমরা আর্য্যবংশসম্মত। সেই কালের প্রারম্ভে, ইংলণ্ডের ত কথাই নাই, যখন মিশর-দেশীয় বৃহৎকার অভ্রংকষ স্তম্ভ সকল, নীল-নদের প্রতি অবনত মুখ হইয়া হাস্য করে নাই—যখন অধুনাতন সভ্যমণ্ডলীর আদর্শ স্বরূপ গ্রীশ দেশ স্মৃতিকাগৃহে ছিল,—যখন সর্বগুণালঙ্কৃত হান্নিবল-পবিত্রীকৃত কার্থেজ, বাল্য ত্রীড়া করিত—যখন দিগ্বিজয়ী রোমও মাতৃগর্ভে ছিল, তাহার পূর্বেও আমাদের ভারতভূমি সৌভাগ্য-শালী হইয়াছে, একাধিপত্য করিয়াছে, বর্বর-

দিগের অক্ষুণ্ণ স্বরূপ হইয়াছে, মজাজনদিগের
মন জ্ঞানালোকদীপ্ত করিয়াছে, শিষ্টবিদ্যা
প্রচার করিয়াছে, অকাশের গ্রহনিকপণ করি
যছে, এবং লক্ষ লক্ষ যে জনে পবিত্র চন্দ্র
স্বর্গেরও গ্রহণ গণনা করিয়াছে। বিদ্বৎস্বামী
“তে হি মো দিবস। গত।” * একবার মেহো-
ন্মলন করিয় দেখ, সেই ভারতভূমির কিক দ্রু-
দশ হইয়াছে। আমাদের গিতামহের সে
সকল পবসকদিগকে পাদাহত করিতেন, এবং
যশস্বী বহুগুণি হইয়, তাঁহাদের যুগপ্রেমী
হইয়া থাকিত, তাহাদের যুগস্পদ সেই সকল
বিজাতীয়তাও স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে।
অপন দেশে দেশকে প্রথম গণ্য করিয় ছে, যখন
কিনা সর্বমূল ভারতবর্ষের। কঙ্কালশেষ ও
পুল্পসম্মিত হইয়, বর্ষরদিগের পাদলেহন করি
তে ছে। এবং তাঁহাদের দেশকে উৎসন্নোন্নত
দোহর ও স্বচ্ছন্দে নিছা যাইতেছে।

* অমর দেশে সকল মন হইতেছে।

হা অম্ব বসুন্ধরে ! তোমার প্রিয়তম তনয়াকে
 বিধবা ও নামশেষা দেখিয়া, তোমার কি কিছু
 কষ্ট হইতেছে না ? একবার স্মরণ করিয়া দেখ,
 তোমার দৌহিত্রদের পূর্ব্বেই বা কিরূপ সমৃদ্ধি ও
 আধিপত্য ছিল, এখনই বা কিরূপ হইয়াছে।
 এককালে কালিদাস, ভবভূতি; আর্য্যভট্ট, ভাস্করা-
 চার্য্য ; বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য ; গৌতমদেব, দ্বৈপা-
 য়ন; যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র; অর্জুন, কর্ণ; বিক্রমাদিত্য,
 চন্দ্রগুপ্ত ; চাণক্য, কামন্দক প্রভৃতি মহামহো-
 পাধ্যায়, মহাবীর, মহোদয়গণ, তোমার এই তন-
 যার গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করিয়া, মহা মহা অবদান
 সম্পাদিত করিয়া, এই পুণ্যভূমি ভারতভূমির মুখ
 উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এককালে এই দেশ
 হইতেই সভ্যতাকিরণ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া-
 ছিল ; এককালে দিগ্দিগন্তস্থিত অমুরকার পুরু-
 ষেরা, আমাদের নিকট হইতেই রাজনীতি শিক্ষা
 করিত, যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস করিত, এবং সামাজিক
 আচার ব্যবহার সকলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা
 করিত। এখন আর তাহার বিন্দু বিসর্গও নাই।
 “মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া, এবং প্রমাদশয্যায়

শয়ান হইয়া, ইহার। কেবল অন্যের গলগ্রহ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে” । এখন উহার। অধ্যবসায়কে বিস্মরণ করিয়াছে, এবং আজন্মপরিচিত, বালমুহুদ্ অসীম সাহসের নামও করে না । এখন কেবল তাহার। বাগাড়ম্বরপরায়ণ হইয়া আপনাদের সর্বনাশ করিতেছে । উঃ ! ঐ সকল স্মরণ করিলে আমার সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় । পূর্বতন অবস্থা, এবং ইদানীন্তন অবস্থা স্মরণ করিলে কোন্ পাষণ্ড-হৃদয়ের হৃদয় না বিদীর্ণ হয় !

হা জননি ! কেন তুমি একপ কলবতী, একপ মধুরাকৃতি হইয়াছিলে : কেন তুমি এত সমৃদ্ধি এবং এত ঐশ্বর্যের প্রসূতি হইয়াছিলে : তাই জন্যেই ত পদে পদে তোমার এত বিপত্তি ঘটে । তাই জন্যেই ত বিদেশস্থ নরপতির। লোলজিহ্ব হইয়া, গৃধ্রের ন্যায়, ব্যাঘ্রের ন্যায়, তোমার আমিষ ভক্ষণে একপ আকাঙ্ক্ষা করে । তুমি যদি সেই স্থানের মত, যেখানে প্রচণ্ডসূর্য্যাকিরণোদ্ভাপিত, উৎকট-সূর্য্য-বাত্যোখিত বালুকারাশি, অনবরত চতুর্দিক্ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে,

সেই আফ্রিকাদেশস্থ সাহারা মরুভূমির ন্যায়, ফলহীন, জলহীন, এবং তৃণশূন্য হইতে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই স্মিতবিকসিত আননে তোমার নিকটে আসিয়া, তোমার প্রশ্রয় পাইয়া, তোমার সর্বনাশ করিত না । যদি তুমি লাপ্লাণ্ড দেশের ন্যায় চিরদিন তুষাররাশিপরিবৃত থাকিতে, তাহা হইলেও কেহই তোমার সমীপবর্তী হইত না । তাহা হইলে তোমার সন্তানদিগকে কোনকালেই স্বাতন্ত্র্যসুখে জলাঞ্জলি দিতে হইত না । এখন ভাগ্য করিয়া মান, যে এখন সাহারা তোমার উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারা পূর্বশ্রুত শাসন-প্রণালী-সুখীকৃত ব্রিট্যানিয়া দেবীর বংশোদ্ভব । পূর্ব পূর্ব পাপাত্মাদের মত, তাঁহারা তোমার সহিত ব্যবহার করিবেন না । তুমি যাহাতে সুখী হও, তাঁহারা সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবেন । কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য কর্ম করিবেন বলিয়া, আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব কেন ? কেন আমরা আমাদের আলস্যপূর্ণ ভ্রাতৃগণের ন্যায় মিছা কথায় কালক্ষেপ করিব ।

• অগ্রসর হও । মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর ।

পশ্চাৎ আর দৃষ্টিক্ষেপ করিও না। সমুদ্র উদ্বেল
হইয়া পৃথিবীকে উদরস্থই বা করুক,—প্রলয়প-
র্জন্য সকল একত্রীকৃত হইয়া, যোরতর সিংহনাদই
বা করুক—পৃথ্বীতলস্থ গন্ধকখনিসমূহ উদ্ঘাটিত
হইয়া ভূতধাত্রীকে দগ্ধাবশেষই বা করুক—
পৃথিবী কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া সৌরজগৎকে ছিন্ন ভিন্নই
বা করুক, তথাপি কোন মতে স্থলিতপাদ হইও
না। আপনার লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হও। বৃথা-
অরণ্যারোদনে ফল কি : “তে নির্যাস্তু ময়া সত্বেক-
মনসো যেষানভীষ্ণং যশঃ”*। এস আমরা
অনন্য-ব্যাসক্ত হইয়া, এবং মিথ্যামাহাত্ম্য-গর্কিত
না হইয়া, আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তি উৎকর্ষিত করি,
শরীর সবল করি, মন উন্নত করি, তাহা হই-
লেই আমাদের দেশ সকল দেশের শিরোরত্ন
হইবে, তাহা হইলেই আমাদের দেশে ঐক্যপ
শাসন-প্রণালী প্রচলিত হইবে, তাহা হইলেই
আমরা ঐক্যপ রাজ্যস্থিতি নিবন্ধন অবিচ্ছিন্ন মুখ

* যাহাদের কীর্তিলাভের বাসনা থাকে, তাহারা
অম্মার সহিত বহির্গত হউক।

ভোগ করিয়া ইংরেজ মহাজনদিগের গুণোৎ-
কীৰ্ত্তন করিতে করিতে আপনাদের মাহাত্ম্য বিস্তার
করিব ; এবং তাহা হইলেই আমরা ইংরেজদের
প্রসাদে স্বাধীনতার কিরূপ অনির্বচনীয় সুখ তাহা
অনুভব করিতে পারিব :

সম্পূর্ণ ।

